# বেদান্ত-তত্ত্বসারঃ

( শ্রীভাষ্যোদ্ধৃত-সংক্ষিপ্ত-বিচারপরঃ )

## শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-বিরচিতঃ।

গৌড়ীয়-ভাষ্যান্তর্গত-গৌড়ীয়-ভাষানুবাদ-সহিতঃ।

শ্রীমদ্গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-

**শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-সম্পাদিতঃ।**

**শ্রীগৌড়ীয়-মঠতঃ**

**শ্রীকুঞ্জবিহারিবিদ্যাভূষণাচার্য্যত্রিদণ্ডিকেন**

প্রকাশিতশ্চ

শ্রীচৈতন্যপ্রকটিতাব্দাদয়ঃ ৪৪০।৪

---

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়স্য বি, এ, ইত্যুপাহ্বেন বিদ্যাভূষণোপনাম্না শ্রীচৈতন্যমঠাগ্যতমাধিকারিণা

**শ্রীমদনন্ত-বাসুদেব-ব্রহ্মচারিণা** ২৪৩।২নং আপার সারকিউলার রোড্স্থ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ইত্যাখ্যযন্ত্রে মুদ্রিতঃ।

# উপোদ্ঘাত

ভারতীয় প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র—সাধারণতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত ;—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব ও উত্তর-মীমাংসা। ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৌধাবলীর সকলই ন্যূনাধিক বেদান্ত-দর্শন-ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। যদিও শাক্যসিংহের সম্প্রদায় সাংখ্য দর্শনের এবং জৈন ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষমতবাদ সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের সহিত গৌণভাবে সংশ্লিষ্ট এবং কতিপয় মতবাদ আবার ন্যায় ও বৈশেষিকানুগত দর্শনের, তথাপি পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় বেদান্ত বা উত্তর-মীমাংসার অধিকার প্রকাশ্যভাবে অতিক্রম করেন নাই।

উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন অতি-পুরাকালে ক্ষীণকায় থাকিলেও ভারতীয় অপরাপর দার্শনিক-মত-প্রচার-কালে সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। কর্ম্মন্দী, পারাশর্য্য ও ভিক্ষুসূত্রাদি বর্ত্তমানকালে দুষ্প্রাপ্য হইলেও ঐগুলিই বেদান্ত-দর্শনের আকর-গ্রন্থরূপে গৃহীত হয়। ঔড়ুলোমী, আশ্মরথ্য, বাদরি, বাদরায়ণ, জৈমিনি, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয়, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতির বিচারপ্রণালীর সহিত সাংখ্যাদি দার্শনিক মতের সমালোচনা বেদান্তসূত্রের শারীরিক স্থৌল্যের সম্বর্দ্ধন করিয়াছে।

বেদপ্রারম্ভ কর্ম্মফলভোগমূলে পূর্ব্বমীমাংসা ও নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ বেদের চরমাধিষ্ঠানেই 'বেদান্ত'। সম্প্রদায়-বিশেষে 'বেদান্ত' শব্দের বিভিন্ন অর্থ ও পারিভাষিক-বিচার পৃথগ্‌ভাবে গৃহীত হইয়াছে। আমরা সেই সকল বিবদমান সঙ্ঘর্ষের মধ্যে এস্থলে প্রবৃত্ত না হইয়া ইহাই বলিতে পারি যে, শ্রৌতপন্থাকে মুখে স্বীকার করিয়া অশ্রৌত-দর্শনাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি দ্বারা শ্রৌতপন্থা আচ্ছন্ন ও বিক্ষিপ্ত করিবার যে প্রয়াস দেখা যায়, তাহা বেদান্ত-দর্শনের অনুমোদিত নহে। শ্রৌতপথের অনুসরণে প্রত্যক্ষানুমানাদির সহযোগিতা আছে বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষানুমানাদি কখনই শ্রৌতবিচারকে স্ব-স্ব আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ নহে।

বেদান্ত-দর্শনের মধ্যেও দৃষ্টিভেদে এই বৈষম্য লক্ষিত হয়। নির্ব্বিশেষ-দৃষ্টিপর সাম্প্রদায়িকগণ বহিঃপ্রজ্ঞার বহুমানন করিতে গিয়া শ্রৌতপন্থাকেও বৌদ্ধ-অর্হতাদির বিচারের অনুগামী করাইয়াছেন এবং তাহাই 'উদারতা' ও 'জনপ্রিয়তা' বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন। এই বিচারের প্রতিকূলে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বপ্রমুখ বৈদান্তিকগণ শ্রৌতপন্থা সংরক্ষণে যেরূপ সেবা করিয়াছেন, তাহাই ভাগবতগণের অনুকূলে ভগবৎসেবার 'সোপান' বা 'সাধন'। তত্ত্ববস্তুকে 'নির্ব্বিশেষ' বলিতে গিয়া তত্ত্বের বিশেষত্ব সংহার করিলে সংস্থাপকের অস্তিত্বের মর্য্যাদা আক্রান্ত হয়,—এই সহজ তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহাদের জন্য শ্রৌত-তত্ত্বের প্রবর্ত্তন 'শুভাকাঙ্ক্ষা' ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কারণেই চিদচিৎ-সমন্বয়বাদ-প্রবর্ত্তকগণের বিচারপ্রণালীর সঙ্কীর্ণতা দেখাইবার জন্য এই 'বেদান্ততত্ত্বসার'-গ্রন্থের অবতারণা।

এই স্বল্পায়তনী পুস্তিকার লেখকসূত্রে আমরা জানিতে পারি যে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বয়ং এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, পরবর্ত্তিকালে শ্রীরামানুজীয় জনৈক আচার্য্য ইহার সঙ্কলন-কর্ত্তা। যাহা হউক, শ্রীরাম[illegible]ভাষ্য—বিপুলায়তন গ্রন্থ ; তাহার সংক্ষিপ্ত সার ইহাতে পাওয়া যায়। নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারপ্রণালী যে ভাগবতগণের গ্রহণীয় নহে, তদনুকূলে তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ের ভ্রমাপনোদন-কল্পে পাঠকগণ বেদান্ততত্ত্বসার লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। গৌড়দেশে কেবলাদ্বৈত-বিচারপ্রণালীর প্রভূত বিস্তার হওয়ায় ঐ প্রণালীদ্বারা শুদ্ধ ভগবদনুশীলন নানাপ্রকারে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং পরমার্থ প্রসারের উদ্দেশে ভক্তির অনুকূল বিচারগ্রন্থ সাময়িক সুফল উৎপন্ন করিবে,—আশায় এই গ্রন্থ সানুবাদ প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থপ্রকাশ-কার্য্যে সুদর্শনবাচস্পতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র দেবশর্ম্মা কাব্য-ব্যাকরণ-দর্শন-সাংখ্য-বেদান্ত-পঞ্চতীর্থ মহাশয় ও পণ্ডিত শ্রীমান্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন ; তাঁহারা—বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

গ্রন্থমধ্যে আমরা নির্ব্বিশেষ-বাদের শাখোপশাখারূপ মায়াঙ্গীকার-বাদ, 'অধ্যারোপ-বাদ, বাধিতানুবৃত্তিবাদ, মিথ্যাত্বদর্শন-বাদ, ব্রহ্মস্বরূপের অবিদ্যাতিরোহিতত্ব-বাদ, আরোপবিষয়ের অসত্যত্ব-বাদ, ব্যবহারিকসত্তা-বাদ, অবচ্ছেদ-বাদ, ব্রহ্মের জীবাপত্তি-বাদ, 'আভাস' শব্দের প্রতিবিম্বার্থ-বাদ, পরমেশ্বর ও জীবের স্বরূপৈকত্ব-বাদ, প্রতিবিম্ব-বাদ, জীব ও ব্রহ্মের অজ্ঞানকৃত ভেদবাদ এবং অসদ্‌গুণোপাসন-বিধি-বাদ সুষ্ঠুভাবে খণ্ডিত হইয়াছে, দেখিতে পাই এবং সবিশেষ-বাদের শাখোপ-শাখারূপ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব, মায়া ও তৎকার্য্যের পারমার্থিকত্ব, বিশিষ্টের অদ্বিতীয়ত্ব, পরমেশ্বর ও জীবের পূর্ণত্বাংশত্ব, পরব্রহ্ম ও জীবের সাদৃশ্যমূলে আত্মৈকত্ব, ভগবানের কল্যাণগুণগণাকরত্ব, সূক্ষ্মচিদচিদ্‌বিশিষ্ট-ভগবানের কারণত্ব, ব্রহ্মের ভিন্নার্থত্ব এবং নির্গুণ-সগুণ-ব্রহ্মপ্রতিপাদক-বিবদমান-শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্যমুখে ব্রহ্মের একত্ব স্থাপিত ও সাধিত হইয়াছে। জীব ও জগতের 'নিমিত্ত' 'উপাদান' কারণরূপে ভগবানের স্বরূপবৈভবে পারমার্থিকগণের বাস্তব-বিচার ; পক্ষান্তরে মায়াবাদিগণ ভগবদ্বিদ্বেষ-বশে ভক্তির 'নিত্যত্ব' অস্বীকার করায়, কার্য্যকারণ-বৈচিত্র্যকে প্রাপঞ্চিকমাত্রজ্ঞানে আধ্যক্ষিক-দর্শনপ্রভাবে 'বিবর্ত্ত' বলিয়া গ্রহণ করেন ; কিন্তু শ্রৌতবিচারক—তদ্রূপবৈভবের নিত্যাধিষ্ঠানের নিত্যোপলব্ধিবিশিষ্ট।

দীন—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

## শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিতঃ

# বেদান্ত-তত্ত্বসারঃ

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৬।২।১)ইত্যত্রাদ্বিতীয়শব্দেন সজাতীয়াদি-ভেদ-শূন্যাঙ্গীকারে কথং তাদৃশস্য জগদ্ব্যাপারঃ। মায়াঙ্গীকারেণেতি চেৎ,কিং তদানীং নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান-মাত্র-স্বরূপং ব্রহ্ম মায়াতিষ্ঠতীতি জানাতি ন বা। জানাতি চেৎ জ্ঞানমাত্রস্য কথং জ্ঞাতৃত্বম্। ন জানাতি চেৎ অজ্ঞত্বাৎ কথমঙ্গীকরোতি। অপি চ যৎকিঞ্চি-চ্ছক্তিযোগেন মায়াঙ্গীকারানন্তরমভ্যুপেয়তে ভবদ্ভিঃ, তৎপূর্ব্বং মায়াঙ্গীকারানুগুণ-শক্ত্যভ্যুপগমে নির্ব্বি-শেষত্বহানিঃ। কিঞ্চ তদানীং কিং মায়া-বিলক্ষণং ব্রহ্ম, উতাবৈলক্ষণ্যেন মায়াত্মকম্। যদি বিলক্ষণং বস্তুতঃ পরিচ্ছেদাদনন্তত্বং ব্রহ্মণো ন স্যাৎ। অথ মায়াত্মকং তর্হ্যঙ্গীকারবচনং নিরর্থকং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি (তৈঃ ২.১) লক্ষণবাক্যমপ্যপার্থং স্যাৎ, সজাতীয়-বিজাতীয়-ব্যাবৃত্ত্যর্থং হি লক্ষণম্, তদন্যানিষ্ঠ-তন্নিষ্ঠ-ধর্ম্মবোধো হি নান্যথা ॥ ১ ॥

নন্বু শিষ্যোপদেশার্থমধ্যারোপাপবাদ-ন্যায়েনেদ-মুচ্যতে, "অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্পারোপবদ্ বস্তুন্যবস্ত্বারোপোঽধ্যারোপঃ, বস্তু সচ্চিদানন্দাদ্বয়ং ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদি সকলজড়সমূহোঽবস্তু অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং

---

### অনুবাদ

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।২।১) উদ্দালক পুত্র-শ্বেতকেতুর প্রতি তত্ত্বজ্ঞান উপদেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—"হে বৎস! এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই অবস্থিত ছিলেন। তিনি 'এক' অর্থাৎ তদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাঁহার সমান ও অধিক কেহ নাই বলিয়া তিনি অদ্বিতীয়।" এই স্থলে মায়াবাদিগণ 'অদ্বিতীয়' শব্দদ্বারা সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত—এই ত্রিবিধভেদশূন্য ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন আপত্তি এই যে, তাদৃশ অর্থাৎ সজাতীয়াদিভেদ-রহিত ব্রহ্মের জগৎ রচনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি বল, মায়াকে স্বীকার করিয়া রচনা সম্ভব-পর তাহা হইলে আপত্তি এই যে; তোমার মতে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমাত্রই ব্রহ্মের স্বরূপ এইরূপ যে ব্রহ্ম তিনি মায়া-স্বীকার সময়ে মায়ার অস্তিত্ব অবগত আছেন কি না? যদি বল, অস্তিত্ব জ্ঞাত আছেন; তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, যিনি জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ তিনি আবার কিরূপে জ্ঞাতা হইতে পারেন? আর যদি বল মায়ার অস্তিত্ব অবগত থাকেন না, তবে তিনি মায়ার অস্তিত্ব বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া কিরূপে মায়াকে স্বীকার করেন?

বিশেষতঃ তোমাদের মতে ব্রহ্ম যৎকিঞ্চিৎ শক্তি দ্বারা মায়াকে স্বীকার করিয়া জগৎ রচনা করেন, এইরূপ স্বীকৃত হইলে আপত্তি এই যে, যদি পূর্ব্বেও মায়া স্বীকার করিবার অনুকূলশক্তি ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে তবে তোমাদের স্বীকৃত নির্ব্বিশেষভাবের হানিই হইয়া থাকে। আরও বল সেই সময়ে ব্রহ্মের স্বরূপ মায়া হইতে কি ভিন্ন অথবা অভিন্ন-মায়াত্মক? যদি বল ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়া হইতে পৃথক্, তাহা হইলে বস্তুতঃ ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতার হানি হয় এবং তাঁহার অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না।

আর যদি মায়া স্বরূপেই অবস্থান বল, তাহা হইলে

জ্ঞানবিরোধিভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি, অহমজ্ঞ ইত্যনুভবাৎ", অন্যথা নির্ব্বিশেষস্য কথং জগৎকারণত্বমিতি চেৎ। তর্হ্যেবং জগন্মিথ্যাত্ববাদে শিষ্যাচার্য্যয়োস্তদুপদিষ্টজ্ঞানস্যাপি তদন্তর্গতত্বা-চ্ছিষ্যোপদেশার্থং কল্পিতমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুম্, কল্পিতাচার্য্যোপদিষ্টেন কল্পিতজ্ঞানেন কল্পিতস্য শিষ্যস্য কা বার্থ-সিদ্ধিঃ। নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাতিরেকি সর্ব্বং মিথ্যেতি বদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদিপ্রযত্নো নিষ্ফলোঽবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ শুক্তিকারজতাদিষু রজতাদ্যুপাদানাদি-প্রযত্নবৎ। মোক্ষার্থপ্রযত্নোঽপি-ব্যর্থঃ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ। শুক-প্রহ্লাদ-বামদেবাদিপ্রযত্নবৎ। "তত্ত্বমস্যাদি" (ছাঃ ৬। ৮।৭) বাক্যজন্যজ্ঞানং ন বন্ধনিবর্ত্তকমবিদ্যা-কল্পিত-বাক্যজন্যত্বাৎ, স্বয়মবিদ্যাত্মকত্বাৎ, অবিদ্যা-কল্পিতজ্ঞানাশ্রয়ত্বাৎ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তশ্রবণ-জন্য-ত্বাদ্বা, স্বপ্নবন্ধনিবর্ত্তকবাক্যজন্যজ্ঞানবৎ। নন্বাচার্য্য-তজ্জ্ঞানয়োঃ কল্পিতত্বেঽপি স্বপ্ন-দৃষ্ট-সিংহভয়েন-প্রবোধবজ্জ্ঞানোৎপত্তিঃ সম্ভবতীতি চেন্নৈবং দৃষ্টান্তে পরমার্থ-দোষস্য স্বপ্নস্য সিংহরূপাসদর্থাবলম্বিজ্ঞানং প্রতি কারণত্বং জ্ঞানস্য ভয়ং প্রতিভয়স্য প্রবোধং প্রতি প্রবুদ্ধোঽপি দেবদত্তঃ পরমার্থঃ। দার্ষ্টান্তে তু সর্ব্বস্য মিথ্যাত্বেন দৃষ্টান্তানুপপত্তিঃ। অপি চাস্মিন্ সিদ্ধান্তে "নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম আত্মা-নারায়ণঃ পরঃ" ( নারায়ণোপনিষৎ ) ইত্যাদি শ্রুতি-

---

আর সৃষ্টির জন্য পৃথগ্ ভাবে মায়াকে স্বীকার করিতে হয় না বলিয়া—"মায়াকে স্বীকার করিয়া সৃষ্টি করেন" তোমার এই বাক্য নিরর্থক হয়।

"সত্য, জ্ঞান, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম" ( তৈঃ ২।১ ) এই যে ব্রহ্মের লক্ষণ করিয়াছেন, ইহারও কোন আবশ্যক থাকে না।

সজাতীয় এবং বিজাতীয় অন্যবস্তু হইতে লক্ষ্য বস্তুকে পৃথগ্ ভাবে বুঝাইবার জন্যই লক্ষণের আবশ্যক। কিন্তু এস্থলে লক্ষণের অবকাশ নাই। কেন না, যে ধর্ম্ম একমাত্র ব্রহ্মেই বর্ত্তমান, এবং যখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুই নাই, তখন উহা কিরূপেই বা ব্রহ্মেতর বস্তুতে লক্ষিত হইবে? অতএব ব্রহ্মের সহিত অন্য বস্তুর ভেদ স্থাপনের জন্য লক্ষণের অবকাশ কোথায়?॥ ১॥

যদি বল যে, অধ্যারোপ এবং অপবাদ ন্যায় দ্বারা শিষ্যকে সহজে বুঝাইবার জন্যই মায়া স্বীকার করিয়া সৃষ্টির প্রণালী উক্ত হইয়াছে অন্যথা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমাত্রের জগৎ রচনা অসম্ভব। অসর্পস্বরূপ রজ্জুতে যেরূপ সর্পের কল্পনা করা হয়, সেইরূপ পরমার্থ বস্তুতে অবস্তুর কল্পনার নামই অধ্যারোপ। সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই পরমার্থ বস্তু, অজ্ঞানাদি যাবতীয় জড়পদার্থ অবস্তু; অজ্ঞান পদার্থ সৎ কি অসৎ এইরূপ নির্দ্দেশের অযোগ্য—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক জ্ঞানবিরোধিভাবস্বরূপ পদার্থ-বিশেষ। "আমি অজ্ঞ" লোকের এইরূপ অনুভব দ্বারাই অজ্ঞানের সত্তা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

তাহা হইলে তোমার মতে জগতের অসত্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় শিষ্য, আচার্য্য এবং আচার্য্যের উপদিষ্টজ্ঞান এসমস্তও জগতের অন্তর্গত। অতএব ঐ সকল শিষ্যোপদেশের জন্য কল্পিত হইয়াছে, একথাও বলিতে পার না; কারণ কল্পিত আচার্য্যের উপদিষ্ট কল্পিত জ্ঞানদ্বারা কল্পিত শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে?

রজতরূপে প্রতীয়মান শুক্তি দেখিয়া রজতার্থী কোন ব্যক্তি যদি রজত আহরণের জন্য তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সেই প্রযত্ন যেরূপ বিফল হয় অর্থাৎ রজত লাভ হয় না সেইরূপ তোমার মতে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা বলিয়া মোক্ষলাভের জন্য শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রযত্নও অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া নিষ্ফল হইয়া পড়ে।

মুক্তিলাভের চেষ্টাও কল্পিত আচার্য্যের অধীনজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া কল্পিত শুক প্রহ্লাদ এবং বামদেব প্রভৃতির কল্পিত চেষ্টার ন্যায় ব্যর্থ হয়।

কোন কারাগারে আবদ্ধ পুরুষকে যদি স্বপ্নে কোনও কল্পিত পুরুষ উপদেশ করে যে "তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছ" এবং সেই বাক্য হইতে স্বপ্নে যদি পুরুষের এইরূপ জ্ঞান হয় যে "আমি বন্ধন মুক্ত" তাহা হইলে যেমন সেই জ্ঞান কার্য্যকর হয় না বস্তুতঃ জাগ্রত হইয়া সে আপনাকে বন্ধনগ্রস্তই দেখিতে পায়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্ঞানও অবিদ্যা-কল্পিত বাক্য-

প্রতিপাদিতো নারায়ণঃ প্রথমগুরুর্ব্রহ্মণা কল্পিতঃ পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনঃ পুরুষোত্তমোঽর্জ্জুনেন কল্পিতঃ কল্পিতা চ তদুপদিষ্টা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতেত্যেবং দুঃসিদ্ধান্তাপত্তিদোষঃ প্রাজ্ঞমানিভিঃ কথং ন বিচারণীয়ঃ। অথ চৈতৎসিদ্ধান্তনিষ্ঠৈরপি স্বস্বগুরুবিষয়ে মায়াকল্পিত ইত্যেবং বক্তব্যন্বে "গুরুরেব পরংব্রহ্ম গুরুরেব পরা গতিঃ" "স হি বিদ্যাতস্তং জনয়তি তচ্ছ্রেষ্ঠং জন্ম তস্মৈ ন দ্রুহ্যেত কদাচন" "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" [ ভাঃ১১।১৭।২২ ] ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধঃ কথং ন পরামর্শনীয়ঃ। নন্বতত্ত্বজ্ঞানদশায়ামুপদেশাদয়ঃ সত্যা এব। জাতে তু জ্ঞানে "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ কেন কং পশ্যেৎ [ বৃহদাঃ ২। ৪। ১৪ ] ইত্যাদিশ্রুতের্দ্বৈতদর্শনমিতি চেত্তর্হি অদ্বিতীয়াত্মসাক্ষাৎকারাদ্ বিনষ্টমূলাজ্ঞান-তৎকার্য্যস্য কথং দ্বৈতদর্শনপূর্ব্বকোপদেশাদি-ব্যবহারাঃ ॥ ২ ॥

বাধিতানুবৃত্ত্যেতি-চেৎ সম্যগ্‌জ্ঞান-প্রবৃত্তিবেলায়াং বাধিতানুবৃত্তিস্তিষ্ঠতি ন বা তিষ্ঠতি চেৎ "জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ" ( গীতা ৫।১৬ ) ইত্যাদি প্রমাণবিরোধোঽনুভব-বিরোধশ্চ রজ্জুসাক্ষাৎকারদশায়া সর্পভ্রমানুপলম্ভাৎ। ন তিষ্ঠতি চেৎ উপদেশ-সময়ে সম্যগ্‌জ্ঞানপ্রবৃত্তত্বেন বাধিতানুবৃত্ত্য সম্ভবাৎ কথং দ্বৈতদর্শনং তৎকৃতোপদেশশ্চ। অথ চ "বিদ্রাবিতো মোহমহান্ধকারো য আশ্রিতো মে তব

---

জাত বলিয়া নিজেও অবিদ্যাত্মক হেতু, অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া এবং কল্পিত আচার্য্যের অধীন শ্রবণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় পুরুষের বন্ধ নাশ করিতে পারে না।

যদি বল যে, কোন ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্নে কল্পিত-সিংহ-দেখিয়া ভীতি-হেতু জাগ্রত হয়—সে স্থলে কল্পিত সিংহ ভয় হইতে সত্যজাগরণের ন্যায় কল্পিত আচার্য্য এবং তদীয় কল্পিত জ্ঞান হইতেও শিষ্যের বন্ধননাশক সত্য জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—স্বপ্ন দৃষ্টান্তে স্বপ্নের কারণ দোষ অর্থাৎ তমোগুণ সত্য পদার্থ, তাহা হইতে উৎপন্ন স্বপ্নই সিংহরূপ মিথ্যাবস্তু বিষয়ক জ্ঞানের কারণ; সেই জ্ঞান পুনরায় ভয়ের কারণ এবং ভয় জাগরণের কারণ। জাগ্রত দেবদত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিও সত্য। কিন্তু দার্ষ্টান্তে অর্থাৎ প্রস্তাবিত "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি উপদেশস্থলে সমস্তই কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া এস্থলে স্বপ্নদৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ তোমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে "নারায়ণই পরম ব্রহ্ম নারায়ণই পরমাত্মা" ( নারায়ণোপনিষৎ )—এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত আদিগুরু-নারায়ণ, শিষ্য-ব্রহ্মার কল্পিত, পূর্ণ-ব্রহ্ম-সনাতন শ্রীকৃষ্ণরূপ তত্ত্বগুরু, শিষ্য-অর্জ্জুন কর্তৃক কল্পিত এবং তাঁহার উপদিষ্ট সর্ব্বশাস্ত্রসার গীতাবাক্যও কল্পিত—এরূপ দুষ্টসিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। তোমরা নিজকে পণ্ডিত বলিয়া মনে কর অথচ নিজ মতের এসমস্ত দোষ কি তোমাদের বিচার্য্য নহে?

বিশেষতঃ এই সমস্ত সিদ্ধান্তবাদিগণের মতানুসারে তাঁহাদের নিজ-নিজ গুরুবর্গও কল্পিত হইয়া পড়ায় "গুরুই পরমব্রহ্ম, গুরুই উত্তমা গতি" "তিনিই বিদ্যাদ্বারা তাঁহাকে ( শিষ্যকে ) জন্মদান করেন, সেই জন্মই শ্রেষ্ঠজন্ম, কখনও তাঁহার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিবে না" "আচার্য্যকে মৎস্বরূপ বলিয়া জানিবে" ( ভাঃ ১১।১৭।২২ ) ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যের বিরোধ কি বিচার-যোগ্য নহে?

যদি বল, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে উপদেশ প্রভৃতি বিষয় যথার্থ-রূপেই বর্ত্তমান থাকে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে—"যে সময়ে ইহার নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হয় 'তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' (বৃ ২।৪।১৪) ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে দ্বৈতদর্শন না থাকায় উপদেশাদি সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে গুরুর অদ্বৈত-সাক্ষাৎকারদ্বারা মূল অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য দ্বৈতদর্শন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তিনি আবার কিরূপে দ্বৈতদর্শন পূর্ব্বক শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে সমর্থ হন? ॥২॥

যদি বল যে—দ্বৈতজ্ঞান বর্ত্তমানে বাধিত হইলেও পূর্ব্বানুভূত তদীয় সংস্কার বর্ত্তমান থাকায় উপদেশ সম্ভবপর তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে—যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বৈত-সাক্ষাৎকারদশায় বিনষ্ট-দ্বৈতদর্শনের অনুবৃত্তি অর্থাৎ সংস্কার-দ্বারা উপস্থিতি হয় কি না? যদি বল অনুবৃত্তি হয় তাহা হইলে "আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে" ( ৫।১৬ ), ইত্যাদি গীতাবাক্যের সহিত এবং স্বকীয় অনুভবের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ যে কালে

সন্নিধানাৎ বিভাবসোঃ কিন্নু সমীপগস্য শীতং তমো ভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্যঃ" (ভাঃ ১১।২৯।৩৭) ইতিবাদিন উদ্ধবস্য স্বতত্ত্ব-জ্ঞানস্ফূর্ত্তি-প্রকাশন-বেলায়াং বাধিতানুবৃত্ত্যসম্ভবে "নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাং। যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী" (ভাঃ ১১।২৯।৪০) ইতিভেদদর্শনমূল-বিজ্ঞাপনং কথং সম্ভবতি। রজ্জু সাক্ষাৎ-কার-দশায়াং সর্পভ্রমানুপপত্তিবদুপদিশ্য মান-তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধানেনাদ্বিতীয়াত্ম-সাক্ষাৎকারে সতি বাধিতানু-বৃত্ত্যনুপপত্ত্যা উপদেশানুপপত্তিস্তদবস্থা। তথা ভগবদুপদিষ্ট-তত্ত্ব-জ্ঞানাবধারণানন্তরং "নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ-প্রসাদান্ময়াচ্যুত" [গীতা ১৮।৭৩] ইত্যাদিনা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারাবিষ্কার দশায়াং বাধিতানুবৃত্ত্যসম্ভবাৎ, তব প্রসাদাৎ "স্থিতোঽস্মিগতসন্দেহঃ [গীতা ১৮।৭৩] দুর্য্যোধনাদীন্ প্রতি যুদ্ধবিষয়ং "তব বচনং করিষ্যে" ইতি দ্বৈতদর্শনমূলমর্জ্জুনবাক্যং কথং সঙ্গচ্ছেত। কিঞ্চ পরমার্থদোষ-মূলকৈ রজ্জু সর্পাদি-দৃষ্টান্তৈরপরমার্থদোষমূলেয়ং বাধিতানুবৃত্তির্দুঃসাধ্যাপি যৎকথঞ্চিদুচ্যতে তৎক্ষেত্রজ্ঞস্যৈব উচ্যতাম্। আদাব জ্ঞত্বং পশ্চাদ্গুরূপদেশাদিভিরধিগতজ্ঞানত্বং তেষামেব সম্ভবতি। ঈশ্বরস্য তু "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ [মুণ্ডক ১।১।৯]" পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ [শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮] "যো বেত্তি যুগপৎ সর্ব্বং প্রত্যক্ষেণ সদা স্বতঃ" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাৎ কথঞ্চিদপি বক্তুং ন শক্যতে। কথং তর্হি তস্য দ্বৈত-দর্শনমুপদেশাদিব্যবহারাশ্চেতি নিরূপণীয়ম্ ॥ ৩ ॥

---

রজ্জুরূপে জ্ঞান হয়, সেকালে সর্পভ্রম আর দেখা যায় না। আর যদি বল, দ্বৈতদর্শনের অনুবৃত্তি থাকে না তাহা হইলে গুরুকৃত দ্বৈতদর্শন পূর্ব্বক উপদেশ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

আরও দেখ—"হে ভগবন্ আদিদেব! তোমার সান্নিধ্যলাভে আমার যাবতীয় মোহরূপ মহান্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে, সূর্য্য নিকটস্থ হইলে শীত কিম্বা অন্ধকার ভয় কি আর থাকিতে পারে" (ভাঃ ১১।২৯।৩৭)—উদ্ধবের এই উক্তিদ্বারা নিজের তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এ অবস্থায় তোমার মতে বাধিতানুবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া "হে যোগিশ্রেষ্ঠ! তোমাকে প্রণাম, এ আশ্রিতকে এরূপ উপদেশ কর, যাহাতে তোমার চরণে নিশ্চলা রতি হয়" (ভাঃ ১১।২৯।৪০) এইরূপ ভেদদর্শনমূলক বিজ্ঞপ্তি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

অতএব রজ্জুসাক্ষাৎকার দশায় যেরূপ সর্পভ্রম থাকিতে পারে না, সেইরূপ গুরুর উপদেশে তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধান দ্বারা অদ্বৈত দর্শন হইয়া গেলে—বাধিতানুবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া উপদেশও অসম্ভব হইয়া পড়ে। আরও বল দেখি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান অবধারণের পর 'তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, স্মৃতিলাভ করিয়াছি (গীতা ১৮।৭৩)' অর্জ্জুনের এসমস্ত উক্তিদ্বারা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই প্রতিপন্ন হইয়াছে। তৎকালে বাধিতানুবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া—"তোমার প্রসাদে আমি সংশয়শূন্য হইয়াছি" এবং "তোমার আদেশ পালন করিব" এইরূপ দুর্য্যোধনাদির বিরুদ্ধে যুদ্ধসঙ্কল্পবিষয়ক দ্বৈতদর্শনজাত অর্জ্জুনের বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আরও বক্তব্য এই যে—রজ্জু সর্পাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা বাধিতানুবৃত্তির সাধন করা যায় না; কারণ রজ্জুতে সর্পদর্শনের হেতুভূত চক্ষুর দোষাদি সত্য কিন্তু বাধিতানুবৃত্তির মূলে যে দোষ তাহা যথার্থ নহে; তথাপিও যদি বাধিতানুবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবের সম্বন্ধেই স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ তাহাদের একসময়ে অজ্ঞত্ব অর্থাৎ দ্বৈতদর্শন থাকে পশ্চাৎ গুরূপদেশে অদ্বৈত জ্ঞানের লাভ হয়। যিনি ঈশ্বর তাহার পক্ষে উহা সম্ভবপর হইতে পারে না। তাহা হইলে "যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনিই সর্ব্ববেত্তা" (মুণ্ডক ১।১।৯) সেই অসমোর্দ্ধ অদ্বয়তত্ত্বের 'পরা' নাম্নী একটী শক্তি আছে। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী)—ভেদে বিবিধা—এইরূপই শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)। "যিনি স্বয়ং এককালে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন" ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহা হইলে তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বৈতদর্শন এবং উপদেশাদি ব্যবহার কিরূপে সম্ভবপর হয়?" ॥ ৩ ॥

নন্বু মিথ্যাভূতস্য মিথ্যাত্বেন দর্শনং ন সম্যগ্‌ জ্ঞানবিরোধীতি চেৎ যদীশ্বরোঽপি মিথ্যাত্বেনৈব স্বব্যতিরিক্তং জানাতি ন তর্হি-তন্নিগ্রহানুগ্রহাদিষু প্রবর্ত্তেত, ন হ্যনুন্মত্তঃ কোঽপি মিথ্যাত্বেন জ্ঞাতানুদ্দিশ্য কিমপি করোতি। কিঞ্চেশ্বরস্য যাবদ্‌ বিশেষ-বিরোধিব্রহ্মস্বরূপাবভাসে ব্রহ্মবিবর্ত্তরূপং দ্বৈত-দর্শনং মিথ্যাত্বেনাপি ন সম্ভবতি নহি শুক্তিতয়া শুক্তৌ ভাসমানায়াং তত্র রজতাবভাসোপপত্তিঃ। তথানভ্যুপগমে "স বিশ্বকৃদ্‌ বিশ্ববিদাত্ম-যোনির্জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্‌ যঃ (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬,) তেষামেবানুকম্পার্থম্‌ (গীতা ১০।১১) ইত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিবিরোধঃ। কিঞ্চ যথা চন্দ্রৈকত্বে জ্ঞায়-মানেঽপি দ্বিচন্দ্রদর্শনমবিদ্যৈব দোষমন্তরেণ ন স্যাত্তথেশ্বরস্য মিথ্যাত্বেনাপি দ্বৈতদর্শনমবিদ্যৈব দোষং বিনা চ ন সম্ভবতি। দোষাভ্যুপগমে তু "শুদ্ধে মহাবি-ভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্ব কারণ-কারণে ( বিঃ পুঃ ৬।৫।৭২ ) "সমস্ত হেয় রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্‌" "পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশ ( বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৫ ) ইত্যাদি নিত্য-নির্দ্দোষ-প্রতিপাদক-শাস্ত্রবিরোধঃ। তস্মাদ্‌ যথা তিমিরাদি-দোষ-রহিতস্য দ্বিচন্দ্র-দর্শনং মিথ্যাত্বেনাপি ন সম্ভবতি তথা সমস্তহেয়-প্রত্যনীকস্যেশ্বরস্যাপি মিথ্যাত্বেনাপি দ্বৈতদর্শনং ন সম্ভবতি। কিঞ্চ

---

যদি বল ; মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের মিথ্যারূপে জ্ঞান যথার্থ জ্ঞানের বিরোধী হয় না (অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, তদতিরিক্তরূপে প্রতীয়মান প্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহাই যথার্থ জ্ঞান, তাদৃশ মিথ্যা-স্বরূপ প্রপঞ্চকে যদি সত্য রূপে জ্ঞান করা যায় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যথার্থ জ্ঞানের সঙ্গে বিরোধ হয় কিন্তু মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করিলে উহা যথার্থ জ্ঞানের বিরোধী হয় না) তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, যদি ঈশ্বর নিজের অতিরিক্ত জগৎকে মিথ্যারূপে দর্শন করেন, তাহা হইলে জাগতিক জীবাদির নিগ্রহ কিম্বা অনুগ্রহ বিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ উন্মত্ত ভিন্ন কেহই মিথ্যা বিষয়ের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করেন না। আরও দেখ—যখন বিশেষ-বিরোধি-ব্রহ্মরূপ আত্মস্বরূপ প্রকাশ পায়, সে সময়ে মিথ্যারূপেও ব্রহ্মের বিবর্ত্তভূত দ্বৈতপ্রপঞ্চের দর্শন হইতে পারে না। কারণ যে সময়ে শুক্তিরূপে শুক্তির প্রকাশ হয়, সে সময়ে তাহাতে রজত ভাবের স্ফুরণ হইতে পারে না। অথচ প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মস্ফুরণদশায়ও ব্রহ্মের দ্বৈত দর্শন হইয়া থাকে। যদি ইহা অস্বীকার করা যায় তবে "তিনিই বিশ্বের কর্ত্তা, বিশ্বের জ্ঞাতা; আত্মযোনি অর্থাৎ নিজেই নিজের কারণ, জ্ঞানী, যমেরও নিয়ন্তা, গুণবান্‌ সর্ব্বজ্ঞ ( শ্বে, ৬।১৬ ) এবং "আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য" ( গীতা ১০।১১ ) ইত্যাদি দ্বৈত দর্শন সূচক শ্রুতি এবং স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

আরও দেখ—যে ব্যক্তি চন্দ্র একটী মাত্র ইহা অবগত আছে তাহার দুইটী-চন্দ্র-দর্শন অজ্ঞানই বলিতে হইবে এবং সেই অজ্ঞানের প্রতি ( তিমির ) রোগই কারণ। সেইরূপ ব্রহ্মেরও মিথ্যারূপে জগদ্দর্শন অজ্ঞানই বলিতে হইবে এবং সেই মিথ্যা জ্ঞানের মূলে কোনরূপ দোষ কল্পনা করিতে হইবে। যদি ব্রহ্মে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে "হে মৈত্রেয়! শুদ্ধ মহাবিভূতি নামক সমস্ত কারণেরও কারণ পরব্রহ্মই ভগবান্‌ এই শব্দের প্রতিপাদ্য ( বিঃ পুঃ ৬ ৫। ৭২ ) "বিষ্ণুসংজ্ঞক পরম পদ সমস্ত-হেয়গুণবিবর্জ্জিত" ( বিঃ পুঃ ৬। ৫। ৮৫ ) "যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাহাতে ক্লেশাদি হেয়গুণসকল নাই" ইত্যাদি নিত্য নির্দ্দোষতা প্রতিপাদক শাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব "তিমির" প্রভৃতি নেত্রগত দোষশূন্য পুরুষের যেরূপ মিথ্যারূপেও চন্দ্রদ্বয় দর্শন সম্ভবপর নহে সেইরূপ সমস্ত হেয় গুণশূন্য ঈশ্বরের পক্ষে ও মিথ্যারূপেও দ্বৈত দর্শন সম্ভবপর হয় না।

বিশেষতঃ—যে স্থলে নীলবর্ণ পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি লক্ষণ-দর্শন দ্বারা শুক্তি বলিয়াই স্পষ্ট ধারণা হইতেছে—তাদৃশ স্থলে মিথ্যারূপেও রজত দর্শন হইতে পারে না। যদি ঐরূপ স্থলেও ( স্পষ্ট শুক্তিজ্ঞানস্থলে ) রজতাভিলাষী কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির প্রবৃত্তি দেখা যায়—তাহা হইলে ঈশ্বরের পক্ষে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষভাবে অদ্বয়-আনন্দ-স্বরূপ সাক্ষাৎকার সত্ত্বেও দ্বৈতদর্শন এবং তদ্বিষয়ক উপদেশাদি ব্যবহার সম্ভবপর হইতে পারে।

নীলপৃষ্ঠাদ্যাকারেণানুভূয়মানায়াং শুক্তৌ মিথ্যাত্বেনাপি ন রজতপ্রতীতিঃ। তদুপাদানাদ্যর্থং প্রবৃত্তিশ্চানুন্মত্তানাং যদি দৃশ্যেত তদেশ্বরস্যাপি সর্ব্বদাঽপরোক্ষেণাদ্বয়ানন্দাত্ম-সাক্ষাৎকারে মিথ্যাত্বেন দ্বৈতদর্শনং তন্মূলোপদেশাদিব্যবহারাশ্চোপপদ্যেরন্।৪॥

কিঞ্চ রজ্জৌ সর্পবন্নির্বিশেষ-জ্ঞানমাত্রে ব্রহ্মণ্যারোপিতস্য প্রপঞ্চস্য কো দ্রষ্টা। "নাঽন্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেতি" (বৃহদাঃ ৬।৮।২৩) শ্রুতির্ব্রহ্মৈব দ্রষ্টেতি চেৎ, জ্ঞানমাত্রস্বরূপস্য কথং দ্রষ্টৃত্বং কথং বা জ্ঞানমন্তরেণ ভ্রমভূতস্য প্রপঞ্চস্য দ্রষ্টা। মায়াযোগেনেতি চেৎ, কিময়ং যোগ আগন্তুক উত স্বাভাবিকঃ। আগন্তুকে তু বিভুত্বং ব্রহ্মণো ন স্যাৎ। স্বাভাবিকশ্চেৎ অগ্রেঽপি মায়াশবলমেব ব্রহ্ম, অতশ্চ সর্ব্বদা বিশিষ্টমেবেতি সিদ্ধম্, এবঞ্চ সতি কথং বিজাতীয়-ভেদশূন্যম্। কিঞ্চ মায়াশবলত্বেঽপ্যগ্রে প্রপঞ্চাপ্রতীতেঃ কিং কারণম্। ঈক্ষণাভাবাদপ্রতীতিরিতি চেৎ তদভাবে কিং কারণম্। ইচ্ছৈবেতি চেৎ কিমগ্রেঽপীচ্ছাবদ্ ব্রহ্ম তর্হি সর্ব্বদা সবিশেষমেবেতি সিদ্ধম্। কিঞ্চাঙ্গীকরণাৎ পূর্ব্বং কিমাশ্রিতা মায়া। ব্রহ্মাশ্রিতেতি চেৎ সর্ব্বদা বৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গোঽদ্বৈত-হানিশ্চ।॥ ৫ ॥

ননু মায়ায়া অপরমার্থত্বান্নোক্ত-দোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, অপরমার্থ-শব্দেন কিং বিবক্ষিতম্ রজ্জুসর্পবন্মিথ্যাত্বম্ অথবা বিকারাবচ্ছিন্নত্বেন ব্রহ্মসমানসত্তাভাব-

---

আরও—রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মে আরোপিত এই যে প্রপঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে, ইহার দ্রষ্টা কে ?॥ ৪ ॥

যদি বল—"তিনি ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা নাই" ( বৃহদাঃ ৬। ৮। ২৩ ) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণবশতঃ ব্রহ্মই দ্রষ্টা—তাহা হইলে আপত্তি এই যে—তিনি জ্ঞানমাত্র স্বরূপ হইয়া কিরূপে দ্রষ্টা হইতে পারেন ? বিশেষতঃ ভ্রমভূত প্রপঞ্চের সম্বন্ধে যদি তাঁহার কোনরূপ জ্ঞান জন্মে তাহা হইলেই তাঁহাকে প্রপঞ্চের দ্রষ্টা এই কথা বলা চলে কারণ দর্শক মাত্রেরই বস্তু সম্বন্ধে একটা জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। প্রস্তাবিত স্থলে ব্রহ্ম নিজেই জ্ঞানরূপ পদার্থ তাঁহার আবার প্রপঞ্চ সম্বন্ধে জ্ঞানান্তর সম্ভবপর হয় না বলিয়া তিনি প্রপঞ্চের দ্রষ্টা হইতে পারেন না। যদি বল মায়ার সহিত যোগবশতঃ তিনি দ্রষ্টা হইতে পারেন তাহা হইলে বল দেখি—মায়ার সহিত ব্রহ্মের এই যে যোগ ইহা আগন্তুক অথবা স্বাভাবিক ( সর্ব্বদাই বর্ত্তমান ) যদি বল আগন্তুক তাহা হইলে ব্রহ্ম বিভু ( অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক ) হইতে পারেন না কারণ—যিনি পরিচ্ছিন্ন ( অর্থাৎ সসীম ) বস্তু তাহার সহিত অন্য পদার্থের মিলন আগন্তুক হইতে পারে যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সর্ব্ব পদার্থের যোগ বর্ত্তমানই রহিয়াছে কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে আগন্তুক যোগ বলা চলে না। আর যদি বল, মায়ার সহিত ব্রহ্মের এই যোগ স্বাভাবিক তাহা হইলে সর্ব্বদাই ব্রহ্ম মায়াযুক্ত বলিয়া তিনি সবিশেষরূপই হইয়া পড়েন তোমার অভিপ্রেত নির্ব্বিশেষ রূপের সিদ্ধি হয় না। ব্রহ্ম ভিন্ন মায়া বলিয়া অন্য জাতীয় একটী পদার্থের সর্ব্বদা অস্তিত্ব থাকায় তুমি যে ব্রহ্মকে "বিজাতীয়-ভেদ-শূন্য" বলিয়াছিলে উহাই বা কিরূপে সিদ্ধ হয় ? আরও—যে সময়ে ব্রহ্মের প্রপঞ্চ দর্শন হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বেও যখন মায়ার সহিত যোগ ছিল তাহা হইলে তখন প্রপঞ্চ দর্শন হয় নাই কেন ? যদি বল তখন ব্রহ্মের প্রপঞ্চ দর্শন করিবার ঈক্ষণ ( অর্থাৎ ইচ্ছা ) ছিল না বলিয়া দর্শন হয় নাই তাহা হইলে বল দেখি সে সময়ে ইচ্ছা না থাকিবারই বা কারণ কি ? যদি বল, 'তাহারও কারণ ইচ্ছাই বলিব' তাহা হইলে সর্ব্বদাই ব্রহ্ম ইচ্ছাযুক্ত বলিয়া সবিশেষই হইয়া পড়িলেন। আরও ব্রহ্ম মায়াকে স্বীকার করিবার পূর্ব্বে মায়া কাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল, যদি বল ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা হইলেও ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ না হইয়া সবিশেষই হইয়া পড়েন এবং ব্রহ্ম ভিন্ন মায়াকে স্বীকার করায় তোমার অভিপ্রেত অদ্বৈতবাদেরও হানি ঘটিয়া থাকে।॥ ৫ ॥

যদি বল যে—মায়া অপরমার্থ বস্তু কাজেই তাহা দ্বারা আমার মতের ( নির্ব্বিশেষ এবং অদ্বৈতের ) কোন হানি হয় না; তাহা হইলে বল 'অপরমার্থ' শব্দের অর্থ কি ? রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় মিথ্যা বস্তুকেই অপরমার্থ বলিতেছ কিম্বা যে বস্তু সবিকার বলিয়া ব্রহ্মের ন্যায় স্থির সত্তাবিশিষ্ট নহে তাহাকেই অপরমার্থ বলিতেছ ? যদি বল এস্থলে রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় মিথ্যা পদার্থই 'অপরমার্থ' শব্দের অর্থ

বস্তুম্। ন চাস্তঃ, "অজ্ঞানন্তু ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধিভাব-রূপম্" ইতি স্বসম্প্রদায়-বচন-বিরোধঃ। অথ "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (গীঃ ৯।১০) ইত্যুক্ত্যা কার্য্যোৎপত্তিঃ কারণাভাবে ন স্যাৎ, অসতঃ পরোৎপত্ত্যনুকূল-শক্তিমত্ত্বরূপ-কারণ-ত্বাসম্ভবাৎ। নন্বু কার্য্যস্যাপ্যসত্ত্বেনৈষ দোষঃ স্বাপ্ন-শিরশ্ছেদনকার্য্যং প্রতি স্বাপ্ন-চৌরস্য কারণত্বং দৃশ্যত ইতি চেন্ন "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" (ব্রঃ সূ ২।২।২৮) ইতি সূত্রে স্বপ্ন-জাগ্রতোর্বৈধর্ম্ম্যাজ্জাগ্রৎ-প্রত্যয়ানাং স্বপ্নপ্রত্যয়-সাদৃশ্য-প্রতিষেধাৎ, তথা "সত্ত্বাচ্চাপরস্যেতি" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৭) সূত্রে যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি তথা কার্য্যমপি জগত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতীতি কার্য্যস্য সত্যত্বপ্রতিপাদনাৎ, অন্যথা "অসত্য-মপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।"(গীঃ ১৬।৮)ইত্যাসুর-সিদ্ধান্তপ্রসঙ্গাৎ "গৌরনাদ্যনন্তবতী সা জনয়িত্রী ভূতভাবিনী" "বিকারজননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্" "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৯)"অজামেকাং" (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৫) "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"(শ্বেতাশ্বঃ ৪।১০) "যস্যাবয়ব-ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ" "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" "মম যোনির্ম্মহদ্ ব্রহ্ম" (গীঃ ১৪।৩) "মম মায়া দুরত্যয়া"(গীঃ ৭।১৪) "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি"(গীঃ ১৩।১৯)ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধাচ্চ, ন হি মিথ্যাভূতং বস্ত্বক্ষরত্বধ্রুবত্বাদিভিঃ পরবাক্যৈ-রুপদিশ্যতে। দ্বিতীয়স্তু পক্ষঃ প্রকৃতের্ব্রহ্মসমান

---

তাহা হইলে "সত্ত্বরজস্তমঃ এই ত্রিগুণময়, জ্ঞানবিরোধি-ভাবই অজ্ঞান" (অর্থাৎ মায়া)—এই যে তোমার মতে অজ্ঞানের লক্ষণ করিয়াছ, এই বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়; বিশেষতঃ ময়োকে যদি তাদৃশ মিথ্যা পদার্থই বল তাহা হইলে "আমিই অধ্যক্ষরূপে প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করি, তাহাতেই প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। (গীতা ৯।১০) এই যে ভগবানের কথিত মায়া হইতে কার্য্যোৎপত্তি ইহা সম্ভব হয় না কারণ মিথ্যা-পদার্থে কখনও অন্য বস্তু সৃষ্টি করিবার উপযোগি-শক্তি বর্ত্তমান থাকে না। যদি বল—কেহ স্বপ্নে দেখিতেছে যে, এক চোর তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে সে স্থলে শিরশ্ছেদরূপ মিথ্যা কার্য্যটী যেরূপ স্বপ্ন-কল্পিত-চোর-স্বরূপ মিথ্যা কারণ হইতে জন্মিতে পারে—সেইরূপ এই জগদ্রূপ কার্য্য যেহেতু মিথ্যা, তখন মিথ্যা মায়া তাহার কারণও হইতে পারে। তাহাও সম্ভবপর নহে, কারণ "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।২।২৮) এই বেদান্ত দর্শনের সূত্রব্যাখ্যায় স্বপ্ন এবং জাগরণের বৈষম্য আছে বলিয়া স্বপ্নদশার প্রতীতির সঙ্গে ও জাগ্রদ্দশার প্রতীতির ভেদ আছে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং "সত্ত্বাচ্চাপরস্য" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৭) অপর অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাবী ঘট, শরা প্রভৃতি কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তি-কাদি কারণ বিদ্যমান থাকে বলিয়া কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব বুঝিতে হইবে।—এই সূত্রেও ব্রহ্মরূপ কারণ যেরূপ তিন কালেই সত্তাবিশিষ্ট তেমনি জগদ্রূপ কার্য্য ত্রৈকালিক সত্তাবিশিষ্ট এইরূপ উক্তি দ্বারা জগতের সত্যতাই প্রতি-পাদিত হইয়াছে।"

অন্যথা জগৎকে মিথ্যা বলিলে ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (১৬।৮) বর্ণিত "তাহারা (অসুরস্বভাবব্যক্তিগণ) এই জগৎকে মিথ্যা, স্থিতিশূন্য এবং ঈশ্বরহীন বলিয়া থাকে";—এই আসুর সিদ্ধান্তই হইয়া পড়ে এবং "এই পৃথিবী অনাদি অনন্তকাল বর্ত্তমান তিনিই সমস্ত ভূতসকলের জননী এবং পালনকর্ত্রী সেই যাবতীয় বিকার সমূহের প্রসবিনী ভূমি প্রভৃতি অষ্টরূপে বর্ত্তমানা নিত্যা ধ্রুবা অর্থাৎ নিশ্চলা শক্তিকেই মায়া বলে" মায়ী পরম পুরুষ ইহা হইতে বিশ্ব সৃষ্টি করেন" (শ্বেতাশ্বতর ৪।৯) প্রকৃতি নিত্যা এবং একা (শ্বেঃ ৪।৫) মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে (শ্বে ৪।১০) "যাহার অংশ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে "অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি পরব্রহ্ম" প্রধানসংজ্ঞক ব্রহ্মই আমার গর্ভাধানের যোনিস্বরূপ" (গীতা ১৪।৩) "আমার মায়া দুরতিক্রমা (গীতা ৭।১৪) প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে" (গীতা ১৩।১৯) ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। মিথ্যা বস্তু কখনও 'অক্ষর', 'ধ্রুব' প্রভৃতি শব্দের বাচ্য হইতে পারেনা। দ্বিতীয় পক্ষটী অর্থাৎ যে বস্তু

সত্তাকাভাবাভ্যুপগমাৎ“বিকার জননীমজ্ঞাম্” “নিত্যং সতত বিক্রিয়ম্” ইত্যাদিভিরস্যাঃ সবিকারত্বেন সততপরিণামত্বেন চৈকরূপাভাবান্ন ব্রহ্মসমান-সত্তাকত্বম্। অতএবেয়মনৃতাদিপদৈরুপচর্য্যতে তৎ-কার্য্যাণ্যনিত্যত্বেনাবির্ভাব-তিরোভাবধর্ম্মকত্ব সাম্যাৎ স্বপ্ন-প্রপঞ্চ-মৃগতৃষ্ণা-তোয়াদিবদসন্মিথ্যাদিপদৈ-রুপ-চারতো ব্যপদিশ্যন্তে বৈরাগ্যজননার্থম্। যচ্চো-পলভ্যমানত্ব-বিনাশিত্বাভ্যাং সদসদনির্ব্বচনীয়-ত্বেন কার্য্যস্য মৃষাত্বমিতি তদসৎ উপলব্ধি বিনাশ-যোগো হি ন মিথ্যাত্বং সাধয়তি কিন্ত্বনিত্যত্বম্। যদ্দেশকালসম্বন্ধিতয়োপলভ্যতে নোপলভ্যতে চ তদ-নিত্যত্বং প্রবলবাক্যৈঃ, “অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈ-রভ্যুপগম্যতে তত্তু নাশি ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপ-পাদিতম্” যত্তু কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ। পরিণামাদিসম্ভূতাং তদ্ বস্তু নৃপ(বিঃ পুঃ ২।১৪-২৪।২৫)তচ্চ কিম্”“অন্তবন্ত ইমে দেহা”,(গীঃ ২।১৮) “অবিনাশী তু তদ্‌বিদ্ধি” (গীঃ ২'১৭) “আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ! ন তেষু রমতে বুধঃ”(গীঃ ৫।২২), আগমা-পায়িনোঽনিত্যাঃ(গীঃ ২।১৪),“অনিত্যমসুখং লোকম্” একাদশে চ (ভাঃ ১১।২৮।৯) “প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা। আদ্যন্তবদসজ্ জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো-বিচরেদিহ” ; “তদেতৎক্ষয়মনিত্যং জগৎ” তে। এব

---

সবিকার বলিয়া ব্রহ্মের ন্যায় স্থিরসত্তাবিশিষ্ট নহে, উহাই ‘অপরমার্থ’ শব্দের অর্থ ইহা সঙ্গত হইতে পারে কারণ—“তিনি ( মায়া ) সমস্ত জাগতিক বিকারসমূহের জননী এবং অচেতনা” “তিনি নিত্যা ও সতত বিকারবিশিষ্টা” প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা উহার বিকার এবং সর্ব্বদা পরিণামবশতঃ ব্রহ্মের ন্যায় স্থির সত্তা নাই, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত সতত বিক্রিয়াদি কারণবশতঃই উহাকে গৌণভাবে অনৃত ( মিথ্যা ) প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়া থাকে। পৃথিবী প্রভৃতি মায়ার কার্য্যসকলও আবির্ভাব এবং তিরোভাব ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া স্বপ্নপ্রপঞ্চ, ( স্বপ্নে যে সমস্ত বস্তু দেখা যায় ) ও মরীচিকায় বারিবুদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় অসৎ, মিথ্যা ইত্যাদি শব্দের দ্বারা গৌণভাবে কথিত হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে লোকের সংসারে বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্যই এরূপ বলা হয়। তুমি যে বলিয়াছ, জাগতিক কার্য্য সকলের একবার উপলব্ধি হইতেছে আবার তাহার নাশ হইতেছে—এইজন্য সৎ কিম্বা অসৎরূপে নির্দ্ধারণ-যোগ্য নহে বলিয়া মিথ্যা, ইহা সঙ্গত নহে—কারণ উপলব্ধি ও বিনাশ দ্বারা বস্তুর অনিত্যতা নির্দ্ধারিত হয়, মিথ্যাত্ব নির্ণীত হয় না।

যাহা দেশ ও কালের সম্বন্ধবশতঃ কোন স্থানে, কোন সময়ে উপলব্ধ হয় এবং কোন স্থানে কখনও উপলব্ধ হয় না, উহাই অনিত্য—ইহা বলবান্ বাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন—( বিঃ পুঃ ২।১৪।২৪-২৫ ) স্বর্গাদিরূপ ফল—বিনাশশীল; যেহেতু উহা ঘৃত, কুশ, সমিধাদি বিনাশশীল উপকরণ দ্বারা অনুষ্ঠিতযজ্ঞাদি হইতে জন্মিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ অবিনাশী বস্তুকেই পরমার্থ বলিয়া থাকেন। হে রাজন্, যাহা কালান্তরে ও পরিণামাদি ক্রিয়া জন্য অন্য নাম প্রাপ্ত না হয়, এমন বস্তু ‘কি আছে তাহা বল”

“এই শরীরের শেষ আছে ( গীতা ২।১৮ ) তাহাকেই অর্থাৎ আত্মাকে বিনাশশূন্য বলিয়া জানিবে” ( গীতা ২।১৭ ) “হে অর্জ্জুন, এই সমস্ত আদি এবং এবং অন্তবিশিষ্ট অনিত্য সুখে পণ্ডিতগণ এ জন্য আসক্ত হন না” ( গীতা ৫।২২ ) “ইহারা ( ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বিষয়ানুভব ) উৎপত্তি ও বিনাশশীল, অনিত্য” (গীতা ২।১৪) “এই লোক ( জগৎ ) অনিত্য ও দুঃখকর শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশ স্কন্ধেও “প্রত্যক্ষ, অনুমান, নিগম ( বেদ ) এবং আত্মজ্ঞানদ্বারা সংসারকে উৎপত্তিবিনাশ-শীল এবং অনিত্য জানিয়া আসক্তিরহিত হইয়া বিচরণ করিবে” এই জগৎ পরিণামশীল ও অনিত্য” এ সমস্ত স্থলে উক্ত নিত্য ও অনিত্য এই দুইটী শব্দ ব্যবহারের কারণ ( গীতা ২।১৬ শ্লোকে ) কথিত হইয়াছে যথা—অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বস্তুর সত্তা পরিণামশীল, কিন্তু নিত্য বস্তু পরিণামশীল নহে। অন্যথা স্বপ্নপ্রপঞ্চাদির ন্যায় বস্তুত মিথ্যা বলিলে পূর্ব্বাপর শাস্ত্র বাক্য বিরোধ এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়া থাকে। প্রত্যক্ষদ্বারা

নিত্যানিত্যে "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ ( গীঃ ২।১৬ ) ইত্যত্র ধ্রুবাসত্ত্বব্যপদেশহেতুঃ অন্যথা পূর্ব্বাপরবিরোধঃ প্রত্যক্ষাদিবিরোধশ্চ । প্রত্যক্ষং প্রপঞ্চসদ্ভাবগ্রাহকমিতি সূত্রকারোঽপ্যাহ "নাভাব উপলব্ধেঃ॥ ( ব্রঃ সূঃ ২।২।২৭ ) ॥ ৬ ॥

"নন্বেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি" ( ছাঃ ৬।২।১ ) শ্রুতিঃ স্ফুটতয়াঽদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণো বদতি কথং তর্হি বস্ত্বন্তরসদ্ভাবে তৎসিদ্ধিঃ। উচ্যতে বস্ত্বন্তরবিশিষ্টস্যৈবাদ্বিতীয়ত্বং শ্রুত্যভিপ্রায়ঃ। তথাহি, ইদং বিভক্তনামরূপ বহুত্বাবস্থং জগদগ্রে স্রষ্টেঃ প্রাগেকমেবাবিভক্তনাম-রূপকতয়ৈকত্বাবস্থাপন্নমেবাদ্বিতীয়মধিষ্ঠানান্তর-শূন্যঞ্চ সদেবাসীদিত্যর্থঃ, "মূলমনাধার"মিত্যাদিভিরৈকার্থ্যাৎ। সচ্ছব্দো বিশেষ্যভূত পরমাত্মবাচকোঽপি কারণবিষয়ত্বসামর্থ্যাৎ কারণত্বৌপয়িক-গুণ-বিশিষ্ট-প্রকৃতিকাল--শরীরকং পরমাত্মানমুপস্থাপয়তি। তথাচ, সদেবেত্যেবকারেণ নৈয়ায়িকাভিমতমুৎপত্তেঃ প্রাগ্জগতোঽসত্ত্বং ব্যাবর্ত্ত্যতে। একমেবেত্যেব-কারেণ "বহুস্যামি"তি (ছাঃ ৬।২।৩) বক্ষ্যমাণ-কার্য্যবহুত্বাবস্থা ব্যুদস্যতে। সর্ব্বাসাং কারণবাদিনীনাং শ্রুতীনামেকবাক্যাবশ্যম্ভাবাৎ। তত্র "বিষ্ণুস্তদাসীদ্ধরিরেব নিষ্কলঃ' "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবা-পৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নির্ন সোমো ন সূর্য্যঃ" "স একাকী ন রমতে" (বৃহদাঃ ১।৪।৩) "তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্যৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণী"ত্যারভ্য সুবালোপনিষদি "কিং তদাসীন্নৈবেহ কিঞ্চনাগ্রে আসীন্মূলমনাধারমিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে দিব্যো দেব একো নারায়ণ" ইত্যাদ্যনুসারাৎ "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে"তি-

---

প্রপঞ্চের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে এইজন্য ব্রহ্মসূত্রকারও বলিয়াছেন,—( ব্রঃ সূঃ ২।২।২৭ ) "যেহেতু জগতের উপলব্ধি হইতেছে, অতএব উহার অসত্ত্ব অর্থাৎ অভাব বলা যায় না ॥" ৬ ॥

যদি বল—"একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম", (ছাঃ ৬।২।১) এই শ্রুতিদ্বারা স্পষ্টভাবে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব কথিত হইতেছে। অন্য বস্তুর সত্তা স্বীকার করিলে ঐ অদ্বিতীয়ত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? তাহার উত্তর এই যে,—অন্যবস্তু অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম চিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদনই শ্রুতির অভিপ্রায়। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) (এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল)"—এই শ্রুতিবাক্যের ইদং ( এই ) পদে নাম এবং রূপদ্বারা বিভক্ত, নানা অবস্থাবিশিষ্ট পরিদৃশ্যমান জগৎ; "অগ্র" পদে সৃষ্টির পূর্ব্বে, "এক" পদে নামরূপ-বিভাগশূন্য বলিয়া এক অবস্থা-"বিশিষ্ট; অদ্বিতীয়"পদে অন্যঅধিষ্ঠানশূন্য বুঝাইতেছে। অতএব সম্পূর্ণ শ্রুতির অর্থ এই যে—'এই নামরূপ বিভাগবিশিষ্ট নানা-অবস্থাপন্ন, পরিদৃশ্যমান জগৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপ-বিভাগশূন্য, এক অবস্থাপন্ন, অন্য অধিষ্ঠানরহিত সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল। কারণ এইরূপ অর্থ করিলেই "জগতের যিনি মূল, তিনি আধারশূন্য" ইত্যাদি সুবাল শ্রুতির সহিত অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। সৎশব্দ বিশেষ্যভূত অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দ যাহার বিশেষ, সেই পরমাত্মার বাচক হইলেও তিনি কার্য্যরূপ জগতের কারণ বলিয়া কারণতার উপযোগি অনুকূলগুণযুক্ত প্রকৃতি এবং কালরূপ তাঁহার শরীরের সহিত তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে অর্থাৎ প্রকৃতি ও কালরূপ শরীরবিশিষ্ট পরমাত্মারই বাচক হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের সত্তা স্বীকার করেন না; কিন্তু "সদেব" ( সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল ) এই শ্রুতিবাক্যে 'এব' ( ই ) শব্দের দ্বারা তাঁহাদের মত নিরাস করা হইয়াছে। "আমি বহু অবস্থা ধারণ করিব" ( ছাঃ ৬।২।৩ ) ব্রহ্মের এইরূপ ইচ্ছাবশতঃ তিনি জগৎসৃষ্টির পরে কার্য্যরূপে বহু অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলে "একমেব" ( এক অবস্থাপন্নই ছিল ) এই শ্রুতিবাক্যে এব ( ই ) শব্দের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে তাদৃশ বহু অবস্থার নিষেধ করা হইয়াছে। যে সমস্ত শ্রুতিতে জগতের কারণ বর্ণিত হইয়াছে—তাহাদের অবশ্যই একরূপ অর্থ হওয়া উচিত। সে সমস্ত শ্রুতিতে—"সেই সময়ে বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক নিষ্কল ( অংশহীন, পূর্ণ ) হরিমাত্রই অবস্থিত ছিলেন। "একমাত্র নারায়ণই বর্ত্তমান ছিলেন; ব্রহ্মা, শিব, স্বর্গ, মর্ত্ত, নক্ষত্র,

নাম-রূপ-ব্যাকরণ-মাত্র-শ্রবণাচ্ছায়মেব শ্রুত্যর্থঃ, অন্যথা পরস্পর-ব্যাঘাত-প্রসঙ্গাৎ। উপদিষ্টশ্চৈত-চ্ছ্রুত্যভিপ্রায়ং ভাগবতৈকাদশে ( ১১।৯।১৬-১৮ )—

"একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ॥
একমেবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ।
কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু॥
সত্ত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধান-পুরুষেশ্বরঃ।
পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ॥"

ইত্যত্রাখিলাশ্রয়ে সত্যেবাদ্বিতীয়ত্ব-নির্দ্দেশেন বিশিষ্টস্যৈবাদ্বিতীয়ত্বং স্ফুটতয়া সিদ্ধম্। বারাহে চ "ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥" শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চ মন্ত্রাভিমানিভির্দেবৈরপি সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বিশিষ্টস্যৈব পরমাত্মনঃ পরমকারণত্বং নির্ণীতম্॥ ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥
কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষেতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ॥

---

জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য কিছুই ছিলেন না", "তিনি একাকী রমণ করিতে পারিতেছিলেন না ( বৃহদাঃ ১।৪।৩ ) ; তখন তিনি ধ্যানমগ্ন হইলে এক কন্যা ও দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল"। সুবাল উপনিষদে ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া "সে সময়ে কি বর্ত্তমান ছিল? সৃষ্টির পূর্ব্বে এখানে কিছুই ছিল না—যিনি জগতের মূল, তিনি আধাররহিত, সেই দিব্য একমাত্র দেব নারায়ণ—তাহা হইতে সমস্ত প্রজা সৃষ্ট হইয়াছে" ইত্যাদি বর্ণনা রহিয়াছে। "এই জগৎ সে সময়ে অবিভক্ত অবস্থায় ছিল, পরে নাম ও রূপদ্বারা ইহাকে বিভক্ত করিয়াছেন ( ছা ৬।৩।২ ) এই শ্রুতিদ্বারাও পূর্ব্বে অস্তিত্ববিশিষ্ট জগতেরই পরে নামরূপ বিভাগমাত্র অবগত হওয়া যাইতেছে। অতএব "এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল" এই শ্রুতির যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাই যথার্থ ; তাহা না হইলে শ্রুতিসকলের পরস্পরের মধ্যে অর্থ-ব্যাঘাত-দোষ উপস্থিত হয়। এই শ্রুতির তাৎপর্য্য ভাগবতে একাদশস্কন্ধেও (১১।৯।১৬-১৮)বর্ণিত হইয়াছে যে—"প্রলয়কালে ঈশ্বর নিজ-মায়াদ্বারা পূর্ব্ববিরচিত এই জগৎকে নিজকালশক্তি-দ্বারা সংহার-পূর্ব্বক এক অদ্বিতীয় আত্মাধার অখিল জগতের আশ্রয় নারায়ণরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তদীয় সত্ত্বাদি শক্তিসকল তখন নিজ কালশক্তি বশতঃ সাম্যভাব অবলম্বন করিয়াছিল। তখন প্রধান ও পুরুষের ( প্রকৃতি ও জীবের ) অধিপতি, উত্তমাধম সকলের শ্রেষ্ঠ, আদিপুরুষ "কেবল" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।" এ স্থলে সকলের আশ্রয়স্বরূপ ভগবানকেই 'অদ্বিতীয়' পদদ্বারা নির্দ্দেশ করায় বিশিষ্ট অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম চিদচিদ্ বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অদ্বয়ত্ব স্পষ্ট-ভাবে প্রতিপাদিত হইল। বরাহপুরাণের—"আমা হইতেই সমস্ত জাত, আমাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং আমাতেই লীন হইয়া থাকে। আমি সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ" এই বচন দ্বারা এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মন্ত্রাভিমানী দেবগণের উক্তিদ্বারাও স্থূল-সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বিশিষ্ট পরমাত্মাই জগতের মূল কারণ—ইহা নির্ণীত হইয়াছে। ব্রহ্মবাদিগণ বিচার করিয়া থাকেন যে—"এই জগতের কারণ কি, ব্রহ্ম না কালাদি? আমরা কোন্ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, কাহার অনুগ্রহে জীবন ধারণ করিতেছি, প্রলয়কালে আমা-দের স্থিতি কোথায় এবং কোন্ নিয়ামক পুরুষকর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়া সুখ দুঃখে—ব্যবস্থানুসারে অনুবর্ত্তন করিয়া থাকি। কাল, স্বভাব, নিয়তি ( পুণ্যপাপলক্ষণ কর্ম্মরূপ অদৃষ্ট ), যদৃচ্ছা ( আকস্মিকী প্রাপ্তি ), আকাশাদি ভূত-সকল, কিম্বা আত্মাই আমাদের কারণ তাহা বিচার করা উচিত। ইহাদের ( কাল প্রভৃতির ) সংযোগ কারণ নহে ; যেহেতু, আত্মা চেতন পদার্থ, কালাদি অচেতন পদার্থ, তাহার কারণ হইতে পারে না। জীবকেও কারণ বলা চলে না—কারণ জীব সুখদুঃখের হেতু—কর্ম্মের অধীন।

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

(শ্বেতাশ্বঃ ১।১।১-৩)

বেদান্ত-সূত্রকারোঽপি স্বযোগমহিম্নেদমেব নিশ্চিতমিত্যাহ শ্রীভাগবতে ( ভাঃ ১।৭।৪-৬ )—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্॥
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্।

কিঞ্চ 'অগ্র' ইত্যনেন যদি প্রলয়কালো বিবক্ষিতঃ তদা তু "অক্ষরং তমসি লীয়তে তমঃ পরে দেবে একীভবতি।"—

"প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি॥
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পুরুষোত্তমঃ।
স বিষ্ণুনামা বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে"(বিঃ পুঃ)॥

ভারতে চ—

"ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টে লোকে চরাচরে।
আভূতসংপ্লবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতৌ মহান্॥
একস্তিষ্ঠতি সর্ব্বাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুঃ।"

ইত্যাদ্যনেক-প্রমাণৈস্তদানীং সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ সিদ্ধত্বাদ্ বিশিষ্টস্যৈবাদ্বিতীয়ত্বং সিদ্ধম্। যদা তু যৎপূর্ব্বং কদাচিদপি ন সৃষ্টি-সদ্ভাবস্তৎকালোঽগ্রশব্দার্থঃ তদা তু 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দি'তি শ্রুত্যভিপ্রায়ঃ কঃ। অথ তদানীং জীবানাং তৎকর্ম্মপ্রবাহাণাঞ্চাভাবাদ্দেবাদিবিষমসৃষ্টেঃ কিং কারণমিতিনিরূপণায়ম্ ঈশ্বরেচ্ছৈবেতি চেন্ন। সাধুকারী সাধুভবতী-( বৃহদাঃ ৬।৪।৫ ) ত্যাদি

---

অনন্তর ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগে ভগবানের নিজ প্রভাবদ্বারা সংবৃতা আত্মশক্তিকেই কারণরূপে দর্শন করিলেন। ভগবান্ স্বয়ং অদ্বিতীয়স্বরূপে কাল, আত্মা প্রভৃতির সহিত যুক্ত সমস্ত কারণের অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।" ( শ্বেতাশ্বঃ১।১।১-৩ )। বেদান্তসূত্রকার শ্রীব্যাসদেবও নিজ-ভক্তিযোগবলে ইহাই নির্ণয় করিয়াছিলেন। ইহা ভাগবতের উক্তিদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, "ভক্তিযোগে হৃদয় নিশ্চল ও নির্ম্মল হইলে পর তিনি ( শ্রীব্যাসদেব ) পূর্ণ পুরুষ ও তাঁহার অধীন-মায়াকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই মায়াকর্ত্তৃক মোহিত হইয়াই জীব নিজে জড়াতীত হইয়াও, ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্ত্তৃত্বাদিমূলে সংসারব্যসন লাভ করে। অনন্তর শ্রীব্যাসদেব—অধোক্ষজ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ভক্তিযোগই সমস্ত অনর্থনাশের একমাত্র উপায় ইহা অবগত হইয়া অজ্ঞলোকদিগের শিক্ষার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিয়াছিলেন (ভাঃ১।৭ ৪-৬)। 'অগ্রে' এই পদে প্রলয়কাল বলিলেই—"অক্ষর' ( জীব ) তমোগুণপ্রবলা প্রকৃতিতে লীন হয় এবং প্রকৃতি পরমেশ্বরে অবিভক্তরূপে অবস্থান করে"—(বিঃ পুঃ)। আমি যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপিণী প্রকৃতির কথা বলিয়াছি সেই প্রকৃতি ও পুরুষ ( জীব ) উভয়েই পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মাই সমস্তের আধার, তিনিই পুরুষোত্তম এবং বেদবেদান্তে বিষ্ণুনামে অভিহিত—(বিঃ পুঃ)।" মহাভারতেও —"যখন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার প্রলয় হয় এবং চরাচর সমস্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয় ও সমস্ত আকাশাদি ভূতগণের প্রকৃতিতে লয় ঘটিয়া থাকে, তৎকালে সর্ব্বাধারভূত এক নারায়ণই অবস্থান করেন।" এই সমস্ত অনেক প্রমাণ-বাক্যদ্বারা সে সময়ে স্থূল-সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মের সিদ্ধি হয়। অতএব বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপিত হইল। যদি "অগ্র"শব্দে এইরূপ অর্থ করা হয় যে,—যে কালের পূর্ব্বে আর সৃষ্টি হয় নাই, সেই কালই "অগ্র-শব্দার্থ"—তাহা হইলে "বিধাতা পূর্ব্বসৃষ্টির অনুরূপ সূর্য্য, চন্দ্র, সৃষ্টি করিয়াছিলেন"—এই ঋগ্বেদীয় বাক্যের কোনরূপ সদর্থ হয় না। ( কারণ—"অগ্র" শব্দে পূর্ব্বসৃষ্টিরহিত কালবিশেষকে কল্পনা করিলে পূর্ব্বসৃষ্টির অনুরূপ একথা বলা চলে না )। বিশেষতঃ তাদৃশ পূর্ব্বসৃষ্টিরহিত-কালে জীব কিম্বা তাহার শুভাশুভ কর্ম্মের অভাব বশতঃ

শ্রুতিবিরোধাদ্ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য দোষপ্রসঙ্গাচ্চ। নন্নু প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বেন ন বৈষম্যাদিদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্ন, প্রপঞ্চমিথ্যাত্ববাদে "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ" ( মুণ্ডক ১।১।৭ )—ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধঃ দোষপরিহারার্থং "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ ( ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪ ) ইতি সূত্র-নির্ম্মাণ-বৈয়র্থ্যঞ্চ স্যাদ্ বিবর্ত্তবাদে ॥ ৭ ॥

নন্নু সন্মাত্রাধ্যস্ত-প্রপঞ্চস্য কো দ্রষ্টা, ব্রহ্মৈবানাদ্যবিদ্যাতিরোহিতস্বরূপং স্বগতনানাত্বং পশ্যতীতি চেন্ন নিত্যমুক্তাখণ্ডৈকরস-স্বপ্রকাশ-জ্ঞানমাত্রস্বরূপস্য নিরংশস্য তিরোধানাসম্ভবাৎ। প্রকাশপর্য্যায়স্য জ্ঞানস্য তিরোধানে স্বরূপ-নাশপ্রসঙ্গঃ। তিরোধানং নাম-বস্তুস্বরূপে বিদ্যমানতৎপ্রকাশ-নিবৃত্তিঃ। প্রকাশ একবস্তুস্বরূপমিত্যঙ্গীকারে তিরোধানাভাবঃ স্বরূপনাশো বা স্যাৎ। ন চ বাচ্যং স্বরূপপ্রকাশস্য নিত্যত্বেঽপি তদ্‌বৈশদ্যমাত্রমবিদ্যাতিরোহিতমিতি বৈশদ্যস্য স্বরূপানতিরিক্তত্বে প্রাগুক্তদোষস্য তদবস্থত্বাৎ অতিরিক্তত্বে চ সবিশেষত্ব-প্রসঙ্গাৎ। ন চ নির্ব্বিশেষপ্রকাশমাত্রস্যাজ্ঞানসাক্ষিত্বমহঙ্কারাদি-জগদ্‌ভ্রমশ্চোপপদ্যতে সাক্ষিত্বভ্রমাদয়োঽপি হি জ্ঞাতৃ-বিশেষগতা দৃষ্টা ন জ্ঞপ্তিমাত্রগতাঃ। কিঞ্চ যদি ব্রহ্মৈবানাদ্যবিদ্যাবশাৎ স্বগতনানাত্বং পশ্যতি তর্হি প্রলয়কালে বিদ্যমানেঽপ্যজ্ঞানে প্রপঞ্চাদর্শনে কিং কারণম্। কিঞ্চ ব্রহ্মাজ্ঞানপক্ষে স্বাজ্ঞাননিবৃত্ত্যা তস্যৈব মোক্ষমাণত্বাত্তদবিদ্যাকল্পিতানাং জীবানাং মোক্ষার্থশ্রবণাদি--প্রযত্নো নিষ্ফলোঽবিদ্যা-কার্য্যত্বাৎ স্বাপ্নমুমুক্ষূণাং প্রযত্নবৎ শুক্তিকারজতাদিষু রজতা-দ্যুপাদানাদি-প্রযত্নবৎ। মোক্ষার্থপ্রযত্নোঽপি ব্যর্থঃ কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ শুক-প্রহ্লাদ-বাম-দেবাদিপ্রযত্নবৎ। কিঞ্চৈকমেব ব্রহ্ম সর্ব্বশরীরেষু জীবভাবমনুভবতি চেৎ"পাদে মে বেদনা শিরসি মে সুখমি"তিবৎ সর্ব্বশরীরেষু সুখদুঃখপ্রতিসন্ধানং

---

দেব, মনুষ্য, তির্য্যগ্‌প্রাণিভেদে বিষমসৃষ্টির কারণ কিছুই কল্পনা করা যাইতে পারে না। যদি বল—ঈশ্বরের ইচ্ছাই বিষমসৃষ্টির কারণ, তাহা হইলে "যিনি সৎকর্ম্ম করেন, তিনি উত্তম জন্ম লাভ করেন" ( বৃহদাঃ ৬।৪।৫ )—এই শ্রুতি-বাক্যের সহিত বিরোধ এবং ঈশ্বরে বিষম দৃষ্টি ও নির্দ্দয়তারূপ-দোষ উপস্থিত হয়। যদি বল—প্রপঞ্চই যখন মিথ্যা, তখন আর বৈষম্যাদি দোষ কি? তাহার উত্তর এই যে—প্রপঞ্চ মিথ্যা হইলে "উর্ণনাভ যেরূপ সূত্রদ্বারা নিজে গৃহ রচনা-পূর্ব্বক নিজেই তাহাতে আবদ্ধ হয়" ( মুণ্ডক ১।১।৭ ) ইত্যাদি শ্রুতির সহিত অর্থবিরোধ হয় এবং বিষম সৃষ্টি নিবন্ধন ঈশ্বরের পূর্ব্বোক্ত দোষখণ্ডনের জন্য "যেহেতু ঈশ্বর কর্ম্মসাপেক্ষ হইয়াও সৃষ্টি করেন, কাযেই বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ হইতে পারে না ( ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪ ) এই সূত্রের বিবর্ত্তবাদমতে কোন আবশ্যকতা থাকে না ॥ ৭ ॥

আরও বল দেখি—সৎস্বরূপ-ব্রহ্মে কল্পিত এই প্রপঞ্চের ( জগতের ) দ্রষ্টা কে? যদি বল—অনাদি-অবিদ্যা-কর্ত্তৃক ব্রহ্মের স্বরূপ আচ্ছাদিত হইলে তিনিই ( ব্রহ্মই ) স্বগত নানাভাব দর্শন করিয়া থাকেন—তাহা সঙ্গত নহে—কারণ, যিনি নিত্যমুক্ত পূর্ণ, স্বপ্রকাশ, ( অন্যের প্রকাশ্য নহেন ) জ্ঞানমাত্র স্বরূপ এবং নিষ্কল ( অংশহীন ), তাঁহার আচ্ছাদন অসম্ভব। বস্তুর স্বরূপ বর্ত্তমান সত্ত্বে তাঁহার প্রকাশনিবৃত্তির নামই আচ্ছাদন। জ্ঞানের অপর নামই 'প্রকাশ'। তোমার মতে 'প্রকাশ' বা জ্ঞানমাত্রই যদি ব্রহ্মের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ব্রহ্মের অবিদ্যাকর্ত্তৃক আচ্ছাদন অসম্ভব, যদি হয় তাহা হইলে তাহার স্বরূপেরই নাশ ঘটিয়া থাকে। যদি বল—ব্রহ্মের স্বরূপভূত প্রকাশ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, তাহার বিশদভাব (স্বচ্ছতা) মাত্র অবিদ্যাকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হয়, কাজেই স্বরূপনাশের আশঙ্কা নাই—তাহা হইলে বল দেখি—সেই বিশদভাব, স্বরূপভূত প্রকাশ হইতে অতিরিক্ত কি না? যদি বল—উভয়ই এক, তাহা হইলে বিশদভাবের আচ্ছাদনে স্বরূপনাশই হইয়া থাকে। আর বিশদভাবকে স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত বলিলে ব্রহ্ম বিশদভাববিশিষ্ট বলিয়া তোমার অভিলষিত নির্ব্বিশেষবাদের হানি ও সবিশেষবাদের সিদ্ধিই হইয়া থাকে। আরও দেখ—নির্ব্বিশেষ প্রকাশমাত্র পদার্থের অজ্ঞানবিষয়ক অনুভব ও জগদ্রূপ ভ্রম দর্শন হইতে পারে

স্যাজ্জীবেশ্বর-বন্ধ-মুক্ত-শিষ্যাচার্য্য জ্ঞত্বাজ্ঞত্বাদি-ব্যবস্থা চ ন স্যাৎ। সৌভরি-প্রভৃতিষু হ্যাত্মৈকত্বেঽনেকশরীরপ্রযুক্তং সুখাদি-প্রতিসন্ধানমেকস্য দৃশ্যতে। ন চাহমর্থস্য জ্ঞাতৃত্বাত্তদ্ভেদাৎ প্রতিসন্ধানাভাবো নাত্মভেদাদিতি বক্তুং শক্যম। আত্মা জ্ঞাতৈব স চাহমর্থ এব অন্তঃকরণভূতস্ত্বহঙ্কারো জড়ত্বাৎ করণত্বাচ্চ শরীরেন্দ্রিয়াদিবন্ন জ্ঞাতা। "বিকার-জননীমজ্ঞাম্" "এতদ্ যো বেত্তি" "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেতি" "জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ" "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" মোক্ষধর্ম্মে চ "অবুধ্যমানাং প্রকৃতিং বুধ্যতে পঞ্চবিংশকঃ। ন তু বুধ্যেত গন্ধর্ব্ব-প্রকৃতিঃ পঞ্চবিংশকম্॥ ৮॥"

কিঞ্চান্যত্র সত এবান্যত্রারোপ নিয়মান্নর-বিষাণাদেরিব স্বরূপেণাসতঃ প্রপঞ্চস্য ন ব্রহ্মণ্যারোপসম্ভবঃ, দৃশ্যতে হি রজ্জ্বাদিষু সত এব সর্পাদেরারোপঃ। 'নীলং নভ' ইত্যত্রাপি পূর্ব্বমনুভূতস্য সত এব নীলস্য প্রতীতিঃ। স্বপ্নেঽপ্যদ্যজন্মনি জন্মান্তরে বা দৃষ্টস্য শ্রুতস্য বা বিষয়স্যানুভবঃ,"অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্ভাবান্নভাব উপজায়ত" ( ভাঃ ১১।২৬।২৩ ) ইত্যেকাদশে

---

না। কারণ—তাদৃশ অনুভব এবং ভ্রম প্রভৃতি জ্ঞাতা অর্থাৎ কোন ব্যক্তিবিশেষেরই হইয়া থাকে, জ্ঞানমাত্রের হয় না—ইহা জাগতিক বিষয়ে সর্ব্বদাই লক্ষিত হইতেছে। আরও বল—ব্রহ্মই যদি অনাদি-অবিদ্যাবশতঃ স্বগত নানাভাব দর্শন করেন, তাহা হইলে প্রলয়কালে অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রপঞ্চ দর্শন হয় না কেন? আরও দেখ—ব্রহ্মের অজ্ঞান স্বীকার করিলে—নিজের (ব্রহ্মের) অজ্ঞান নিবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মেরই মুক্তি সম্ভবপর হয়; সুতরাং অবিদ্যা-কল্পিত জীবের মুক্তির নিমিত্ত শ্রবণাদি বিষয়ে যত্ন নিস্ফল। কারণ—স্বপ্নে কল্পিত মুক্তিকামী পুরুষের চেষ্টা এবং রজতাভিলাষী পুরুষের শুক্তিতে কল্পিত রজতসংগ্রহের চেষ্টা যেরূপ অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া বিফল হয়, সেইরূপ এ স্থলেও জীব এবং তদীয় শ্রবণাদি বিষয়ে প্রযত্ন অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া বিফলই হইয়া পড়ে। শুক, প্রহ্লাদ, বামদেব প্রভৃতির এবং আধুনিক জীবের মোক্ষের জন্য প্রযত্নও নিষ্ফল। যেহেতু, উহা যে আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য, সেই আচার্য্যও তোমার মতে ব্রহ্মের অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত পদার্থ মাত্র। আরও দেখ—একই ব্রহ্ম যদি সমস্ত প্রাণী শরীরে জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে—একই ব্যক্তির যেরূপ "আমার পাদদেশে বেদনা অনুভূত হইতেছে, মস্তকে সুখ বোধ হইতেছে" এক শরীরেই স্থানভেদে এবম্বিধ সুখদুঃখের পৃথগ্‌ভাবে জ্ঞান হয়—সেইরূপ ব্রহ্মেরও নানা প্রাণিশরীরভেদে কোনও শরীরে সুখ, কোন শরীরে দুঃখ অনুভূত হইতে পারে এবং 'ইনি জীব, ইনি ঈশ্বর, এব্যক্তি বদ্ধ, এই ব্যক্তি মুক্ত; ইনি শিষ্য, ইনি আচার্য্য; এই ব্যক্তি পণ্ডিত, এই ব্যক্তি মূর্খ' এরূপ নিয়ম থাকিতে পারে না। সৌভরি প্রভৃতিরও যোগবলে অনেক শরীর ধারণকালে এক আত্মাতেই ভিন্ন ভিন্ন শরীরগত সুখ দুঃখের অনুভব দৃষ্ট হইয়াছে। যদি বল—"প্রতি শরীরে আত্মার ভেদবশতঃ এক শরীরের সুখ-দুঃখ অন্য শরীরগত আত্মায় অনুভূত হয় না—একথা সঙ্গত নহে; কিন্তু আত্মা অভিন্ন হইলেও প্রতি শরীরে অহং পদার্থের ভেদ আছে বলিয়াই এক শরীরের সুখ দুঃখ অন্য শরীরগত অহং পদার্থের অনুভূত হয় না। 'অহং-পদার্থ'ই সুখদুঃখের অনুভব-কর্ত্তা"—ইহাও সঙ্গত হয় না—কারণ আত্মা এবং 'অহং-পদার্থ' একই তত্ত্ব এবং তিনিই জ্ঞাতা। এই 'অহং-পদার্থ' এবং অহঙ্কারতত্ত্ব এক নহে। অহঙ্কার তত্ত্ব অন্তঃকরণবিশেষ। উহা জড়বস্তু, এবং জ্ঞানের করণ, কাজেই শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদি যেরূপ জ্ঞানের কর্ত্তা নহে, সেইরূপ উহাও কর্ত্তা নহে। এ বিষয়ে—"প্রকৃতি অচেতনা এবং বিকারসমূহের প্রসবিনী", "ইহা যিনি জানেন", "বিজ্ঞাতা পুরুষের বিজ্ঞানশক্তির লোপ হয় না" ( বৃহদাঃ ৪।৩।৪০) 'তিনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই', "এই পুরুষই জানেন", "বিজ্ঞাতা পুরুষকে আর কোন্ করণ দ্বারা জানা যাইবে?" —"এসমস্ত শ্রুতি এবং মোক্ষধর্ম্মের—"হে গন্ধর্ব্ব! পুরুষ অচেতনা প্রকৃতিকে অবগত হইয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতি পুরুষকে জানিতে পারেন না—প্রভৃতিই প্রমাণ॥ ৮॥

আরও দেখ—যে বস্তুর কোনও একস্থানে সত্তা আছে, তাহারই অন্যবস্তুতে সাদৃশ্যাদি বশতঃ কল্পনা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রপঞ্চ মনুষ্যশৃঙ্গাদি পদার্থের ন্যায় স্বরূপশূন্য বলিয়া

ভগবদ্‌বচনাৎ। নম্বারোপঃ স্ববিষয়স্য কচিৎপ্রতীতিমাত্রমপেক্ষতে ন সত্যত্বমপীতি চেন্ন প্রতীতেরপ্যসতঃ শশশৃঙ্গাদেরিব সম্ভবাৎ। নন্থ রজ্জুসর্প-প্রতীতেরিব প্রপঞ্চ-প্রতীতেরপি দোষমাত্রমেব কারণমপেক্ষিতমিতি বিষয়সদ্ভাবো নাপেক্ষিত ইতি চেন্ন দোষরূপকারণস্যাপি মিথ্যাত্বেন পরপক্ষে বিষয়প্রতীতিরূপকার্য্যোৎপত্তেরসম্ভবাৎ কার্য্যস্য কারণ-সত্তাপেক্ষত্বনিয়মাৎ। নম্বসতোঽপ্যারোপিত-সর্পস্য ভয়াদিকার্য্যং প্রতি কারণত্ব-দর্শনাৎ কার্য্যস্য কারণসত্তাপেক্ষত্ব-নিয়মো নাস্তীতি চেন্ন অসতঃ পরোৎপত্ত্যনুকূল-শক্তিমত্ত্বরূপ-কারণত্বাসম্ভবাৎ, ভ্রম-স্থলেঽপ্যারোপিতা হি বিষয়জ্ঞানস্যৈব ভয়াদিকার্য্য-হেতুত্বেন বিষয়স্য তদ্ধেতুত্বাভাবাৎ, কারণমাত্রমিথ্যাত্ব-পক্ষে কার্য্যোৎপত্তিবর্ণনানুপপত্তেঃ। নম্বসতোঽপি সর্পাদের্জ্ঞানকারণত্বোপপত্তি-বদ্ ভয়কারণত্বোপপত্তি-রপি কিং ন স্যাদিতি চেন্ন দোষস্যৈবাসদর্থা-বলম্বনজ্ঞানকারণত্বেন ভ্রমস্থলে বিষয়স্য জ্ঞানকারণ-ত্বানুপপত্তেঃ ॥ ৯ ॥

নন্থ ঘটপটাদীনাং ব্যাবহারিক-সত্যত্বমঙ্গীকৃত-মেবেতি চেন্ন স্বরূপতো মিথ্যাভূতস্য শুক্তিরজত-স্যেব ব্যবহারার্হত্বাসম্ভবাৎ। নম্বসতোঽপি স্বাপ্ন-পদার্থস্য স্বকালাবচ্ছিন্নব্যবহারোপযোগিত্বং দৃশ্যত ইতি চেৎ তর্হি প্রাতিভাসিক-ব্যবহারিকসাঙ্কর্য্য-প্রসঙ্গঃ। কিঞ্চ রজ্জাবধ্যস্তানাং সর্প-ভূদলনাম্বুধারা-দীনামসত্যত্বে যদি ভেদো বক্তুং শক্যতে তদা

---

ব্রহ্মে তাহার কল্পনা হইতে পারে না। সর্পাদি পদার্থ সত্য বলিয়াই রজ্জু প্রভৃতিতে তাহার কল্পনা হইয়া থাকে। আকাশে যে নীলবর্ণের প্রতীতি হয়, সেই নীলবর্ণও অন্য-স্থানে পূর্ব্বে অনুভূত এবং সত্য পদার্থ। স্বপ্নে ও ইহজন্মে বা জন্মান্তরে দৃষ্ট বা শ্রুত পদার্থেরই অনুভব হয়। শ্রীমদ্-ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ( ১১।২৬।২৩ ) ভগবান্ স্বয়ংও বলিয়াছেন যে—"অদৃষ্ট কিম্বা অশ্রুত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের উৎপত্তি হয় না।" কেবল সত্য পদার্থেরই আরোপ হয় এমন নিয়ম নাই কিন্তু যে বস্তুর কদাচিৎ প্রতীতি হইয়াছে সেই বস্তুরই আরোপ হইতে পারে—একথা ও বলিতে পার না; কারণ—শশকশৃঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় যে বস্তু একান্ত অসৎ তাহার প্রতীতিই সম্ভবপর নহে। যদি বল—রজ্জুতে সর্প কল্পনাস্থলে যেমন ইন্দ্রিয়-দোষাদি কারণ, সেইরূপ ব্রহ্মে প্রপঞ্চ প্রতীতি-বিষয়েও অবিদ্যারূপ দোষই কারণ—বিষয়ের সত্যতার কোন আবশ্যক নাই। তাহাও সঙ্গত নহে—যেহেতু কারণের সত্তা থাকিলেই তাহা হইতে কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে কিন্তু তোমার মতে—প্রপঞ্চ-প্রতীতিরূপ কার্য্যের কারণী-ভূত 'অবিদ্যা' মিথ্যা বলিয়া তাহা হইতে কার্য্যোৎপত্তি ( প্রপঞ্চ-প্রতীতি ) সম্ভবপর হয় না। রজ্জুতে আরোপিত (কল্পিত) সর্প মিথ্যা হইয়াও ভয় উৎপাদনরূপ সত্য কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে। কাজেই কার্য্য সর্ব্বত্রই কারণের সত্তাকে অপেক্ষা করে এইরূপ নিয়ম নাই—এ কথা ও সঙ্গত নহে—যেহেতু যাহাতে অন্যপদার্থ সৃষ্টির অনুকূল শক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাকেই 'কারণ' বলে। মিথ্যা পদার্থে অন্য পদার্থ সৃষ্টির অনুকূল শক্তি থাকা অসম্ভব বলিয়া উহা কাহারও কারণ হইতে পারে না। রজ্জু সর্প-রূপ দৃষ্টান্ত স্থলেও কল্পিত ( মিথ্যা ) সর্প, ভয়রূপ সত্য কার্য্যের কারণ নহে; কিন্তু তাদৃশ সর্পবিষয়কজ্ঞানই ভয়ের কারণ—জ্ঞান সত্যপদার্থ; কাজেই তাহা হইতে ভয় উৎপত্তি রূপ সত্য কার্য্য হইতে কোন বাধা নাই। কারণ-মাত্রই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে কার্য্যোৎপত্তির বর্ণনা সঙ্গত হয় না। যদি বল—রজ্জুতে কল্পিত সর্প মিথ্যা হইয়াও যেরূপ তদ্‌বিষয় জ্ঞান রূপ কার্য্যের কারণ হয়, সেইরূপ ভয়েরও কারণ হউক না কেন? তাহার উত্তর এই যে—ভ্রমস্থলে কল্পিত সর্প, জ্ঞানের কারণ নহে কিন্তু দোষই মিথ্যাবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের কারণ। ভ্রমস্থলে 'বিষয়' জ্ঞানের কারণ হয় না, ইহাই নিয়ম ॥ ৯ ॥

যদি বল—আমরাও ঘট পট প্রভৃতি বস্তুকে একান্ত মিথ্যা বলি না কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত উহাদের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া থাকি—একথাও যুক্তিসঙ্গত নহে—কারণ যে বস্তু শুক্তিতে কল্পিত রজতের ন্যায় স্বরূপে মিথ্যা সে কখনও ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে না। যদি বল—স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা, হইয়াও স্বপ্নকাল

সন্মাত্রেঽধ্যস্তানামপ্যয়ং ব্যবহারিকসত্তাকোঽয়ংচ প্রাতিভাসিকসত্তাক ইত্যেবং ভেদ উচ্যতাম্। ১০ ॥

অবচ্ছেদবাদে—"যথা বৃক্ষাণাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ বনমিত্যেকত্বব্যপদেশস্তথা নানাত্বেন প্রতিভাসমানানাং জীবগতানামজ্ঞানানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ তদেকত্ব-ব্যপদেশঃ। ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধানা এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিগুণকমন্তর্য্যামী জগৎকারণমীশ্বর ইতি ব্যপদিশ্যতে। সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্ববিদি"তি শ্রুতেঃ। অস্যেয়ং সমষ্টিরখিলকারণত্বাৎ কারণশরীরমানন্দপ্রচুরত্বাৎ কোশবদাচ্ছাদকত্বাচ্চানন্দময়কোশঃ, সর্ব্বোপরমত্বাৎ সুষুপ্তিঃ,অতএব স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চলয়স্থানমিতি চোচ্যতে। যথা বনস্য ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ তদনেকত্বব্যপদেশ "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (বৃহদাঃ ২।৫।১৯) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ইয়ং ব্যষ্টির্নিকৃষ্টোপাধিতয়া মলিন-সত্ত্বপ্রধানা, এতদুপহিতং চৈতন্যমল্পজ্ঞত্বাদিগুণকং প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। একাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য প্রাজ্ঞ-ত্বম্। অনয়োঃ সমষ্টিব্যষ্ট্যোর্বনবৃক্ষয়োরিবাভেদঃ। তদুপহিতয়োরীশ্বরপ্রাজ্ঞয়োরপি বনবৃক্ষাবচ্ছিন্নাকাশয়োরিবাভেদঃ। বনবৃক্ষ-তদবচ্ছিন্নাকাশয়োরাধা-রানুপহিতাকাশবদনয়োরজ্ঞানতদুপহিত - চৈতন্যয়ো-রাধারভূতং যদনুপহিতং চৈতন্যং তত্তুরীয়মিতি চোচ্যতে "শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে"(মাণ্ডুক্য ১।৭)ইতি শ্রুতেঃ।

---

পর্য্যন্ত ব্যবহারের উপযোগিরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে—তাহা হইলে প্রাতিভাসিক (শুক্তি প্রভৃতিতে কল্পিত রজতাদি) পদার্থ এবং ব্যবহারিক (ঘট পট প্রভৃতি) পদার্থের ভেদ-নির্ণয় অসম্ভব অর্থাৎ কোন পদার্থ তাদৃশ কল্পিত এবং কোন পদার্থ ব্যবহারোপযোগি-সত্তা বিশিষ্ট ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে পার না। যেমন রজ্জুতে কল্পিত—সর্প, ভূ-দলন, (ভূমির ফাটা) জলধারা প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা অর্থাৎ রজ্জুকে সর্প, বিদীর্ণ ভূমি, বা জলধারা যে কোন রূপেই কল্পনা করা হউক না কেন, কল্পিত বস্তু সকলের যেমন মিথ্যা বিষয়ে কোনরূপ ভেদ নাই (মিথ্যাত্ব রূপে সমস্তই তুল্য) সেইরূপ একই ব্রহ্মে কল্পিত মিথ্যা-পদার্থ সকলের মধ্যে আবার "এবস্তু ব্যবহারিক সত্তা বিশিষ্ট, এই বস্তু প্রাতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট—এরূপ ভেদ হইতে পারে না।"১০

অবচ্ছেদবাদে—(অজ্ঞান কর্তৃক অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ভাবে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মই 'জীব' প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করে এই মতে) যেমন অনেক বৃক্ষের সমষ্টি একটী বন নামে কথিত হয়, সেইরূপ বহু রূপে প্রকাশিত জীবগত অজ্ঞান সকলের সমষ্টি এক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই অজ্ঞান-সমষ্টি উৎকৃষ্ট (অর্থাৎ সৃষ্টিকালে মূলপ্রকৃতি ভিন্ন মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অন্য কোনও ক্ষুদ্র উপাধি ছিল না, সুতরাং তৎকালে তদুপহিত ঈশ্বরচৈতন্য উৎকৃষ্ট) উপাধি বলিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম—এই সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি হয় না, যখন অসমান হইয়া কোনও একটী বৃদ্ধি পায়, তখন সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির প্রথমেই প্রকৃতির অর্থাৎ অজ্ঞানের সর্ব্ব প্রকাশক, সর্ব্ববীজস্বরূপ সুখময় ও জ্ঞানময় সত্ত্ব অংশ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সুতরাং সমষ্টি অজ্ঞান বা মহত্তত্ত্বের সত্ত্বগুণটি প্রধান ও প্রবল থাকে, রজঃ ও তমোগুণ বিলুপ্তপ্রায় বা অভিভূত থাকে। সেই জন্য তাহাকে 'বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান' বলা যায়) এবং তদ্দ্বারা উপহিত চৈতন্য বস্তুই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্য্যামী, জগৎকারণ 'ঈশ্বর' নামে কথিত হন। তিনি সমস্ত অজ্ঞানের প্রকাশক বলিয়াই 'সর্ব্বজ্ঞ' সংজ্ঞাবিশিষ্ট—এই বিষয়ে "যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি সর্ব্ববিৎ" এই শ্রুতি প্রমাণ। অজ্ঞানের এই সমষ্টিই সমস্ত জগতের কারণ বলিয়া 'কারণ-শরীর' নামে, প্রচুর আনন্দযুক্ত এবং কোষের (তরবারি প্রভৃতির আধার অর্থাৎ খাপ) মত ব্রহ্মের আচ্ছাদক বলিয়া আনন্দময় কোষ নামে, সমস্ত জগতের বিশ্রাম স্থান বলিয়া সুষুপ্তি নামে, এবং স্থূল সূক্ষ্ম (অর্থাৎ বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভের) যাবতীয় প্রপঞ্চের প্রলয় স্থান নামে কথিত হইয়া থাকেন। যেমন একই বন আবার ব্যষ্টি (পৃথক্ ২) ভাবে অনেক বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞান-সমষ্টিও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনেক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এ বিষয়ে 'ইন্দ্র (ঈশ্বর) নিজশক্তিসমূহ

ইদমেব তুরীয়ং শুদ্ধচৈতন্যমজ্ঞানাদিতদুপহিতচৈতন্যাভ্যামবিবিক্তং সন্মহাবাক্যস্য বাচ্যং বিবিক্তং সল্লক্ষ্যমিতি চোচ্যতে ইতি যদুক্তং তদযুক্তম্। ঈশ্বরস্যাধা[illegible]ভূতমনুপহিতং চৈতন্যমিতি বচনং “মূলমনাধারম্” “[illegible]দিব্যো দেব একো নারায়ণ” “আত্মাধারোঽখিলাশ্রয়” ইত্যা[illegible]দিভির্বিরুধ্যতে। বৃক্ষাণাং সমূহরূপস্য বনস্য বৃক্ষসন্তানন্ত[illegible]বসত্তাকত্বেন বনস্থানীয়স্যেশ্বরস্যাপি জীবসন্তানন্তরসত্তাকত্বাদ[illegible]দাবেকত্বেনাবস্থানং পশ্চা“দেকোঽহং বহুস্যাম” (ছাঃ ৬।২।৩) “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণী”তি (ছাঃ ৬।৩।২) সঙ্কল্পপূর্ব্বকবহুত্বভবনং জীবভাবাপত্তিশ্চ ন সম্ভবতি। ননু সমষ্টিপূর্ব্বকত্বাদ্ব্যষ্টের্নাসম্ভব ইতি চেন্ন, ব্যষ্টীনাং সমূহাবস্থৈব সমষ্টিরিতি ব্যবহ্রিয়তে, সেনাবনরাশ্যাদিষু তথাদৃষ্টেঃ। কিঞ্চ সমষ্ট্যবস্থায়াং জীবাস্তিষ্ঠন্তি ন বা। তিষ্ঠন্তি চেজ্জীবভাবাপত্তিসঙ্কল্পবৈয়র্থ্যং তদবস্থম্। ন তিষ্ঠন্তীতি

---

দ্বারা বহুরূপ হইয়া থাকেন(বৃহঃ ২।৫।১৯)” এই শ্রুতি প্রমাণ। ব্যষ্টি অজ্ঞানই হেয়-উপাধি-বিশিষ্ট সুতরাং মলিন-সত্ত্ব প্রধান (মহত্তত্ত্ব নামক মূল অজ্ঞানের পর তদ্গত রজঃ ও তমঃ অংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া অহঙ্কার ও অন্তঃকরণ নিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, রজঃ ও তমো মিশ্রিত হওয়ায় অন্তঃকরণাদির প্রকাশ-শক্তি অল্প, সুতরাং তদুপহিত জীবচৈতন্য অল্পজ্ঞ ও মলিন-সত্ত্ব-প্রধান) এবং ইহা দ্বারা আচ্ছাদিত-চৈতন্য-বস্তু অল্পজ্ঞ বলিয়া প্রাজ্ঞ (প্রায় অজ্ঞ) বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু তিনি সমস্ত অজ্ঞানের প্রকাশক না হইয়া যৎকিঞ্চিৎ অজ্ঞানের প্রকাশ করেন, সেই জন্যই তিনি প্রাজ্ঞ। বন এবং বৃক্ষে যেরূপ অভেদ, উক্ত সমষ্টি এবং ব্যষ্টি অজ্ঞানেও সেইরূপ অভেদ রহিয়াছে। এবং উক্ত অজ্ঞানদ্বয় কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত ঈশ্বর এবং প্রাজ্ঞ নামক চৈতন্যবস্তুদ্বয়েরও বন কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত আকাশের ও বৃক্ষ কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় অভেদ বর্ত্তমান। বন বৃক্ষ এবং তাহাদের অবচ্ছিন্ন আকাশের আধার-স্বরূপ যেমন একটী নিরবচ্ছিন্ন মহাকাশ রহিয়াছে সেইরূপ সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান এবং তাহাদিগের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আধার-স্বরূপ যে নিরবচ্ছিন্ন-চৈতন্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনিই তুরীয় (চতুর্থ) (অর্থাৎ বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর অপেক্ষা কেবল চৈতন্য যেরূপ চতুর্থ, সেইরূপ জীবেরও বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ অবস্থা অপেক্ষা কেবল চৈতন্যাবস্থা তুরীয়। নিগুর্ণতাহেতু নামকল্পনা না হওয়ায় ‘চতুর্থ’ শব্দে উল্লিখিত হয়) নামে কথিত হন। এ বিষয়ে সেই শিব (মঙ্গলময়), অদ্বিতীয় চৈতন্যই (চতুর্থ) বলিয়া নির্দ্ধারিত, (মাণ্ডুক্য ১।৭) এই শ্রুতি প্রমাণ। বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় বস্তুই যে কালে অজ্ঞান এবং তাহা দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যদ্বয়ের সঙ্গে অপৃথগ্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হন সেই সময়ে “তত্ত্বমসি” (ছাঃ ৬।৮।৭) এই মহাবাক্যের বাচ্যরূপে এবং যখন পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হন তৎকালে উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্যরূপে উক্ত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত। যেহেতু—“নিরবচ্ছিন্ন তুরীয়চৈতন্য বস্তু, ঈশ্বরের আধার স্বরূপ”, তোমার এই বাক্য—“যিনি এই জগতের মূল, তাঁহার আর আধার নাই”, “দিব্য নারায়ণদেব অদ্বিতীয়”, “যিনি এই অখিল জগতের আশ্রয় তিনি আত্মাধার অর্থাৎ নিজেই নিজের আধার স্বরূপ, তাঁহার দ্বিতীয় আশ্রয় নাই” ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধ (কারণ এই সমস্ত শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বর আর অন্য আধার অপেক্ষা করেন না, ইহাই পাওয়া যাইতেছে)। আরও দেখ—বৃক্ষের সমূহের নামই বন। কাজেই প্রথমতঃ বৃক্ষ সকলের উৎপত্তি হইলে পশ্চাৎ তাহাদের সমষ্টি বনরূপে পরিণত হইতে পারে। তোমার দৃষ্টান্তেও যেহেতু জীব সকলকে বৃক্ষতুল্য এবং তাহাদের সমষ্টিভূত ঈশ্বরকে বনতুল্য বলা হইয়াছে—কাজেই জীবের উৎপত্তির পর ঈশ্বরের উৎপত্তি পাওয়া যাইতেছে বলিয়া—“তিনি প্রথমে এক ছিলেন পরে আমি এক হইয়াও বহুরূপ ধারণ করিব (ছাঃ ৬।২।৩)”, “এই জীবরূপ স্বরূপ দ্বারা তেজঃ প্রভৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের বিভাগ করিব” (ছাঃ ৬।৩।২),—এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক ঈশ্বরের বহুভাব ধারণ ও জীবভাবপ্রাপ্তির বিষয় যাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে তাহা সম্ভবপর হয় না”। যদি বল—সমষ্টিই প্রথমে জন্মে পশ্চাৎ তাহার অংশ সকলই ‘ব্যষ্টি’ নামে কথিত হয় বলিয়া সমষ্টিরূপ ঈশ্বরের বহু-ভাব ও জীব-ভাব অসম্ভব নহে তাহার উত্তর এই যে—

পক্ষোঽপি ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদি-" ( কঠ ১।২।১৮ ) ত্যাদিনাঽজত্বাদি শ্রুতেৰ্জ্জীবানাং প্রাচীনকর্ম্মফলভোগায় জগৎস্রষ্ট্যভ্যুপগমাচ্চান্যথা বিষমসৃষ্ট্যনুপপত্তেশ্চ। তথা চ সূত্রম্—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" ( ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪ ) সৃজ্যমানদেবাদি-ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মসাপেক্ষত্বাদ্‌বিষমসৃষ্টের্দেবাদীনাম্। দেবাদি-যোগং তত্তৎকর্ম্মসাপেক্ষং দর্শয়তি শ্রুতিঃ "সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন।" ( বৃহদাঃ ৪।৪।৫ ) ন কর্ম্মাঽবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" ( ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫ ) প্রাক্ সৃষ্টেঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ ন সন্তি কুতঃ, অবিভাগ-শ্রবণাৎ "সদেব সোম্যেদমগ্র

---

ব্যষ্টির সমষ্ট্যবস্থাই সমষ্টি নামে অভিহিত হয় বলিয়া ব্যষ্টির জন্মই প্রথম হইয়া থাকে ইহা সেনা, বন, রাশি প্রভৃতি স্থলে দেখা যাইতেছে ( এক এক জন করিয়া মিলিত বহু যোদ্ধার নামই সেনা, এক একটী করিয়া মিলিত বহু বৃক্ষই বন এবং এক একটী করিয়া বহু বস্তু মিলিত হইলেই তাহাকে রাশি বলিয়া থাকে, কাজেই এ সমস্ত স্থলে সর্ব্বত্রই ব্যষ্টির সত্তাই প্রথম দেখা যায় )। আরও বল—সমষ্টি অবস্থাকালে জীবের অস্তিত্ব থাকে কি না? যদি থাকে, তাহা হইলে আবার জীবভাব ধারণের জন্য ঈশ্বরের বৃথা সঙ্কল্পের আবশ্যক কি ? যদি বল—তখন জীবের অস্তিত্ব থাকে না—তাহাও অসঙ্গত—কারণ শ্রুতিই বলিতেছেন—"জ্ঞানবান্ (জীব ও ঈশ্বর) কখনও জন্মগ্রহণ করেন না বা মৃত হন না ( কঠ ১।২।১৮ ) অর্থাৎ নিত্যকালই অবস্থিত কাজেই জীব জন্মরহিত ইহাই লাভ হইতেছে। জীবের পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য জগতের সৃষ্টি স্বীকার করায় সর্ব্বদাই জীবের সত্তা অবগত হওয়া যায়। অন্যথা জীবের সৃষ্টি যদি আকস্মিক ( কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে ) বলা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বে তাহার অভাববশতঃ তদীয় শুভাশুভ কোনরূপ কর্ম্ম না থাকায় প্রথম সৃষ্টিতেই দেব, মনুষ্য, কীট-পতঙ্গাদি বৈষম্য-ভাবের সঙ্গতি হয় না। ব্রহ্মসূত্রও এইরূপ—"বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ হয় না" ( ব্রঃ সূ ২।১।৩৪) যেহেতু ঈশ্বর কর্ম্মসাপেক্ষ, তাহা শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে—অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতি বিষম সৃষ্টি বিষয়ে ভগবান্ তাহাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া থাকেন। দেবতাদি শরীর ধারণ তাহাদের কর্ম্মসাপেক্ষ ইহা শ্রুতিতেও দেখা যাইতেছে যেমন "যিনি উত্তম কর্ম্ম করেন তিনি উত্তম ( দেবাদি ) শরীর লাভ এবং যিনি পাপ কর্ম্ম করেন তিনি পাপদেহ ( নরক প্রাণি শরীরাদি ) লাভ করেন", "পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্ ও পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপী হইয়া থাকে" ( বৃহদাঃ ৪।৪।৫ )। "হে বৎস ! সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎমাত্রই ছিলেন" এই শ্রুতি দ্বারা তৎকালে ব্রহ্মের অবিভক্তরূপে অবস্থান বশতঃ জীবের অভাবই অবগত হওয়া যায়। অতএব জীবের অভাবে তদীয় শুভাশুভ পূর্ব্ব কর্ম্মের অভাব বশতঃ প্রথম সৃষ্টিতেই দেব, মনুষ্য, নারকী প্রভৃতি বিভাগের বৈষম্য কিরূপে সঙ্গত হয়। এই বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রকার প্রশ্ন ও উত্তর স্বরূপ একটী সূত্র বলিয়াছেন।—তখন ( সৃষ্টির পূর্ব্বে ) কর্ম্ম ছিল না, কারণ ( সে সময়ে ব্রহ্মের জীবরূপে ) বিভাগ ছিল না। উত্তর—ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু ( জীব ও তদীয় কর্ম্ম প্রবাহ ) অনাদি কাল বর্ত্তমান। ইহা যুক্তি দ্বারা উপপন্ন ও শাস্ত্র হইতে উপলব্ধ হইতেছে ( ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫)।"জীব অনাদিকাল বর্ত্তমান থাকিলে "হে বৎস ! সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎমাত্রই ছিলেন" ব্রহ্মের এইরূপ অবিভক্ত ভাবে অবস্থান কিরূপে সঙ্গত হয়—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, ব্রহ্ম ও জীব অনাদি হইলেও অবিভক্তরূপে অবস্থান সম্ভব হয়। কারণ—তৎকালে ( প্রলয়ে ) জীব ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ হইলেও নাম এবং রূপ শূন্য বলিয়া পৃথগ্‌রূপে নির্দ্দেশের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মাবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন। এস্থলে এতাদৃশ সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থানের নামই অবিভাগ কিন্তু জীবের একান্ত অভাব নহে। অন্যথা জীবকে উৎপত্তিশীল বলিলে তাহার বিনাশও যুক্তিসিদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ—উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রই বিনাশী। অতএব জীব যদি উৎপত্তি বিনাশশীল হয়, তাহা হইলে "অকৃতাভ্যাগম" ও "কৃতবিনাশ" রূপ দোষদ্বয় উপস্থিত হয়। ( "অকৃত" যাহা করা হয় নাই তাহার "অভ্যাগম" উপস্থিতি বা প্রাপ্তি। এ স্থলেও জীবের উৎপত্তির পূর্ব্বে সত্তা না থাকায় দেব বা নারকি শরীর লাভের উপযোগী সৎ বা অসৎ কর্ম্ম ছিল না। কাজেই

আসীদি-" ( ছাঃ ৬।২।১ ) তি অতস্তদানীং তদভাবাত্তৎকর্ম্ম ন বিদ্যতে কথং তদপেক্ষং সৃষ্টিবৈষম্যমিত্যুচ্যত ইতি চে"ন্নানাদিত্বাৎ" ক্ষেত্রজ্ঞানাং তৎকর্ম্মপ্রবাহাণাঞ্চ। তদনাদিত্বেহপ্যবিভাগ উপপদ্যতে যতস্তৎ ক্ষেত্রজ্ঞবস্তু তদানীং পরিত্যক্ত-নামরূপং ব্রহ্মশরীরতয়াপি পৃথগ্ব্যপদেশানর্হমতিসূক্ষ্মম্। তথানভ্যুপগমেঽকৃতাভ্যাগমঃ কৃতবিপ্রণাশপ্রসঙ্গশ্চ। "উপলভ্যতে চ" তেষামনাদিত্বম্ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিতি" (কঠ ১।২।১৮)। সৃষ্টিপ্রবাহানাদিত্বঞ্চ "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দি" ত্যাদৌ, তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে" তি নামরূপ ব্যাকরণ-মাত্রশ্রবণাৎ। ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বরূপানাদিত্বং সিদ্ধং স্মৃতাবপি—"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপী" - ( গীঃ১৩।১৯ ) তি "সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় ! প্রকৃতিং যান্তি মামিকা"-( গীঃ ৯।৭ ) মিতি ॥ ১১ ॥

নন্বু "ঘটে ভিন্নে যথাকাশ আকাশঃ স্যাদ্ যথা পুরা। এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুন" রিত্যাদিনা ঘটাকাশ-দৃষ্টান্তেন ব্রহ্মণো জীবভাবাপত্তির্গম্যত ইতি চেৎ, আকাশদৃষ্টান্তেনোপহিতাংশভেদপক্ষস্তু ঘটাকাশ-ন্যায়েন পূর্ব্বপূর্ব্বোপহিতাংশপরিত্যাগে তত্তদংশরূপস্য ভোক্তৃত্বভাবাদুত্তরোত্তরোপহিতাংশানাং পূর্ব্বপূর্ব্বাংশানুভূতভোগপ্রতিসন্ধানানুপপত্তেরুপলভ্যমানক্ষেত্রজ্ঞপূর্ব্বানুভূতভোগপ্রতিসন্ধানবিরুদ্ধঃ। ভোক্তৃসন্তত্যেকতান-মাত্রেণ প্রতিসন্ধানে সৌগতমতোন্মজ্জনেন স্থিরাত্মপরিত্যাগপ্রসঙ্গাচ্চাত্যান্তমনুপপন্নোঽকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশপ্রসঙ্গশ্চ, মোক্ষাদ্যনুপপত্তিশ্চ। তথাহি স্থিরাত্মানুপাধীনাং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র গমনাগমনেন বিনষ্টোপাধিপ্রদেশেঽপ্যুপাধ্যন্তরসঞ্চারস্যাঽবর্জ্জনীয়ত্বাদুপাধেরেব মোক্ষো ন ত্বাত্মনঃ। শ্লোকার্থস্তু যথা শব্দগুণকো মহাবকাশপ্রদ আকাশো ঘটাকাশাবস্থায়ামল্পাবকাশ-প্রদত্বেন বর্ত্তমানো ঘট-

---

সৃষ্টিকালে তাদৃশ শরীর লাভ অকৃত বিষয়েরই প্রাপ্তি। "কৃত বিনাশ"—যাহা করা যায় তাহার নাশ অর্থাৎ ফল লাভ না হওয়া। এ স্থলেও জীব বিনাশশীল হইলে দেহ ত্যাগের পর অস্তিত্ব না থাকায় শুভাশুভ কৃতকর্ম্মের বিনাশই হইয়া থাকে, ফল ভোগ ঘটে না। বস্তুতঃ উক্ত বিষয় দুইটী অনুভব ও যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া দোষ মধ্যে গণ্য)। "জ্ঞানবান্ (জীব) জাত বা মৃত হন না", ইহা দ্বারা জীবের এবং "বিধাতা সূর্য্য চন্দ্রকে পূর্ব্বসৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন", ইহা দ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদি ভাব উপলব্ধ হইতেছে। "জীব ও প্রপঞ্চ তৎকালে অবিভক্ত ছিল, তাহাই নাম ও রূপ দ্বারা বিভক্ত করিয়া ছিলেন", ইহা দ্বারা কেবল নামরূপ বিভাগমাত্রই নূতন বলিয়া জানা যায়। "প্রকৃতি ও পুরুষকে অনাদি বলিয়া জানিবে" ( গীঃ ১৩।১৯ ), "হে অর্জ্জুন ! প্রলয়ে ভূতগণ আমার প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়" ( গীঃ ৯।৭ )—এই সমস্ত স্মৃতিবাক্য দ্বারাও জীবের স্বরূপের অনাদিত্ব সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১১ ॥

যদি বল,—"ঘট ভগ্ন হইয়া গেলে তন্মধ্যবর্ত্তী (ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন) আকাশ যেরূপ পূর্ব্বের ন্যায় নিরবচ্ছিন্নভাব ( মহাকাশরূপ ) লাভ করে, সেইরূপ দেহ নষ্ট হইয়া গেলে তাহার দ্বারা অবচ্ছিন্ন জীবভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্মও পুনরায় নিরবচ্ছিন্ন-ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হয়"—এই প্রকার ঘটাকাশ-দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মই দেহাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হন—ইহা অবগত হওয়া যায়—তাহা সঙ্গত নহে। কারণ—যদি ঘট ও আকাশের দৃষ্টান্ত অনুসারে দেহাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অংশকেই জীব বল, তাহা হইলে—ঘট যেমন একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া গেলে তদ্দ্বারা আবদ্ধ পূর্ব্বস্থানের আকাশ মুক্ত হইয়া মহাকাশে পরিণত হয় ও যে স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, সেই স্থানের মুক্তমহাকাশের কতক অংশ তাহার দ্বারা আবদ্ধ হয় সেইরূপ দেহাদিও একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিলে তাহার দ্বারা পূর্ব্বস্থানে ব্রহ্মের যে অংশ আবদ্ধ হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা মুক্ত এবং যে স্থানে গমন করে সেই

দোষসংস্পৃষ্টোঽবতিষ্ঠতে, ঘটে ভিন্নে তু যথা পুরাকাশঃ স্যান্মহাবকাশপ্রদঃ স্যাৎ, তথা স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণকোঽসংসারী জীবঃ সংসারদশায়ামল্পজ্ঞোঽনীশস্তথাপি জন্মমরণাদি-দেহাদিধর্ম্মবর্জ্জিতোঽবতিষ্ঠতে, দেহে মৃতে স্থূলসূক্ষ্মোপাধিনিবৃত্তৌ পুনর্ব্রহ্ম সম্পদ্যতে "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাদি-" (ব্রহ্মঃ সূঃ ৪।৪।১) তদনুসারাদাবির্ভূতগুণকো বৃহত্ত্বাদি গুণবিশিষ্টো ভবতি "ব্রহ্মণো মহিমানমবাপ্নোতি", স চানন্ত্যায় কল্পতে" (শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯)। 'নন্বনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণী-( ছাঃ ৬।৩।২ ) ত্যাদিভির্ব্রহ্মণ এব জীবভাবাপত্তিঃ শ্রূয়তে। তত্রেদং বিমর্শনীয়ম্ সঙ্কল্পপূর্ব্বকজীবভাবাপত্তিঃ কিং নির্ব্বিশেষস্যোত মায়োপধিকস্যেশ্বরস্য। ন চাদ্যঃ, নির্ব্বিশেষস্য সঙ্কল্পশূন্যত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, বিশুদ্ধ-

---

স্থানে ব্রহ্মের কতক মুক্ত অংশ তদ্দ্বারা বদ্ধ হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হয়—এইরূপ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হইতে পারে না—কারণ আমরা দেখিতে পাই দেহের পূর্ব্বস্থানে অবস্থান কালে যে আত্মার "আমি এখানে অবস্থান করিতেছি"—এইরূপ জ্ঞান জন্মে, দেহ অন্য স্থানে গমন করিলেও সেই আত্মারই "যে আমি পূর্ব্বস্থানে ছিলাম, সেই আমি সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি"—এইরূপ জ্ঞান হইয় থাকে অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ক্রিয়ায় একেরই কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান হয়। তোমার মতে ঘট ও আকাশের দৃষ্টান্ত অনুসারে দেহাদি উপাধিরই স্থানান্তরগমন হয়, জীবের নহে; কাজেই জীব উভয় স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, "যে আমি পূর্ব্বস্থানে ছিলাম, সেই আমি এস্থানে আসিয়াছি—"এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূত জ্ঞানের অপলাপ ঘটিয়া থাকে। এই রূপ দেহের স্থানভেদে জীবের ভেদ হইলে, দেহ এই স্থানে অবস্থান কালে তাহার দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে জীব এস্থানে কোন সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করিল, স্থানান্তরে উহার ফল স্বরূপ পুরস্কার বা দণ্ড গ্রহণকালে, সেই স্থানে দেহ মধ্যবর্ত্তী জীব অন্য বলিয়া একের কর্ম্ম জন্য অন্যের ফলভোগরূপ অত্যন্ত অযৌক্তিক কার্য্যের অবতারণা হয়। যদি বল—দেহাদি উপাধির গমনাদিবশতঃ প্রতিক্ষণ জীবের ভেদ ঘটিলেও তদ্দ্বারা অবচ্ছিন্ন-জীবের দ্বারা এক এবং পূর্ব্বজীব হইতে পরবর্ত্তী জীবে, তাহা হইতে তৎপরবর্ত্তী জীবে ক্রমশঃ বাসনার সঞ্চার হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানান্তর-গমনেও—"যে আমি পূর্ব্বস্থানে ছিলাম, সেই আমি এখানে আসিয়াছি"—এইরূপ পূর্ব্বাপর ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বজ্ঞান কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সদসৎ কর্ম্মফল-ভোগ বিষয়ে কোন রূপ অসঙ্গতি হয় না। তাহা হইলে—বৌদ্ধমতের ন্যায় তোমার মতেও আত্মার অনিত্যত্ব সাধিত হয়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত; কারণ তাহা হইলে লোকের কৃতকর্ম্মের ফল-ভোগ সম্ভব হয় না এবং যে কর্ম্ম করা হয় নাই, তাহার ফল-ভোগ উপস্থিত হয়—এইরূপ এক মহা অনর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ—তোমার মতে আত্মা গতিহীন ও দেহাদি উপাধিই গতিশীল বলিয়া এক উপাধির গমনে মুক্ত হইলে অন্য উপাধি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া পুনরায় তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে—এরূপভাবে আত্মার মুক্তিই সম্ভব হয় না বরং উপাধির নাশ এবং গমনাগমন আছে বলিয়া—উপাধিরই মুক্তি সম্ভবপর হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ—উক্ত দৃষ্টান্ত-শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ—যেমন শব্দগুণযুক্ত অতিশয় অবকাশ-( অনাবৃতভাব ) প্রদ আকাশ ঘটদ্বারা আবদ্ধ হইয়া অল্প অবকাশ-দায়ক হইলেও ঘটের যাহা স্বাভাবিক দোষ অর্থাৎ ভঙ্গুরত্বাদি তদ্দ্বারা লিপ্ত হয় না এবং ঘট ভগ্ন হইলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ অতিশয় অবকাশদায়ক হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণযুক্ত, অসংসারী জীব সংসারদশায় অল্পজ্ঞ এবং ভগবানের নিকট হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিয়াও জন্মমরণাদি দেহধর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না এবং দেহ মৃত অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম-উপাধির নিবৃত্তি হইয়া গেলে পুনরায় ব্রহ্ম-ভাব সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মভাব সম্পন্ন অর্থে—অপহতপাপ্মত্ব (পাপশূন্যতা), প্রভৃতি ব্রহ্মের যে সমস্ত গুণ তাহা লাভ করা বুঝিতে হইবে। "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন-শব্দাৎ" ( ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১ ) অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি পথে জীবাত্মা পরজ্যোতিঃ লাভ করিয়া যে অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হন, তাহা স্বীয় রূপেরই আবির্ভাবাত্মক—কোন অভিনব রূপের আবির্ভাব নহে। কারণ শ্রুতিতে—"স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১২।৩) এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে অর্থাৎ "স্বীয়রূপ সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হন"; উক্ত

সত্ত্বপ্রধানোপাধিকস্য মলিনসত্ত্বোপাধিকঃ স্যামিতি সঙ্কল্পোঽপি ন যুজ্যতে, ন হ্যনুন্মত্তঃ স্বস্যানর্থং সঙ্কল্পয়তি। সঙ্কল্পেঽপীশ্বরঃ স্বোপাধি-পরিত্যাগেনান্যথা-ভবনে যদীশ্বরস্তর্হি নির্ব্বিশেষ এব কিং ন স্যাৎ। ন চ বিদ্যোপাধিবিশিষ্টস্যৈবাবিদ্যোপাধিকত্বং সম্ভবতি, বিদ্যাবিদ্যয়োঃ সাঙ্কর্য্য-প্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মে"ত্যনেন স্বস্য স্বয়মেবাত্মা শাস্তা চা"গ্নিরাত্মানং দহতী"তি বদত্যন্তানুপপন্নঃ। অথ চ "এষ এবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতী"তি সর্ব্বজ্ঞোঽপি জীবভূতস্য স্বস্য নরকানুভবহেতুভূতাসাধুকর্ম্মকারয়িতা পাপকর্ম্মসু নিবর্ত্তন-শক্তোঽপি নিয়ন্তেতি সর্ব্বমসমঞ্জসমেব স্যাৎ। কিঞ্চ "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি" (ভাঃ ২।১০।৬) রিত্যনুসারেণ যদবস্থাবস্থস্য সঙ্কল্পপূর্ব্বক-জীব-ভাবাপত্তিঃ পুনঃ তদবস্থাবস্থিতিরেব তস্য মোক্ষস্তর্হীশ্বরস্য জীবভাবাপত্তৌ পুনরীশ্বরত্বাপত্তিরেব মোক্ষঃ, তথা সতি নির্গুণমোক্ষবাদো ন সঙ্গচ্ছতে। তথা চ সূত্রম্ "ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদি-দোষ-প্রসক্তিঃ (ব্রহ্মঃ সূঃ ২।১।২১) জগতো ব্রহ্মানন্যত্বং প্রতিপাদয়দ্ভি"স্তত্ত্বমস্য"(ছাঃ ৬।৮।৭)"হয়মাত্মা ব্রহ্মে" (মাণ্ডূক্য২)ত্যাদিভির্জীবস্যাপি ব্রহ্মানন্যত্বং ব্যপদিশ্যত ইত্যুক্তম্। তত্রেদং চোদ্যতে যদীতরস্য জীবস্য ব্রহ্মভাবোঽমীভির্বাক্যৈর্ব্যপদিশ্যতে তদা ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞসত্যসঙ্কল্পত্বাদিযুক্তস্যাত্মনো হিতরূপজগৎকরণ-মহিতরূপজগৎকরণমিত্যাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্। আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকানন্তদুঃখাকরং জগৎ,

---

স্থত্রানুসারে তৎকালে জীবের বৃহত্ত্বাদিগুণেরই আবির্ভাব হয়। অন্য শ্রুতিতেও আছে—"ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হয়"। "সেই (জীব) আনন্ত্য-ধর্ম্ম লাভের যোগ্য" (শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯) ইত্যাদি। যদি বল—"(আমি অর্থাৎ ব্রহ্ম) জীবরূপ আমার আত্মা (স্বরূপ) দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ বিভাগ করিব" (ছাঃ ৬।৩।২)—এই সঙ্কল্পবাক্য হইতে ব্রহ্মেরই জীবভাব-প্রাপ্তি অবগত হওয়া যায়। তাহা হইলে এ স্থলে বিচার্য্য এই যে—উক্ত সঙ্কল্প পূর্ব্বক জীবভাব প্রাপ্তির কর্ত্তা নির্ব্বিশেষ-'ব্রহ্ম' অথবা 'মায়া-উপাধি-যুক্ত' ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে কে? নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সঙ্কল্প অসম্ভব বলিয়া তাঁহাকে জীবভাব-ধারণের কর্ত্তা বলিতে পার না। যদি বল ঈশ্বর, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান তত্ত্বই ঈশ্বর এবং মলিনসত্ত্বপ্রধান তত্ত্বই জীব—ইহা তুমিই স্বীকার করিয়াছ। অতএব—যিনি বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান তিনি কেন নিজে ইচ্ছা করিয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানরূপ গ্রহণ করিতে যাইবেন? এ জগতে এক উন্মত্ত ভিন্ন এইরূপ নিজের অনিষ্ট কল্পনা ত' আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। আর যদিই বা এই সঙ্কল্প ঈশ্বরেরই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যখন তিনি নিজের উপাধি পরিত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থা ধারণ করিতে নিজেই সমর্থ, তখন তিনি নির্ব্বিশেষ অবস্থাই বা ধারণ করেন না কেন? যদি বল—তিনি (ঈশ্বর) বিদ্যারূপ উপাধি (পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান উপাধি) বিশিষ্ট থাকিয়াই অবিদ্যারূপ-উপাধি (মলিনসত্ত্বপ্রধান উপাধি) ধারণ করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; জীবভাবপ্রাপ্তির [illegible] নিজের প্রকৃত উপাধি ত্যাগ করিতে হয় না—তাহা হইলে বিদ্যা ও অবিদ্যার (বিশুদ্ধসত্ত্ব ও মলিনসত্ত্বের) সাঙ্কর্য্য (মিশ্রণ) দোষ উপস্থিত হয়, উভয়ের পৃথগ্‌ভাবে পরিচয়ের উপায় থাকে না। (ঈশ্বর ও জীব উভয়কে ভিন্ন বলিলে—ঈশ্বরের উপাধির নাম—বিদ্যা এবং জীবের উপাধির নাম—অবিদ্যা এইরূপ বিদ্যা ও অবিদ্যার পরিচয়ের একটা নিয়ম করা যায়। কিন্তু তোমার মতে যদি ঈশ্বর নিজ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান-উপাধি বিশিষ্ট থাকিয়াই মলিনসত্ত্বপ্রধান উপাধিও গ্রহণ করেন—এই কথা বল, তাহা হইলে উভয় উপাধি এক ঈশ্বরেরই বলিয়া কোন্‌টী বিদ্যা ও কোন্‌টী অবিদ্যা তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না)। আরও দেখ—"সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর জীবসমূহের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নিয়ামক হ'ন"—এই উক্তি হইতেও জীব এবং ঈশ্বরকে পৃথক্ বলিয়াই স্বীকার করা উচিত। অন্যথা ঈশ্বর জীব হইলে নিজেই নিজের অন্তর্য্যামী এবং নিজেই নিজের নিয়ামক'—এইরূপ অর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাদৃশ অর্থ—"অগ্নি নিজেকে দগ্ধ করিতেছে"—এইরূপ বাক্যের ন্যায় নিতান্ত অসঙ্গত হয়। আরও দেখ শ্রুতিতে ত

ন চেদৃশে স্বানর্থে স্বাধীনো বুদ্ধিমান্ প্রবর্ত্ততে। জীবাদ্ ব্রহ্মণো ভেদবাদিনাঃ শ্রুতয়ো জগদ্ ব্রহ্মণোরনন্যত্বং বদতা ত্বয়ৈব পরিত্যক্তাঃ, ভেদে সত্যনন্যত্বাসিদ্ধেঃ। ঔপাধিকভেদবিষয়া ভেদশ্রুতয়ঃ, স্বাভাবিকাভেদবিষয়াশ্চাভেদশ্রুতয় ইতি চেৎ, তত্রেদং ব্যক্তব্যম্, স্বভাবতঃ স্বস্মাদভিন্নং জীবং কিং জগৎ-কারণং ব্রহ্ম জানাতি ন বা। ন জানাতি চেৎ সর্ব্বজ্ঞত্বহানিঃ। জানাতি চেৎ, স্বস্মাদভিন্নস্য জীবস্য দুঃখং স্বদুঃখমিতি জানতো ব্রহ্মণো হিতাকরণাহিত-করণাদি-দোষ-প্রসক্তিরনিবার্য্যা ॥ ১২ ॥

নন্নু "মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতী" তি জীবে শ্বরয়োর্ব্রহ্মপ্রতিবিম্বত্বং শ্রূয়তে অতো বুদ্ধিপ্রতি-

---

আছে,—"তিনি যাহাকে অধোগতি প্রদান করিতে ইচ্ছুক তাহা দ্বারা পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন।' এখন তোমার মতে "তিনি (ঈশ্বর) সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও জীব-স্বরূপ নিজের দ্বারা নরক ভোগের উপযোগী অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন। পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াও প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন" উক্ত শ্রুতির এইরূপ অর্থ হয়; কিন্তু উহা অত্যন্ত অযৌক্তিক অর্থাৎ নিজের পক্ষে নিজের এইরূপ অনিষ্ট সাধন অসম্ভব বিশেষতঃ—"অন্যরূপ (বিরূপ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপাবস্থিতিই—মুক্তি" (ভাঃ ২।১০।৬)—এই মুক্তির লক্ষণানুসারে যে অবস্থা হইতে ঈশ্বর সঙ্কল্পপূর্ব্বক জীব-ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, পুনরায় সেই ভাবপ্রাপ্তিই 'মুক্তি'—এইরূপ অর্থলাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বর স্বরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান। অতএব মুক্তিও তাদৃশ গুণযুক্ত অবস্থা লাভ—ইহাই সিদ্ধ হয়; তোমার নির্গুণ মুক্তিবাদ সঙ্গত হয় না। ব্রহ্মসূত্রকারও এইরূপ সূত্র করিয়াছেন, —(ব্রঃ সূঃ ২।১।২১) "ইতর (জীব) যদি ব্রহ্ম বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে নিজেই নিজের মঙ্গল না করা এবং অমঙ্গল করা এইরূপ দোষ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।" (ইহার বিশেষ অর্থ বলিতেছেন)—জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদবাদি (মায়াবাদী)-গণ—"তুমিই ব্রহ্ম" (ছাঃ ৬।৮।৭), "এই আত্মাই (জীব) ব্রহ্ম" (বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ উক্ত হইয়াছে—ইহা বলিয়া থাকেন। এখন এ বিষয়ে দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে যে,—যদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য-দ্বারা জীবের ব্রহ্মভাব নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প হইয়াও জীবস্বরূপ নিজের ভোগের জন্য সুখময় জগৎ সৃষ্টি না করিয়া এরূপ দুঃখময় জগৎ সৃষ্টি করিলেন বলিয়া দোষ উপস্থিত হয়। এরূপ আরও অনেক দোষ ঘটিয়া থাকে। স্বাধীন অথচ বুদ্ধিমান্ হইয়া কেহই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অনন্ত দুঃখপূর্ণ ঈদৃশ নিজের অহিতকর জগতে প্রবৃত্ত হন না। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিবার উপায়ও তোমার নাই;—যেহেতু, তোমার মতে জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ বলিতে গিয়া ভেদ প্রতিপাদক-শ্রুতিসকলকে পরিত্যাগ করাই হইয়াছে। কারণ ভেদ থাকিলে আর অভেদ সিদ্ধি হয় না। যদি বল, জগৎ ও ব্রহ্মে অভেদ—স্বাভাবিক, ভেদ—ঔপাধিক (কাল্পনিক); যে সকল শ্রুতিবাক্যে অভেদ কথিত হইয়াছে উহারা স্বাভাবিক অভেদই প্রতিপাদন করিতেছে এবং যে সকল শ্রুতিতে ভেদ কথিত হইয়াছে তাহারা ঔপাধিক ভেদ প্রতিপাদন করিতেছে। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, জগৎ-কারণ ব্রহ্ম নিজ হইতে স্বভাবতঃ অভিন্নরূপে জীবকে জানেন কিনা? যদি বল—জানেন না, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা শক্তির হানি হয়। যদি বল জানেন,—তাহা হইলে নিজ হইতে অভিন্ন জীবের দুঃখকে ও নিজের দুঃখ বলিয়া জানিয়াও তিনি কেন হিত করেন না এবং অহিত করেন—এইরূপ দোষ-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥

যদি বল—"মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর করিয়া থাকে"—এই শ্রুতি হইতে জীব ও ঈশ্বর ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বরূপ জানা যাইতেছে; অতএব মায়াতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত-ব্রহ্মই—'জীব'—ইহা নির্ণীত হইতেছে। ইহাও বলিতে পার না—কারণ নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অসম্ভব, শ্রুতির সঙ্গেও বিরোধ উপস্থিত হয় (কারণ, শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বর ও জীব নিত্য, জন্মাদি রহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে); যেমন—"তিনিই (ঈশ্বর) সমস্তের কারণ মন ও বুদ্ধির অধিপতি, তাঁহার অন্য জনক বা অধিপতি নাই (শ্বেতাশ্বঃ ৬।৯)", "জ্ঞানবান্ (জীব) জন্মমরণশীল নহে" (কঠ ১।২।১৮); অন্য শাস্ত্রবাক্যেও অবগত হওয়া যায় যে, 'ঈশ্বর জীবগণের ইন্দ্রিয় শরীরাদি প্রদান করেন'—ঐসমস্ত বাক্যের সঙ্গেও বিরোধ

বিম্বিতো জীবো মায়াভাস ঈশ্বর ইতি চেন্নির্বিবিশেষো-পলব্ধিমাত্রস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্ব ইতি ন শক্যতে বক্তুম্। শ্রুতিবিরুদ্ধশ্চ "স কারণং করণাধিপা-ধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" ( শ্বেতাশ্বঃ ৬।৯ ) "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ( কঠ ১।২।১৮ ) নিত্যানাং জীবানাং করণ-কলেবর-প্রদান-শ্রবণবিরোধোঽপি। তথা চ বেদস্তুতৌ ( ভাঃ ১০।৮৭।২ ) "বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ-প্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থং চাত্মনে কল্পনায় চ"॥ শ্রুত্যর্থস্তু মায়া আভাসেন অযাথাত্ম্যেন জীবেশৌ করোতি উভয়োস্তত্ত্বে বৈপরীত্যং জনয়তি, দৃশ্যতে হ্যুক্তার্থ আভাসপ্রয়োগঃ হেত্বাভাসো ধর্ম্মাভাসঃ। কিং তদ্বৈপরীত্যম্, উচ্যতে—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্" ( কঠ ১।২।১৮ ) "আত্মাপ্যনীশঃ" ( শ্বেতাশ্বঃ ১।২ ) "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ ( মুণ্ডক ৩।১।২ ও শ্বেতাশ্বঃ ৪।৭ )" ইত্যাদ্যুক্তেঃ জীবতত্ত্বে দেহাত্মভ্রমং স্বতন্ত্রাত্মভ্রমঞ্চোপপাদয়তি তেন—"দেহোঽহমীশ্বরোঽহমহং ভোগী"তি বক্তারো ভবন্তি। তথা "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্" "শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্" "যো মামজমনাদিঞ্চ" "আত্মাধারোঽখিলাশ্রয়" ইত্যুক্তে ঈশ্বরতত্ত্বে কার্য্যত্বান্যাধারত্বমায়োপাধিকত্ব-বুদ্ধিং জনয়তি তথা চ গীয়তে "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নম্" ( গীঃ ৭।২৪ ), "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" "পরং ভাবমজানন্তঃ" ( গীঃ ৯।১১ )। নন্বাভাসঃ প্রতিবিম্বার্থে প্রসিদ্ধঃ, স এবাত্রাঙ্গীকার্য্যঃ, হন্ত তর্হি "অসদেবেদমগ্র আসীৎ(তৈঃ ২।৪।৭)" "বীরহা রিমমং শূন্যং" ইত্যত্রাসচ্ছূন্যশব্দাভ্যাং প্রসিদ্ধার্থেন শূন্যমেব তত্ত্বমিতি বিজ্ঞায়তে তৎকুতো নাঙ্গীক্রিয়তে। তদ-নঙ্গীকারে যৎকারণং তদত্রাপি সমানম্॥ ১৩॥

নন্বয়ং জীবো যদি ভিন্নস্তর্হি কথং "তত্ত্বমস্যা"দি

---

হয়—যেমন—বেদস্তুতিতে ( ভাঃ ১০।৮৭।২ ) শ্লোকে ঈশ্বর অর্থ ( বিষয় ), ধর্ম্ম ( জন্মলাভের হেতু পুণ্য কর্ম্ম ), কাম ও মোক্ষ লাভের নিমিত্ত জীবের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। "মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর করিয়া থাকে" এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এই—"মায়া আভাস অর্থাৎ অযথার্থরূপে ( যাহার যাহা স্বরূপ, তাহার বিসদৃশরূপে ) জীব ও ঈশ্বরকে প্রতিপাদিত করিয়া থাকে। উহাদের উভয়ের যাহা প্রকৃত তত্ত্ব, সেই তত্ত্বের বিপরীত ভাব জন্মাইয়া থাকে। অযথার্থ অর্থেই 'আভাস' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন—হেত্বাভাস ( অযথার্থহেতু ), ধর্ম্মাভাস ( অযথার্থ ধর্ম্ম ) ইত্যাদি। এস্থলে মায়াকৃত বিপরীত ভাব কি তাহা বলিতেছেন,—"তিনি ( জীব ) জন্মরহিত, নিত্য ও নিরন্তর বর্ত্তমান" "তিনি আত্মা হইয়াও ঈশ্বর নহেন ( শ্বেতাশ্বঃ ১।২ ) "তিনি ঈশ্বরত্বের অভাবে মোহগ্রস্ত হইয়া শোক করেন ( শ্বেতাশ্বঃ ৪।৭ )—ইত্যাদি বাক্যোক্ত জীবের সম্বন্ধে দেহাত্মবুদ্ধি ও স্বতন্ত্রাত্মবুদ্ধি-রূপভ্রম জন্মাইয়া থাকে তদ্দ্বারা—"এই দেহ-ই আমি, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী" জীব এরূপ বাক্য প্রকাশ করিয়া থাকে। সেইরূপ—"তিনি জীবগণের অন্তর্যামী এবং জগতের পালক", "তিনিই নিত্য মঙ্গলময় অচ্যুতস্বরূপ", "যিনি আমাকে জন্মরহিত ও অনাদি বলিয়া জানেন", "তিনি জগতের আধার এবং তাঁহার অন্য আধার নাই"—এতাদৃশ ঈশ্বর সম্বন্ধে জীবগণের অযথার্থ-বুদ্ধি জন্মায়। তাহারা ( দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট জীব ) তাঁহাকে মায়াউপাধিযুক্ত অন্য-কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং অন্যের আশ্রিত বলিয়া ধারণা করে। ভগবদ্গীতায় ( ৭।২৩ ) শ্লোকে এই কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে—"আমি পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি ঈশ্বর-স্বরূপে ব্যক্ত হইয়াছি, মূর্খগণ আমাকে এইরূপ মনে করে।" "মূঢ়গণ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে", "আমার শ্রেষ্ঠস্বরূপ অবগত নহে।" যদি বল,—'আভাস' শব্দ প্রতিবিম্ব অর্থেও প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া এস্থলে সেই অর্থেই অঙ্গীকার করা হউক। তাহাও বলিতে পার না, কারণ,—"এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ ছিল ( তৈঃ ২।৪।৭ )। এই দুই শ্রুতিস্থ 'অসৎ' এবং 'শূন্য' শব্দ 'শূন্য'-অর্থে প্রসিদ্ধ বলিয়া 'শূন্যই'-বাস্তবতত্ত্ব ইহাই জানা যায়—তবে উহা অঙ্গীকার করা হয় না কেন? উহা অঙ্গীকার না করিবার যাহা কারণ, এস্থলে আভাস শব্দ 'প্রতিবিম্ব' অর্থে গ্রহণ না করিবারও তাহাই কারণ॥ ১৩॥

বাক্যৈরেকত্ব ব্যপদেশ ইত্যত্র", "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাস-কিতবাদিত্বমধীয়ত একে" "ব্রহ্মাংশো জীবঃ কুতঃ" "নানাব্যপদেশাদন্যথাচৈ"কত্বেন ব্যপদেশাৎ উভয়থা হি ব্যপদেশো দৃশ্যতে। নানাব্যপদেশস্তাবৎ স্রষ্টৃত্ব-সৃজ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্বনিয়াম্যত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাজ্ঞত্ব-স্বাধীনত্ব-পরাধীনত্বশুদ্ধত্বাশুদ্ধত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-বিপরীতত্ব-পতিত্ব-শেষত্বাদিভির্দৃশ্যতে। "অন্যথা চা" ভেদেন ব্যপদেশোঽপি "তত্ত্বমস্য" ( ছাঃ ৬।৮।৭ ) য়মাত্মা ব্রহ্মে" ( বৃহদাঃ ৬।৪।৫ ) ত্যাদিভির্দৃশ্যতে। "অপি দাস-কিতবাদিত্বমধীয়ত একে" "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা" ইত্যাথর্ব্বনিকা ব্রহ্মণো দাসকিতবাদিত্বমপ্যধীয়তে ততশ্চ জীব-ব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিশ্যত ইত্যর্থঃ। এবমুভয়-ব্যপদেশ-মুখ্যত্বসিদ্ধয়ে জীবোঽয়ং ব্রহ্মণোঽংশ ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ। ন চ ভেদব্যপদেশানাং প্রত্যক্ষাদিপ্রসিদ্ধার্থত্বেনান্যথা-সিদ্ধত্বম্ ব্রহ্মসৃজ্যত্ব-

যদি বল জীব ভিন্ন হইলে "তুমিই সেই বস্তু" ( ছাঃ ৬।৮।৭ ) এই সকল বাক্যে একতা ব্যবহার কিরূপে সত্য হয়? এবিষয়ে—ব্রহ্মসূত্রকার সূত্র বলিতেছেন—"( জীব ) অংশ, ( কারণ ) ভেদ ও অভেদরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে; (সূত্রের অর্থ বলিতেছেন ) জীব ব্রহ্মের অংশ—কারণ নানা ( ভেদ ) ও "অন্যথা" ( অভেদ—একত্ব ) ভাবে নির্দ্দেশ রহিয়াছে। শাস্ত্রাদিতে উভয়বিধ নির্দ্দেশই দেখা যায়। নানা ( ভেদ ) নির্দ্দেশ যেমন,—একজন ( ব্রহ্ম ) স্রষ্টা, অন্য ( জীব ) সৃষ্ট, একজন নিয়ন্তা, অপর নিয়াম্য(নিয়মের অধীন),একজন সর্ব্বজ্ঞ, অপর অজ্ঞ, একজন স্বাধীন, অপর পরাধীন, একজন শুদ্ধ, অপর অশুদ্ধ, একজন সমস্ত-কল্যাণ-গুণ-সমূহের আধার, অপর দুঃখাদিযুক্ত, একজন পতি, অপর তাঁহার নিয়োগযোগ্য (ভৃত্য) ইত্যাদি। অন্যথা অর্থাৎ অভেদ-ব্যবহারও দেখা যায়,—যেমন "তুমিই সেই বস্তু" (ছাঃ ৬।৮।৭) "এই আত্মা ব্রহ্ম" (বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ইত্যাদি কোন কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই দাশ (নীচ-জাতি-বিশেষ), কিতব ধূর্ত্ত) প্রভৃতিও বলা হইয়াছে। যেমন বেদের আথর্ব্বণশাখিগণ—"ব্রহ্মই দাশ (জাতি বিশেষ)-সমূহ, ব্রহ্মই দাস-(কৈবর্ত্ত) সমূহ, ব্রহ্মই এই ধূর্ত্তগণ"—এই উক্তি দ্বারা ব্রহ্মই দাস এবং ধূর্ত্ত প্রভৃতি ভাব-বিশিষ্টও হইয়া থাকেন ইহা বলিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বজীবব্যাপী বলিয়া জীব হইতে অভিন্ন রূপে ব্যবহার হইয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রুতিতে পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ (ভেদ ও অভেদ) ব্যবহার দেখা যায় অতএব উভয় ব্যবহারের প্রাধান্য রক্ষার জন্য এই জীবকে ব্রহ্মের অংশরূপে স্বীকার করাই সঙ্গত। যদি বল,—জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ত' প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-দ্বারাই লব্ধ হইতেছে, তাহা হইলে ভেদ-প্রতিপাদক-শ্রুতির আর অধিক প্রতিপাদ্য না থাকায় ঐ সকল শ্রুতির বস্তুতঃ প্রামাণ্য হইতে পারে না অর্থাৎ উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি—এই কয়েকটী লক্ষণ দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের নিয়ম আছে। তন্মধ্যে 'অপূর্ব্বতা' হইতে শাস্ত্রের বিষয়-নির্ণয়ের প্রণালী এই যে,—শাস্ত্রের যে বিষয়টী 'অপূর্ব্ব' অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা লব্ধ হয় নাই—উহাই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। যে বিষয়টী অন্য প্রমাণদ্বারা প্রাপ্ত, তাহা বস্তুতঃ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। এস্থলেও শ্রুতিকথিত জীবব্রহ্মের ভেদ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে, কারণ উহা 'অপূর্ব্ব' নহে—যেহেতু শাস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে প্রত্যক্ষাদি দ্বারাও ভেদ লব্ধ হইতেছে। কিন্তু অভেদ-শ্রুতির প্রতিপাদ্য অভেদই বাস্তবিক, যেহেতু উহা অপূর্ব্ব অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে আর প্রত্যক্ষাদি অন্য উপায়ে অভেদ-ভাব জানা যায় না)। তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ—এই জীব সকল ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট, তৎকর্তৃক পরিচালিত, তাঁহার শরীরভূত, তাঁহার নিয়োগাধীন, তাঁহাতে অবস্থিত, তৎকর্তৃক পালিত, তৎকর্তৃক বিনাশযোগ্য, তাঁহার উপাসক, তাঁহার প্রসাদলব্ধ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থের ভোগকর্ত্তা এবং এ সমস্ত বিষয় দ্বারা সম্পাদিত জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদ্বারা অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু এক মাত্র শ্রুতি হইতেই ঈদৃশ ভেদ জানা যায় বলিয়া ভেদপ্রতিপাদক-শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য হানি হইল না ( অর্থাৎ 'অপূর্ব্বতা'-দ্বারা ভেদ, শাস্ত্রই প্রতিপাদ্য ইহা নির্ণীত হইল )।

অতএব যে সমস্ত শ্রুতিতে জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তর হইতে সিদ্ধ; ভেদের অনুবাদ-(পশ্চাৎকীর্ত্তন ) দ্বারা মিথ্যাভূত জগৎ

তন্নিয়াম্যত্ব-তচ্ছরীরত্ব--তচ্ছেষত্ব-তদাধারত্ব-তৎপাল্যত্ব-তৎসংহার্য্যত্ব-তদুপাসকত্ব-তৎপ্রসাদলভ্য--ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপপুরুষার্থভোক্তৃত্বাদয়ঃ, তৎকৃতশ্চ জীবব্রহ্ম-ণোর্ভেদঃ প্রত্যক্ষাদ্যগোচরত্বেনানন্যথাসিদ্ধঃ। অতো জগৎ-সৃষ্ট্যাদি-বাদিনীনাং প্রমাণান্তরসিদ্ধ-ভেদানু-বাদেন ন মিথ্যর্থোপদেশ-পরত্বম্। অপি স্মর্য্যতে ( ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৪ ) "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ( গীঃ ১৫।৭ ) মদ্‌বিভূতি-ভূতো মদংশ এব স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণকঃ সন্ কশ্চি-দনাদিকর্ম্মরূপাবিদ্যা-বেষ্টন-তিরোহিতস্বরূপো জীব-ভূতোঽতিসঙ্কুচিতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো জীবলোকে সংসারে বর্ত্তমানঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ" (ছান্দোগ্য ৮।৩।১)। জীবানাং কর্ম্ম-প্রবাহানাদিত্বং তু "ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদি-ত্বাদু" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫) "পপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চে" ( ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৬ ) তি সূত্রাদবসেয়ম্। স্মৃতিশ্চ—"অনাদিকালসংসুপ্তঃ সংসারপদবীং গতঃ"। নন্বেক-বস্ত্বেক-দেশবাচী হ্যংশ-শব্দঃ জীবস্য ব্রহ্মৈকদেশত্বে তদ্‌গতা দোষা-ব্রহ্মণি ভবেয়ুঃ। ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীব ইত্যংশত্বোপপত্তিঃ খণ্ডানর্হত্বাদ্ ব্রহ্মণ ইত্যত্র "প্রকা-শাদিবত্তু নৈবং পরঃ" ( ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৫ )। তু শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি "প্রকাশাদিব"-জ্জীবঃ-পরমাত্মনোঽংশঃ, যথাগ্ন্যাদিত্যাদের্ভাস্বতো ভারূপ-প্রকাশোঽংশো ভবতি যথা গবাশ্ব-শুক্ল-কৃষ্ণাদীনাং গোত্বাদি-বিশিষ্টানাং গোত্বাদীনি বিশেষণান্যংশাঃ যথা বা দেহিনো দেব-মনুষ্যাদের্দেহোঽংশস্তদ্‌বৎ। একবস্ত্বেক-দেশত্বং হ্যংশত্বং বিশি-ষ্টস্যৈক-বস্তুনো বিশেষণমংশ এব। তথা চ

---

সম্বন্ধেই উপদেশ দিতেছে একথা নিরস্ত হইল। "স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে" ( ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৪ ) এই সূত্রের ভাষ্যে—"আমার বিভিন্ন অংশই জীবলোকে জীবভাবে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে" (গীঃ ১৫।৭) ইত্যাদি ভগবদ্‌বচন উল্লিখিত হইয়াছে। (ইহার অর্থ) আমার বিভূতি-স্বরূপ অংশই স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণযুক্ত হইয়াও অনাদিকাল-চরিত কর্ম্মরূপ-অবিদ্যার আবরণে স্বরূপের তিরোধান-বশতঃ সঙ্কুচিত-জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট হইয়া জীবরূপে জীবলোকে অর্থাৎ সংসার-দশায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রুতিতেও এইরূপ আছে—"পূর্ব্বের ঐ সত্যকামগুলি অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে (ছাঃ ৮।৩।১)। জীবের কর্ম্ম-প্রবাহ অনাদি, সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্ম ছিল না কারণ সে সময়ে জীবরূপে বিভাগ হয় নাই,—একথা বলিতে পার না, কারণ "জীব ও কর্ম্ম-প্রবাহ অনাদি-কাল বর্ত্তমান ( ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫ )। "ইহা উপপন্ন ও উপলব্ধ হইতেছে", ( ব্রঃ সূ ২।১।৩৬ )—এই ব্রহ্মসূত্রে জানা যায়।

স্মৃতিও বলিতেছেন—"অনাদি কাল সুপ্তজীব সংসার-পদ প্রাপ্ত হইয়াছে"। যদি বল অংশ শব্দ বস্তুর একদেশকে বুঝায় বলিয়া জীব ব্রহ্মের অংশ এই বাক্য দ্বারা জীব ব্রহ্মের একদেশ ইহা নির্ণীত হইলে, জীবের যে সমস্ত দোষ উহা ব্রহ্মকেও স্পর্শ করিবে। বিশেষতঃ ব্রহ্মবস্তু খণ্ডনের ( বিভাগের ) অযোগ্য বলিয়াও জীবকে তাঁহার 'অংশ' বলা যায় না। তাহার উত্তরে ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন—"প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ" ( ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৫ ) ( সূত্রের বিশেষ অর্থ—) সূত্রে "তু" শব্দ দ্বারা বিপক্ষের এস্থলে যাহা আশঙ্কা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। প্রকাশ বা প্রভা প্রভৃতির ন্যায় জীবও পরমাত্মারই অংশ বটে, প্রভারূপ প্রকাশ ধর্ম্মটী যেরূপ জ্যোতিষ্মান্ অগ্নি ও আদিত্যাদির অংশ, গোত্ব, অশ্বত্ব, শুক্লত্ব, কৃষ্ণত্ব প্রভৃতি বিশেষণীভূত ধর্ম্মগুলি যেমন সেই সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট গো, অশ্ব, শুক্ল, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিশেষ্য-বস্তুর অংশ, অথবা দেহ যেরূপ দেহী মনুষ্যাদির অংশ, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ, অংশ অর্থ—কোন বস্তুর একদেশে যাহা অবস্থিত, অতএব কোন একটি বিশিষ্ট বস্তুর যে, বিশেষণ তাহা তাহার অংশই বটে। বিবেচকগণও বিশিষ্টবাক্যে বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব নির্দ্ধারণ-প্রসঙ্গে "এই অংশটী বিশেষণ, এই অংশটী বিশেষ্য"—এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, ( সুতরাং বিশেষণ-পদার্থ যে 'অংশ' ইহা স্থির হইল )। বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে অংশাংশিভাব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে যেরূপ স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য দেখা যায়,

বিবেচকাঃ বিশিষ্টে বস্তুনি বিশেষণাংশোঽয়ং বিশেষ্যাংশোঽয়মিতি ব্যপদিশন্তি। বিশেষণ-বিশেষ্য-য়োরংশাংশিত্বেঽপি স্বভাব-বৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে। এবং জীব-পরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বং স্বভাবভেদ-শ্চোপপদ্যতে। তদিদমুচ্যতে—"নৈবং পর" ইতি যথাভূতো জীবস্তথাভূতো ন পরঃ যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবানন্যথাভূতস্তথা প্রভাস্থানীয়-তদংশাজ্জীবাদংশী পরোঽপ্যর্থান্তরভূত ইত্যর্থঃ। এবং জীব-পরয়ো-র্বিশেষণ-বিশেষ্যত্ব-কৃতং স্বভাব-বৈলক্ষণ্যমাশ্রিত্য ভেদনির্দ্দেশাঃ প্রবর্ত্তন্তে। অভেদনির্দ্দেশাস্তু পৃথক্-সিদ্ধ্যনর্হ-বিশেষণানাং বিশেষ্যপর্য্যন্তত্বমাশ্রিত্য মুখ্য-ত্বেনোপপদ্যন্তে, "তত্ত্বমস্য" ( ছাঃ ৬।৮।৭ ) "য়মাত্মা-ব্রহ্মে"-( বৃহদাঃ ৬।৪।৫ ) ত্যাদিষু তচ্ছব্দব্রহ্ম-শব্দবৎ ত্বময়মাত্মেতি শব্দোঽপি জীবশরীরক-ব্রহ্মবাচকত্বেনৈকার্থাভিধায়িত্বাৎ। অয়মর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ॥ ১৪ ॥

নন্বু "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতী" তি ( ছান্দোগ্য ৬।৮।১ ) জীব-পরয়োঃ স্ব-রূপৈক্যং শ্রূয়তে ইতি চেৎ "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরি-ষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চ ন বেদ নান্তর"-( বৃহদাঃ ৪।৩।২১ ) মিতি স্বাপ-দশায়াং জীবস্য সর্ব্বজ্ঞেন পরমাত্মনা নিরস্ত-সমস্ত-শ্রমস্য বাহ্যাভ্যন্তরজ্ঞানলোপঃ শ্রূয়তে, ন হ্যকিঞ্চিজ্‌জ্ঞস্য তদানীমেব সর্ব্বজ্ঞেন সতা স্বেন পরিষ্বঙ্গঃ সম্ভবতি। "সতা সৌম্যে" ত্যত্রাপি ন জীবপরয়োঃ স্বরূপৈক্যমুচ্যতে। অপি তু সুষুপ্তিকালে নামরূপানুসন্ধানাভাবাৎ প্রলয়কাল

---

সেইরূপ জীব ও পরমাত্মার বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব থাকিলেও অংশাশিভাব ও স্বভাবগতপার্থক্য উপপন্ন হইতেছে। সূত্রে সেই জন্য বলিয়াছেন—"নৈবং পরঃ" অর্থাৎ জীব যে প্রকার, পরমাত্মা ঠিক সেইরূপ নহে। প্রভা হইতে প্রভা-যুক্ত বস্তু যেরূপ অন্য বা পৃথক্, সেইরূপ প্রভাস্থানীয় নিজ অংশভূত জীব হইতে পরমাত্মা ও পৃথক্-ই বটে। জীব ও পরমাত্মার উক্ত বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব জনিত স্বভাব-বৈলক্ষণ্য অবলম্বন করিয়াই শ্রুতিতে ভেদের নির্দ্দেশ হইয়াছে। আর শ্রুতিতে যে অভেদ-নির্দ্দেশ, উহাও স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থানের অযোগ্য বলিয়া বিশেষণ-স্বরূপ জীব ও জড়বস্তুর বিশেষ্য-পর্য্যন্তত্ব অর্থাৎ পরমাত্মা পর্য্যন্ত অর্থ ধরিয়া সম্ভবপর হয়। "তুমিই সেই বস্তু (ছাঃ ৬।৮।৭) এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ" (বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ইত্যাদি স্থলে "তৎ" ও "ব্রহ্ম" শব্দের ন্যায় "ত্বং" (তুমি) "অয়ং". (ইহা) এবং "আত্মা" শব্দও জীবরূপ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মবাচক হওয়ায় অভেদ-নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে বিস্তৃত বর্ণিত হইয়াছে॥ ১৪ ॥

যদি বল—"হে বৎস! তৎকালে (সুষুপ্তিকালে) জীব পরমাত্মায় বিলীন হইয়া নিজভাব প্রাপ্ত হয়"—( ছাঃ ৬।৮।১ ) এই শ্রুতি দ্বারা জীব ও পরমাত্মার স্বরূপগত একত্ব (অভেদ) জানা যায়, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ "প্রাজ্ঞ-(সর্ব্বজ্ঞ) আত্মা-কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া জীব বাহ্য বা আভ্যন্তরিক কোন বিষয়ই অবগত থাকে না ( বৃহদাঃ ৪।৩।২১)—এই শ্রুতিদ্বারা জানা যাইতেছে যে, স্বপ্ন-দশায় সর্ব্বজ্ঞ-পরমাত্মার আলিঙ্গনে জীবের সমস্ত শ্রম দূরীভূত হইয়া যায় এবং বাহ্যাভ্যন্তর কিছু মাত্র জ্ঞান থাকে না। অতএব পূর্ব্বশ্রুতির অর্থ যদি জীব ও পরমাত্মার অভেদ-প্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে পরশ্রুতিতে উক্ত সর্ব্বজ্ঞ নিজ-স্বরূপ কর্ত্তৃক তৎকালে অজ্ঞ-জীবের আলিঙ্গন সম্ভব হয় না। (অর্থাৎ পূর্ব্বশ্রুতির যদি এরূপ-ই অর্থ হয় যে, স্বপ্নকালে জীব পরমাত্মায় লীন হইয়া এক হইয়া যায়, তাহা হইলে পর-শ্রুতিতে উক্ত একজনের সর্ব্বজ্ঞভাব অন্যের অজ্ঞ ভাব এবং এক কর্ত্তৃক অন্যের আলিঙ্গন অসম্ভব হয়)। বস্তুতঃ—"সতা সৌম্য" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত ঐক্য (অভেদ) উক্ত হয় নাই। কিন্তু সুষুপ্তিকালে নাম-রূপানু-সন্ধান থাকে না বলিয়া প্রলয়-কালের ন্যায় ব্রহ্মে লয় হয় —ইহাই "স্বমপীতো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) এই বাক্য দ্বারা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এখানে—"স্বমপীতো ভবতি" এই বাক্যে "স্ব" শব্দ দ্বারা নিজের আত্মা অন্তর্য্যামী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে (স্বম্-নিজ-আত্মভূত-অন্তর্যামী-ব্রহ্মকে "অপীতঃ" "অপিগতঃ" অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়) কিন্তু "স্ব" শব্দে নিজ অর্থাৎ জীবকে বুঝায় নাই, কারণ নিজেতে নিজের লয় সম্ভব হয় না। এস্থলেও "হে সৌম্য! তৎকালে সতের সহিত সম্পন্ন

ইব ব্রহ্মণি লয়ঃ প্রতিপাদ্যতে স্বমপীতো ভবতি স্বাত্মনি ব্রহ্মণি লীনো ভবতি ন তু স্বস্মিন্নেব স্বস্য লয়ঃ সম্ভবতি। অত্রাপি "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতী"তি তৃতীয়াস্বারস্যাৎ সম্পত্তিশব্দস্য পরিষ্বঙ্গশব্দৈকার্থ্যান্ন স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ। তথা চ সূত্রকারঃ "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেনে"-(ব্রঃ সূঃ ১।৩।৪) তি ॥১৫॥

ন"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তী"-( কঠ ১।৩।১৯ ) তি শ্রুত্যা জীবস্য ব্রহ্মপ্রতিবিম্বত্বং প্রতিপাদ্যত ইতি চেন্ন একদেহাবস্থিতত্বেঽপি-জীবাত্ম-পরমাত্মনোরভাস্বর-ভাস্বরয়োশ্ছায়া-তপয়োরিবাপ্রকাশত্ব-প্রকাশত্বরূপ-স্বভাব-ব্যবস্থামাত্রপ্রতিপাদনপরত্বাৎ "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬ ও মুঃ ৩।১)শ্রুত্যন্তরৈকার্থ্যাৎ। অত্রাপি ব্রহ্মণ--আতপত্বাভাবাদাতপবদভাস্বরত্বমেবাতপশব্দার্থ ইতি জীবস্য ছায়াত্বাভাবেঽপি ছায়াবদ্‌ বদ্ধদশায়ামভাস্বরত্বমেব ছায়াশব্দার্থো ভবিতুমর্হতি। "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমচ্ছায়মি"- ( বৃহদাঃ ৩।৮।৮ ) তি ছায়াপ্রতিষেধ-শ্রবণাচ্চ নাত্র ছায়াশব্দো ব্রহ্মপ্রতিবিম্বপরঃ। "নন্বেক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল-

---

হয়" এই বাক্যে "সতা" (সতের সহিত) এই তৃতীয়া বিভক্তির স্বাভাবিক অর্থানুসারে 'সম্পন্ন' শব্দে পরিষ্বঙ্গ অর্থাৎ আলিঙ্গন-শব্দের সহিত ঐক্যবশতঃ জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত ঐক্য অসম্ভব হইয়া পড়ে। ব্রহ্মসূত্রকার ও "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" ( ব্রঃ সূঃ ১।৩।৪৩ )এই ব্রহ্মসূত্রেও সুষুপ্তি এবং উৎক্রমণাবস্থায় জীব ও পরমাত্মার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর প্রতিবিম্ববাদ লিখিত হইতেছে—যদি বল—"দেহস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ছায়া এবং আতপের ( সূর্য্যতেজের ) ন্যায় বর্ত্তমান জীব ও পরমাত্মা জগতে সুকৃতফল ভোগ করেন, ইহা ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়া থাকেন ( কঠ ১।৩।১ ) এই শ্রুতিদ্বারা জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে প্রতিপাদন করা হইতেছে—তাহাও সঙ্গত নহে—কারণ এস্থলে দীপ্তিশালী পরমাত্মা এবং মলিন জীব একদেহে অবস্থান করিলেও একজন ( জীব ) ছায়ার ন্যায় অপ্রকাশ-স্বভাব ও অপর ( পরমাত্মা ) আতপের ন্যায় প্রকাশশীল—এই ব্যবস্থাটী মাত্র প্রতিপাদন করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য ( জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে প্রতিপাদন করা তাৎপর্য্য নহে )। যে হেতু এরূপ অর্থ করিলেই—"দুইটী পক্ষী সর্ব্বদা সংযুক্ত ও সখ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া দেহরূপ একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন (জীব) কর্ম্মফলকে মধুর বলিয়া ভোগ করে, অপর ( ঈশ্বর ) ভোগ না করিয়া সাক্ষিরূপে দর্শন করেন" ( শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬, মুণ্ডক ৩।১ ) এই শ্রুতির সহিত অর্থের সমতা রক্ষিত হয়। এস্থলেও—ব্রহ্ম আতপ না হইলেও আতপের ন্যায় প্রকাশ স্বভাবই আতপ শব্দের অর্থ এবং জীব ছায়া না হইলেও ছায়ার ন্যায় মলিনস্বভাবই ছায়া শব্দের অর্থ সঙ্গত হয়। "স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, লোহিত নহে, ছায়াযুক্ত নহে" ইত্যাদি ( বৃহদাঃ ৩।৮।৮ ) শ্রুতিতে ব্রহ্মের ছায়া নিষেধ করাতেও এস্থলে ছায়াশব্দ ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব নহে ইহা অবগত হওয়া যায়। যদি বল—"এক চন্দ্রই যে প্রকার জলাশয়ভেদে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে দৃষ্ট হ'ন, সেইরূপ একব্রহ্মই বিভিন্ন ভূতে অবস্থান করতঃ এক ও বহুভাবে লক্ষিত হইতেছেন। এক আকাশই যেরূপ ঘটাদিপাত্র ভেদে এবং একচন্দ্রই যেরূপ জলাশয়ভেদে পৃথক্ ( বহু ) হইয়া থাকে, সেইরূপ এক আত্মাই (পরমাত্মা দেহাদিভেদে অনেকরূপে প্রকাশিত হয়েন ( যাজ্ঞবল্ক্য ১৪৪) ইত্যাদি শাস্ত্রবচনানুসারে তড়াগ ( বৃহৎ জলাশয় ), কুল্যা ( কৃত্রিম ও ক্ষুদ্র জলাশয় ), কেদার ( ক্ষেত্রস্থ বদ্ধজল ) প্রভৃতি জলাধারে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় মায়া অহঙ্কার এবং তাহার বিকার ইন্দ্রিয়াদিভেদে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের ছায়াই ঈশ চৈতন্য, জীব চৈতন্য প্রভৃতি ঔপাধিকভেদ যুক্তরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই ঔপাধিকভেদকে অবলম্বন করিয়াই "উভয়েই নিত্য কিন্তু একজন সর্ব্বজ্ঞ অপর অল্পজ্ঞ, একজন ঈশ্বর অন্য ঈশ (ঈশ্বর, প্রভু) নহে" ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বঃ ১.৯) ভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে। তাহা বলিতে পার না—কারণ আকাশাদি পরিচ্ছিন্ন (সসীম)

চন্দ্রবৎ ॥ আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ। তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেষ্বিবাংশুমান্” ( যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রায়ঃ ১৪৪ ) ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারেণ তড়াগ-কুল্যাকেদার-জলাভিব্যক্তীনাং চন্দ্র-প্রতিবিম্বানামিব মায়াহঙ্কারতদ্বিকারাভিব্যক্ত-ব্রহ্ম-চ্ছায়ানামীশ্বর-জীব-বৃত্তি-জ্ঞানানামৌপাধিক- ভেদত্বেন তন্নিবন্ধনোঽয়ং “জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা”-(শ্বেতাশ্বঃ ১।৯ ) বিতি চেন্ন পরিচ্ছিন্নব্যোমাদিবিলক্ষণ বস্তুনশ্ছায়াসম্পত্ত্যসম্ভবাল্লোহিতাচ্ছায়শ্রবণাচ্চ। কাল্পনিকচ্ছায়াঙ্গীকারে জীবেশ্বরয়োরপি মিথ্যাত্ব-প্রসঙ্গাৎ। তদভ্যুপগম “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ” (বৃহদাঃ ২।৪।৫) “য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে-ভবন্তী-( শ্বেতাশ্বঃ ৩।১০ ) ত্যাদিবিধীনামানর্থক্য-প্রসঙ্গাৎ। তত্রাপ্যভ্যুপগমে ব্রহ্মণো মানান্তরাবিষয়ত্বাৎ স্বানুভবস্যাপি মিথ্যাভূত-জীবানতিরিক্তাবভাসকত্বাচ্চ যাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়-মিথ্যাত্ববাদিনঃ কথায়ামধিকারানুপপত্তেঃ। জলচন্দ্রদৃষ্টান্তোপদেশানাং ব্রহ্মণঃ শরীর-ভূতচিদচিদ্গতদোষাস্পর্শ--প্রতিপাদন- পরত্বোপপত্তে-র্বাক্যান্তরোপদিষ্ট--জীবেশ্বর--স্বরূপ- স্বভাব-যাথার্থ্য--বাধকত্বাভাবাৎ ॥ শ্রূয়তে চান্তর্যামিণো নির্দ্দোষত্বম্, “একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ” ( শ্বেতাশ্বঃ ৬।১১ ) “অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতি-রূপো বহিশ্চ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ” ( কঠ ২।২।৯ ও ১১ ) অন্যথা “কাশমেকং হি যথা-ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেদি” তি দৃষ্টান্তান্তরোপাদান-বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১৬ ॥

---

বস্তুরই ছায়াপাত সম্ভব, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন তাদৃশ ব্রহ্মের ছায়াপাত সম্ভবপর নহে। “লোহিত নহে”, “ছায়াবিশিষ্ট নহে” (বৃহদাঃ ৩।৮।৮)—এই শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ছায়াপাত নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি বল—“ছায়া কাল্পনিক, তাহা হইলে ঈশ্বর এবং জীবও কাল্পনিকই হইয়া পড়ে। ঈশ্বর ও জীবকে কাল্পনিক স্বীকার করিলে “রে জীব! আত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য এবং তদ্বিষয়ই একমাত্র শ্রোতব্য” (বৃহদাঃ ২।৪।৫) “যাহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারাই অমৃতপদ প্রাপ্ত হন (শ্বেতাশ্বঃ ৩।১০)—এ সমস্ত বিধান-বাক্য অনর্থক হইয়া পড়ে। যদি বল—“এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যও অনর্থক অর্থাৎ মিথ্যা, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে কিছু জানিবার আর কোনরূপ উপায় থাকে না। কারণ তিনি প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অন্য প্রমাণের অগোচর বস্তু। আত্মানুভব অর্থাৎ নিজের অনুভব ও তাদৃশ বস্তুর প্রতিপাদন করিতে পারে না; কারণ তোমার মতে জীব মিথ্যা পদার্থ কাজেই তদ্বিষয়ক অনুভব ও তদতিরিক্ত বিষয় প্রকাশে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব যাহারা সমস্ত প্রমাণ ও প্রমেয় বস্তুকে এইরূপ মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের আর ব্রহ্মবাদে অধিকারের কোনরূপ উপায় থাকে না। অন্যান্য শাস্ত্র বাক্যদ্বারাও জীব এবং ঈশ্বরের স্বরূপ স্বভাবাদি বিষয়ের সত্যতা অবাধে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব জলচন্দ্র প্রভৃতি দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই যে, জীব ও জড় পদার্থসকল ব্রহ্মের শরীর-স্বরূপ হইলেও ব্রহ্ম উহাদের দোষদ্বারা কখনও লিপ্ত হন্ না। অন্তর্যামী পুরুষের নির্দ্দোষতা শ্রুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে, যেমন—“সেই দেব অদ্বিতীয় ও সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত” (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১১) “যেমন একই চেতন অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূতাগ্নিরূপে প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হয়েন, তেমনি একই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মরূপে প্রতিরূপিত বা প্রতিবিম্বিত হয়েন। যাহা বিম্বের সদৃশ ও তদধীন, তাহাই প্রতিবিম্ব। অতএব জীবাত্মা বিম্বস্বরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া তৎসদৃশ হইলেও তিনি বিম্ব স্বরূপ হয়েন না, তদ্বহির্ভাগেই অবস্থান করেন। তিনি মণ্ডলস্থানীয় পরমাত্মার বহিশ্চর কিরণ পরমাণু-সদৃশ।” “যেমন সূর্য্য সর্ব্বলোকে চক্ষুর নিয়ন্তা বলিয়া চক্ষুনামে অভিহিত হইয়াও চাক্ষুষ বাহ্যদোষে লিপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ

নন্তু—"সিত-নীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ। ভ্রান্তি-দৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈবৈকঃ পৃথক্ পৃথক্" ইত্যাদ্যাত্মৈকত্ব-বাদাঃ কথম্, অবৈলক্ষণ্যাদিতি ক্রমঃ, ভেদশব্দো হি বৈলক্ষণ্যবচনো লোকে প্রসিদ্ধঃ সুসদৃশেষু নাস্য কশ্চিদ্ ভেদোঽস্তীতি বক্তারো ভবন্তি। তথাত্মনামপি নর-পশু-তির্য্যগ্‌ভেদ-ভিন্ন-শরীর-বর্ত্তিনাং শরীরসম্বন্ধমপোহ্য কেবল-তত্ত্ব-রূপেণ নিরূপ্যমাণানাং পদ্মরজঃ পরমাণূনামিব ন কিঞ্চিদপি বৈলক্ষণ্যমস্তীত্যনেনাভিপ্রায়েণৈকত্ব-বাদা নানাত্ব-নিষেধাশ্চ। তদভিপ্রায়মেবেদং ভগবদ্‌বচনং "বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন" ইত্যাদি ( গীঃ ৫।২৮ ) "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" প্রকৃতিসংসর্গদোষবিমুক্ততয়া সমমাত্ম-বস্তু হি ব্রহ্ম। "সর্ব্বভূতেশঃ সোঽসৌ ব্রহ্মচারিণো যোঽয়ং বিষ্ণুঃ" বারাহে "যৎ সত্ত্বং স হরির্দেবো যোহরিস্তৎ পরং পদং। সত্ত্বেন মুচ্যতে জন্তুঃ সত্ত্বং নারায়ণাত্মকম্" লৈঙ্গে "সত্ত্ব-স্বরূপশ্চ স্বয়ং স বিষ্ণুঃ পুরুষোত্তমঃ। ন হি পালন-সামর্থ্যমৃতে সর্ব্বেশ্বরং হরি" মিত্যাদিভিঃ প্রামাণিকানাং চেতনান্তরশঙ্কা নোপপদ্যতে।" ব্রহ্মাণমিন্দ্রং রুদ্রং চ যমং বরুণমেব চ। নিগৃহ্য হরতে যস্মাৎ তস্মাদ্ধরিরিহোচ্যতে ॥ ১৭ ॥

নারায়ণস্য তু—"অথ একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ" "অথ নিত্যো হ বৈ নারায়ণঃ" "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" "নারায়ণঃ পরংব্রহ্ম, আত্মা নারায়ণঃ পরঃ", সুবালোপনিষদি

---

যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা অদ্বিতীয় পুরুষ, তিনি জীবাত্ম-সম্বন্ধীয় দুঃখে লিপ্ত হয়েন না, কারণ তিনি বাহ্য অর্থাৎ জীবস্বরূপ নহেন, পরন্তু তাঁহার নিয়ন্তা।" (কঠ ২।২।৯ ও ১১) অন্যথা—"আকাশ এক হইয়াও যেমন ঘটাদিতে পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হয়" ইত্যাদি আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ ব্যর্থ হয় ॥ ১৬ ॥

যদি বল—"এক আকাশই যেরূপ দৃষ্টিদোষে শ্বেত, নীল প্রভৃতি বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এক আত্মাই ভ্রান্তি-বশতঃ পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে" এই সমস্ত অভেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি? তাহা হইলে বলিব যে, এ সমস্ত স্থলে অবৈলক্ষণ্যই তাৎপর্য্য। 'ভেদ'শব্দে বিলক্ষণ ( বিসদৃশ ) অর্থ বুঝায় ইহা লোকব্যবহারেও দেখা যায়, যেমন সুসদৃশ পদার্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়া থাকে —যে ইহাদের কোন ভেদ নাই। সেইরূপ এস্থলেও পদ্মের পরাগ পরমাণু প্রভৃতির যেমন কোনরূপ বৈলক্ষণ্য (পার্থক্য) লক্ষিত হয় না, সেইরূপ মনুষ্য, পশু এবং কীটাদিভেদে বিভিন্ন শরীরগত জীবগণেরও শরীর সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে বস্তু-তত্ত্বরূপে বিচারে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না বলিয়াই একত্ব ( অভেদ ) বাদ উক্ত হইয়াছে ও নানাত্ব ( ভেদ ) নিষেধ করা হইয়াছে। তদভিপ্রায়মূলক ভগবানের বচনও রহিয়াছে যেমন,—"বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর, চণ্ডাল প্রভৃতিতে পণ্ডিতগণ সমদৃষ্টিযুক্ত ( গীতা ৫।১৮ ) "ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম" ( অর্থাৎ ) প্রকৃতির সংসর্গে থাকিয়াও তাহার দোষ হইতে বিমুক্ত, তুল্য জাতীয় আত্মবস্তুই ব্রহ্ম।" হে ব্রহ্মচারিগণ! "যিনি এই বিশ্বব্যাপী, তিনিই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর", বরাহপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—সত্ত্বগুণই হরি, হরিই পরমপদ ও সত্ত্বদ্বারাই জন্তু মুক্তি লাভ করে এবং সত্ত্বই নারায়ণস্বরূপ"। লিঙ্গপুরাণে কথিত আছে —"সেই বিষ্ণু ( সর্ব্বব্যাপী ) পুরুষোত্তম সত্ত্বস্বরূপ। সেই সর্ব্বাধিপতি হরি ভিন্ন অন্যের পালনসামর্থ্য নাই।" এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যদ্বারা প্রমাণজ্ঞ ব্যক্তিগণের 'হরি' ভিন্ন অন্য কোন চেতন সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে না। "তিনি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, যম ও বরুণকে নিগ্রহ পূর্ব্বক হরণ অর্থাৎ সংহার করেন বলিয়া 'হরি'নামে খ্যাত হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

নারায়ণ সম্বন্ধেও শাস্ত্রবাক্য রহিয়াছে যে—"তৎকালে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন", "সেই নারায়ণই কেবল নিত্য-বস্তু", "সমস্ত পাপ-( হেয়গুণ )-শূন্য সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী দিব্য একমাত্র দেবতাই নারায়ণ", "নারায়ণই পরম ব্রহ্ম, নারায়ণই পরমাত্মা"। সুবাল উপনিষদেও আছে—"তৎকালে কোন্ বস্তু বর্ত্তমান ছিল? সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র যিনি জগতের মুখ্য অন্য আধারশূন্য তিনিই ছিলেন, তাহা হইতে এই সকল প্রজা সৃষ্টি হইতেছে, সেই

"কিং তদাসীন্নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মূলমনাধারমিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ", শ্বেতাশ্বতরে "স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬) "দেশতঃ কালতো ব্যাপ্তির্মোক্ষদত্বং তথৈব চ। হরের্বিভূতিমাত্রন্তু কেবলং সম্প্রভাষিতম্", স্কান্দে "বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ। কৈবল্যদঃ পরংব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতন" ইত্যাদিভির্নিখিল-হেয়প্রত্যনীকত্বং কল্যাণগুণগণাকরত্বমবগম্যতে। সদ্ ব্রহ্মাত্ম-শিবাদিশব্দা হি তুল্যপ্রকরণস্থেন নারায়ণশব্দেন বিশেষিতাস্তমেবাবগময়ন্তি ॥ ১৮ ॥

ন "স্বাত্মা বা ইদমগ্র আসী"দিতি (ঐঃ ১।১) প্রাক্সৃষ্টেরৈকত্বাবধারণাৎ কথং সূক্ষ্মচিদচিদ্‌বিশিষ্টস্য নারায়ণস্য কারণত্বম্। উচ্যতে—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তী" (তৈঃ ৩।১) তি পরিত্যক্তস্থূলাকারাণাং সূক্ষ্মাকারাপত্ত্যা ব্রহ্মণি বৃত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে ন তু স্বরূপনিবৃত্তিঃ. "অক্ষরং তমসি লীয়তে তমঃ পরে দেব একীভবতী" তি তমঃ শব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমাত্মন্যেকীভাবশ্রবণাৎ। পৃথগ্ গ্রহণরহিতত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ স এব লয়শব্দার্থঃ যথা "বৃক্ষে লীনাঃ পতঙ্গা, বনে লীনাঃ সারঙ্গাঃ"। অতএব "তমসা গূঢ়মগ্রেহপ্রকেতমাসীৎ" "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধ" (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৯) ইতি। সূক্ষ্মরূপেণ চেশ্বরস্যান্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মেত্যনেন স্বস্য স্বয়মেবাত্মা শাস্তাচা"গ্নি রাত্মানং দহতী"তি বদত্য-

---

একমাত্র দিব্য দেবতাই 'নারায়ণ' নামে খ্যাত"। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে—তিনি সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বসাক্ষী, আত্মযোনি, (অন্য কারণশূন্য, নিজেই নিজের কারণ) চৈতন্যময়, কালেরও নিয়ন্তা, গুণবান্, সর্ব্ববিদ্যাশালী, প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) অধিপতি, গুণত্রয়ের ঈশ্বর, এবং সংসারের স্থিতি, বন্ধন ও মোচনের কারণ (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬)। "শ্রীহরির সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালব্যাপক মোক্ষদায়ক বিভূতিমাত্রই "কেবল" নামে কথিত হয়।" স্কন্দ পুরাণে আছে—"পরম ব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুই ভবপাশে জীবকে বদ্ধ করেন এবং মুক্তিদাতারূপে তিনিই ভবপাশ হইতে মুক্ত করেন" এ সমস্ত শাস্ত্রবচনদ্বারা নারায়ণে সমস্ত হেয়গুণের অভাব ও কল্যাণগুণসমূহের সদ্ভাব অবগত হওয়া যায়। এই সমস্ত বচনে উক্ত 'সৎ', 'ব্রহ্ম', 'আত্মা' এবং 'শিব' প্রভৃতি শব্দগুলিও এক প্রসঙ্গে উত্থাপিত নারায়ণ শব্দদ্বারা যুক্ত থাকায় তাহারই বাচক বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

যদি বল—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই অবস্থিত ছিলেন, ইহাই নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে আবার কারণ অবস্থায় সূক্ষ্মচিৎ, অচিদ্ বিশিষ্ট ছিলেন—ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়, তাহাই বলিতেছেন যে—"যাহা হইতে (সৃষ্টিকালে) এই সকল ভূতগণ জাত হয় এবং জন্মের পর যাহাতে অবস্থান করে, আবার প্রয়াণ (বিনাশ) কালে যাহাতে প্রবিষ্ট হয় (তৈঃ ৩।১) এই বাক্যানুসারে সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব ও জড়জগৎ স্থূল আকার ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মে অবস্থান করে তাহাই জানা যায়, তাহাদের স্বরূপেরই একান্ত নাশ হয় এরূপ অর্থ নহে। অক্ষর (জীব) তমোগুণে (প্রকৃতিতে) লীন হয় এবং প্রকৃতি পরমপুরুষে একীভাবে অবস্থান করে। "ইহা দ্বারা তমঃশব্দের বাচ্য প্রকৃতির পরমাত্মায় একীভাব জানা যায়। একীভাব শব্দের অর্থ—"পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্ধারণের অযোগ্য হইয়া অবস্থান করা, 'লয়' শব্দেরও ইহাই অর্থ। যেমন—"পক্ষিগণ বৃক্ষে লীন হইয়া আছে, হরিণসকল বনে লীন হইয়া আছে।" এই জন্য শ্রুতিও বলিতেছেন—"পূর্ব্বে তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া অনির্দ্দেশ্য ছিল", "ইহা হইতে মায়ী (ঈশ্বর) এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে মায়াদ্বারা অপর (জীব) আবদ্ধ হইয়া থাকেন" (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৯) ঈশ্বরের সূক্ষ্মরূপে অবস্থান শ্রুতিও রহিয়াছে যেমন,—"সেই সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজনের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসন করিতেছেন।" এস্থলে যদি ঈশ্বর ও জীব এক হন, তাহা হইলে নিজ কর্ত্তৃক নিজের শাসন ব্যাপারটী অগ্নি নিজকে দগ্ধ করে এইরূপ বাক্যের ন্যায় নিতান্ত অসঙ্গত হয়। বিশেষতঃ "তিনিই যাহাকে অধোগতি প্রদানের ইচ্ছা করেন,তাহাদ্বারা

ন্তানুপপত্তেঃ। অথ চ "এষ এবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতী"তি, সর্ব্বজ্ঞোঽপি জীবভূতস্য স্বস্য নরকানুভবহেতুভূতাসাধুকর্ম্মকারয়িতা পাপ-কর্ম্মসু নিবর্ত্তনশক্তোঽপি নিয়ন্তেত্যাদিকং সর্ব্বম-সমঞ্জসমেব স্যাৎ। আহ চ সূত্রকারঃ "ইতর ব্যপ-দেশাদ্ধিতা করণাদিদোষপ্রসক্তি" ( ব্রঃ সূঃ ২।১।২১ ) জগতো ব্রহ্মানন্যত্বং প্রতিপাদয়দ্ভিঃ "তত্ত্ব-মসি" ( ছাঃ ৬।৮।৭ ) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ( বৃহদাঃ ৬।৪।৫ ) ইত্যাদিভির্জীবস্যাপি অনন্যত্বং ব্যপদিশ্যত ইত্যুক্তম্। অত্রেদং চোদ্যতে—যদীতরস্য জীবস্য ব্রহ্মভাবোঽমীভির্ব্বাক্যৈর্ব্যপদিশ্যতে, তদা ব্রহ্মণঃ সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্য-সংকল্পাদি-যুক্তস্যাত্মনো হিতরূপজগদ-করণম্ অহিতরূপ জগৎকরণমিত্যাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্। আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকানন্ত-দুঃখাকরঞ্চেদং জগৎ, ন চ ঈদৃশে স্বানর্থে স্বাধীনো বুদ্ধিমান্ প্রবর্ত্ততে। জীবাদ্ ব্রহ্মণো ভেদবাদিন্যঃ শ্রুতয়ো জগদ্ ব্রহ্মণোরনন্যত্বং বদতা ত্বয়ৈব পরিত্যক্তাঃ, ভেদে সত্যনন্যত্বাসিদ্ধিঃ। ঔপাধিক ভেদ বিষয়া ভেদশ্রুতয়ঃ, স্বাভাবিকাভেদ বিষয়াশ্চাভেদশ্রুতয়ইতি চেৎ, তত্রেদং বক্তব্যম্—স্বভাবতঃ স্বস্মাদভিন্নং জীবং কিং অনুপহিতং জগৎ কারণং ব্রহ্ম জানাতি, ন বা। ন জানাতি চেৎ সর্ব্বজ্ঞত্বহানিঃ, জানাতি চেৎ স্বস্মাদভিন্নস্য জীবস্য দুঃখং স্বদুঃখমিতি জানতো ব্রহ্মণো হিতাকরণা হিতকরণাদি-দোষ-প্রসক্তিরনিবার্য্যা। ১৯ ॥

জীব ব্রহ্মণোরজ্ঞানকৃতো ভেদস্তদ্ বিষয়াভেদ-শ্রুতিরিতি চেত্তত্রাপি জীবাজ্ঞানপক্ষে পূর্ব্বোক্তো বিকল্পস্তৎফলঞ্চ তদবস্থম্। ব্রহ্মাজ্ঞানপক্ষে স্বপ্রকাশ-স্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানসাক্ষিত্বং তৎকৃত জগৎসৃষ্টিশ্চ ন সম্ভবতি। অজ্ঞানেন প্রকাশস্তিরো-হিতশ্চেৎ তিরোধানস্য প্রকাশনিবৃত্তিকরত্বেন প্রকাশস্যৈব স্বরূপত্বাৎ স্বরূপনিবৃত্তিরেবেতি স্বরূপ-নাশাদি-দোষসহস্রং প্রাগেবোদীরিতম্। "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ( ব্রঃ সূঃ ২।১।২২ ) তু শব্দঃ পক্ষং

---

অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন "এই সকল বাক্য দ্বারা তিনিই জীবের কর্ম্মে পরিচালক ইহা জানা যায়। তিনি যদি জীব হইতে অভিন্ন হন, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও নিজের নরক ভোগের উপযোগী কর্ম্মের পরিচালক এবং পাপকর্ম্ম হইতে নিবারণে সমর্থ হইয়াও প্রবর্ত্তক হইয়া পড়েন। তাহা হইলে এগুলি নিতান্তই যুক্তি ও অনুভব বিরুদ্ধ হয়। ( অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ ২০ পৃঃ ১৯-২৬ পংক্তি, ও ২১ পৃঃ ১—১০ পংক্তি পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য )। ১৯।

যদি বল,—"জীব ও ব্রহ্মের ভেদ অজ্ঞানকৃত এবং ভেদ-শ্রুতিগুলিও অজ্ঞানকৃত ভেদেরই প্রতিপাদক"—তাহা হইলেও অজ্ঞান যদি জীবের বল, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষ ও তাহার ফল সমানই থাকিয়া যায়। ব্রহ্মের অজ্ঞান বলিলে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের পক্ষে আর অজ্ঞানের সাক্ষী হওয়া বা জগদ্-রচনা করা সম্ভব হয় না। যদি বল,—'অজ্ঞান দ্বারা প্রকাশের তিরোধান ( আচ্ছাদন ) হয় মাত্র' তাহা হইলেও তিরোধান, দ্বারা প্রকাশের নিবৃত্তি হইলে স্বরূপেরই নাশ হইয়া পড়ে। কারণ, তোমার মতে প্রকাশই ব্রহ্মের স্বরূপ। এ সমস্ত দোষসহস্রের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রেও আছে—"অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ২।১।২২ ( ব্রঃ সূত্রের অর্থ বলিতেছেন ) সূত্রে 'তু' শব্দদ্বারা বিপক্ষের আশঙ্কা (অভেদ) নিষেধ করা হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' আধ্যাত্মিকাদি দুঃখভোগের যোগ্য জীব হইতে অধিক অর্থাৎ পৃথক্ পদার্থ। কারণ শ্রুতিপ্রভৃতিতে ভেদনির্দ্দেশ রহিয়াছে, 'জীব' হইতে 'পর-ব্রহ্ম'কে ভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেমন—"তিনি আত্মার মধ্যে অবস্থিত হইয়াও আত্মা হইতে ভিন্ন, আত্ম যাঁহাকে জানিতে পারে না, আত্মা যাঁহার শরীর-স্বরূপ, যিনি আত্মাকে নিয়মিত করিয়া থাকেন, তিনিই অমৃতময় অন্তর্যামী ( বৃহদাঃ ৩।৭।২২ )" আত্মা এবং তাহার প্রেরককে পৃথক্ জানিয়া যিনি তাঁহার সেবা করেন, তিনিই তাহা দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন ( শ্বেতাশ্বঃ ১।৬ ), "তিনিই সমস্তের কারণ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতিরও অধিপতি ( শ্বেতাশ্বঃ ৬.৯ )", "উক্ত দুইজনের মধ্যে একজন (জীব) কর্ম্মফলকে মধুর বলিয়া ভোগ করেন ( শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬ )", অপর ( ঈশ্বর ) কর্ম্মফলের ভোক্তা না হইয়া সাক্ষীরূপে দর্শন করেন।" "দুইজনই নিত্য,

ব্যাবর্ত্তয়তি। আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখযোগার্হাৎ প্রত্যগাত্মনোঽধিকমর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম, কুতঃ,ভেদনির্দ্দেশাৎ প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন নির্দ্দিশ্যতে পরং ব্রহ্ম, "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরোয়মাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মনোঽন্তরো যময়তি স আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ( বৃহদাঃ ৩।৭।২২ ) "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" (শ্বেতাশ্বঃ ১।৬) "স কারণং করণাধিপাধিপঃ ( শ্বেতাশ্বঃ ৬।৯ )" "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ( শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬ ) "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" শ্বেতাশ্বঃ ১।৯ ) অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ( শ্বেতাশ্বঃ ৪।৯ ) প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ণেশঃ ( শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬ ) "নিত্যো নিত্যানাম্" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬ ) যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরো ন বেদ এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাঽপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ" ইত্যাদ্যাঃ। তথা সুষুপ্তাবপি জীব-পরয়োর্ভেদঃ। "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং ( সুবালোপনিষৎ ) ইতি স্বাপদশায়াং জীবস্য সর্ব্বজ্ঞেন পরমাত্মনা নিরস্ত-সমস্তশ্রমস্য বাহ্যাভ্যন্তরজ্ঞান-লোপঃ শ্রূয়তে ন হি অকিঞ্চিজ্‌জ্ঞস্য তদানীমেব সর্ব্বজ্ঞেন সতা স্বেন পরিষ্বঙ্গঃ সম্ভবতি। "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি" ইতি অত্রাপি ন জীবপরয়োঃ স্বরূপৈক্যমুচ্যতে, অপি তু সুষুপ্তিকালে নামরূপানুসন্ধানাভাবাৎ প্রলয়কালইব ব্রহ্মণি লয়ঃ প্রতিপাদ্যতে,"স্বমপীতো ভবতি"স্বাত্মনি ব্রহ্মণি লীনো ভবতি ন তু স্বস্মিন্নেব স্বস্য লয়ঃ সম্ভবতি। অত্রাপি সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতীতি তৃতীয়া স্বারস্যাৎ সম্পত্তিশব্দস্য পরিষ্বঙ্গশব্দৈকার্থ্যান্ন স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ। তথা চ সূত্রকারঃ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" ইতি। তথা চ "বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ" ( ব্রঃ সূঃ ১।২।২ ) "অনুপপত্তেস্তু ন শারীর" (ব্রঃ সূঃ ১।২।৩) ইতি বক্ষ্যমাণাশ্চ গুণাঃ পরমাত্মন্যেবোপপদ্যন্তে "মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর" ইতি ॥২০॥

নন্বু "স ক্রতুং কুর্ব্বীতেতি বিহিতমুপাসনম্,তত্রায়ং গুণবিধিঃ, অসতা চ গুণেনোপাসনং বিহিতার্থং স্যাৎ

---

তন্মধ্যে একজন সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর, অপর অল্পজ্ঞ ও অনীশ্বর, ( ঈশ্বর নহেন )" মায়ী ইহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন, অপর ( জীব ) মায়া কর্ত্তৃক ইহাতে আবদ্ধ হয়," "তিনি প্রকৃতি, জীব ও গুণত্রয়ের অধিপতি," "তিনি নিত্যগণের মধ্যেও নিত্য।" "যিনি জীবের অন্তরে বিচরণ করেন, জীব যাঁহার শরীরস্বরূপ, জীব যাঁহাকে জানিতে পারে না, তিনিই সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা, সমস্ত হেয় গুণশূন্য, অদ্বিতীয় দিব্য দেবতা নারায়ণ নামে খ্যাত।" এইরূপ সুষুপ্তিকালেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ কথিত হইয়াছে। সেইরূপ বেদান্তসূত্রকারও —"বক্ষ্যমাণ গুণগুলি পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়", "সেই সমস্ত গুণ জীবসম্বন্ধে সঙ্গত হয় না বলিয়া এই প্রকরণের বিষয় জীব নহে" ইত্যাদি সূত্র বলিয়াছেন। "মনোময়, প্রাণশরীর, জ্যোতীরূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সমস্ত জগদ্ব্যাপী বাক্যহীন ও আদরশূন্য" এই বাক্যোক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত গুণগুলি পরমাত্মাতেই যথাযথভাবে উপপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

যদি বল—"সে ক্রতু করিবে" এই শ্রুতি দ্বারা জীবের সম্বন্ধে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, "মনোময় প্রাণ শরীর' ইত্যাদি শ্রুতি সেই উপাসনাবিধিরই গৌণবিধি ; যদিও ব্রহ্মে গুণ না থাকুক, তথাপি উপাসনার অনুরোধে "মনোময়ত্বাদি" কল্পিতগুণের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে, যেমন —"মনকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে" ইত্যাদি স্থলেও মন প্রভৃতিতে ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া উপাসনার বিধি রহিয়াছে। অন্যথা যদি ব্রহ্মের বস্তুতঃই তাদৃশ গুণ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে—"তিনি শব্দহীন, স্পর্শহীন" ইত্যাদি নির্গুণতা প্রতিপাদক শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ হয়, কাজেই মনোময়ত্বাদি গুণগুলি পারমার্থিক ( যথার্থ ) নহে। ইহাও সঙ্গত নহে— কারণ তাহা হইলে—"মনোময়ত্বাদি গুণসম্পন্ন বস্তুটী নিশ্চয়ই

"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতে" তিবৎ, অন্যথা "অশব্দ-মস্পর্শ" মিত্যাদি নির্গুণবাক্যবিরোধঃ, অতো মনোময়ত্বাদয়ো ন পারমার্থিকা ইতি চেন্নৈবং 'সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাদি" ( ব্রঃ সূঃ ১।২।১ ) তি সূত্রবিরোধাৎ। সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম, ইহ চ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানি" (ছাঃ ৩।১৪।১) তি শান্ত উপাসীতেতি বাক্যোপক্রমে শ্রুতং তদেব মনোময়ত্বাদিবিধৈর্ম্মৈর্বিশিষ্টমুপদিশ্যত ইত্যর্থঃ। ন হি সর্ব্বেষু বেদান্তেষু কল্পিতগুণোপদেশাদিতি হেতু-র্বক্তুং শক্যতে সাধ্যাসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ" সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে"তি (ছাঃ ৩।১৪।১) বচনমেবাভাব-জ্ঞাপনার্থমিতি বাচ্যম্, "তজ্জলানি" তি হেতু বিরোধাৎ। কিঞ্চ যদি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে"তি বচনমেবাভাসনান্মিথ্যাত্ববিধিস্তর্হি পুনঃ "স ক্রতুং কুর্ব্বীতে" ( ছাঃ ৩।১৪।১ ) তি সগুণো পাসন-বিধিরনর্থকঃ স্যাৎ ন হি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানবতঃ সগুণোপাসন-বিধিরিতি সঙ্গতং ভবতি। "অশব্দমস্পর্শম্" ইত্যাদিশ্রুতিস্তু ভূতভৌতিক-বৈলক্ষণ্যং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তীতি ন বিরোধঃ "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ" ইতি স্মৃতেঃ॥ ২১॥

নন্বু তত্র "তথাহরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চে"তি গন্ধরসাদে-র্নিষেধঃ ইহ তু "সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস" ইতি যাবদ্ গন্ধরসবিধিঃ, ন চৈকস্মিন্ বস্তুনি গুণতদভাবাবু পপন্নাবিতি তস্মাদ্ বিষয়ভেদবর্ণনেন হি বিরোধ-পরিহারকার্য্যঃ। স চ কার্য্যব্রহ্মণি মনোময়ত্বাদি-শুদ্ধে ত্বশব্দত্বাদিরিতি চেন্ন" বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্ বিশ্বমুপজীবতি" "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতং" "যমন্তঃ সমুদ্রে কবয়ো বয়ন্তি", "ন তস্যেশে কশ্চন" "তস্য নাম মহদ্ যশঃ" "পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্" "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" "ন ত্বৎসমঃ" "পরং হি পুণ্ডরীক্ষান্ন ভূতো ন

---

পরমাত্মা, কারণ সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ যে মনোময়ত্বাদি গুণ—এখানে সেই সমুদয় ধর্ম্মেরই উপদেশ হইয়াছে"----এই সূত্রের সঙ্গে বিরোধ হয়। ব্রহ্ম সমগ্র বেদান্তগ্রন্থে প্রসিদ্ধ, এস্থলেও বাক্যের প্রারম্ভে—"এই সমস্তই ব্রহ্ম, এই সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতে বিলীন হয়, অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে"—এই শ্রুতিদ্বারা তাঁহারই অবগতি হইতেছে, এবং "মনোময়ত্বাদি" ধর্ম্ম-বিশিষ্টরূপে তাঁহারই উপদেশ হইতেছে। অন্যথা "সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ" এই সূত্রের—"সমস্ত বেদান্তগ্রন্থে কল্পিত গুণের উপদেশ হেতু"—এইরূপ অর্থ করিলে ব্রহ্মের সিদ্ধি হয় না। "এই সমস্তই ব্রহ্ম" এই শ্রুতিই জগতের অভাবজ্ঞাপক ইহাও বলিতে পার না, কারণ তাহা হইলে—"সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতে বিলীন হয়" ইত্যাদি পরবর্ত্তী হেতু সঙ্গে বিরোধ হয়। আর ও দেখ—যদি "এই সমস্তই ব্রহ্ম"—এই বচন হইতে জগৎকে ব্রহ্মের আভাসরূপে জানা যাইতেছে বলিয়া ইহা জগতের মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদক-বিধি—এরূপ বলিলে পুনরায় "সে ক্রতু (যজ্ঞ) করিবে" ছাঃ ৬।৮।৭ এই সগুণ উপাসনা-বিধি অনর্থক হয়। কারণ তোমার মতে যিনি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানময়, তাঁহার সম্বন্ধে সগুণ উপাসনা বিধিসঙ্গত হয় না। "শব্দহীন, স্পর্শহীন" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মের নির্গুণতা জ্ঞাপক নহে, পরন্তু সমস্ত ভূত ও ভৌতিক পদার্থ হইতে বিলক্ষণরূপে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য; কাজেই ইহার সঙ্গেও সগুণ শ্রুতির কোন বিরোধ নাই। "যে ঈশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণ নাই" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দ্বারাও তাঁহার সম্বন্ধে ভূতভৌতিক গুণেরই নিষেধ হইয়াছে॥ ২১॥

যদি বল—সেস্থলে—"সেইরূপ তিনি রসহীন গন্ধহীন নিত্য" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গন্ধরসাদির নিষেধও এস্থলে—"সর্ব্বগন্ধময়, সর্ব্বরসময়" ইত্যাদি দ্বারা সমস্ত গন্ধরসের বিধান করা হইতেছে। এক বস্তুতে গুণ ও তাহার অভাব এই উভয়ের সঙ্গতি হয় না বলিয়া বিষয়ের ভেদ করিয়া বিরোধ পরিহার কর্ত্তব্য। অতএব কার্য্য ব্রহ্ম ( মায়াবাদি-মতে ঈশ্বর প্রভৃতি ) সম্বন্ধে মনোময়ত্বাদিগুণ এবং শুদ্ধ ব্রহ্ম সম্বন্ধে "শব্দশূন্যতা" প্রভৃতি ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য। তাহাও অসঙ্গত-